চন্দ্রা।

প্রথম বিভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিসর্জ্জিত।

"Dear is the helpless creature we defend against the world."

পৌষ মাসের রাত্রি। খুব প্রখর শীত, খুব কোয়াসা, সেই দিনেই চন্দ্রগ্রহণ। খুব "পূর্ব্ব বঙ্গের" কিলিকিলি ও খুব হরিধ্বনি উঠিয়াছে। রামচাঁদ খুড়োর নিদ্রা হইল না। খুড়ো আমার জবরদস্ত। গুণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, মদের প্যাগম্বর, গাঁজার দিগম্বর। "দেখিনা, রঙ্গ দেখিনা" বলিতে বলিতে, সোঁটা হাতে, রামচাঁদ খুড়ো বাহিরে আসিলেন।

খুড়োর বিশেষ রোজকার ছিল না। কিন্তু যেরূপ চেহারার চটক আর যেরূপ সোঁটাটির ঢং, তাহাতে অনুগ্রহ পূর্ব্বক মাঠে দাঁড়াইলে সহজেই রোজকার করিতে পারিতেন। তবে এটা সেটা পাঁচ রকমে মদটা ভাঙটা চলিতেছে, সে দিকে বড় মন দেন নাই। খুড়ো যখন বাহিরে আসিলেন, সে মূর্ত্তিই এক চমৎকার! খুব লম্বা, খুব চওড়া, খুব বুকের পাটা, খুব গোঁপ, খুব বাউরিকাটা চুল, খুব বাঁকা শিঁথা, পৈতার গোছাটীও মানানসই। খুড়োর চওড়া কালাপেড়ে সাড়ী

পরণে, কোঁচা ছুলে কোমরে বাঁধা। বালাপোষ গায়ে জড়িয়ে খুড়ো গঙ্গামুখো হইলেন।

রাস্তায় গাঁটছড়া বাঁধিয়া মঙ্গলা, ধ্রুব, বিমলা, দ্রৌপদী, কসাইয়ের গরুর মত, একবার দৌড়াইতেছেন, একবার থামিয়া যাইতেছেন। পিছনে বঙ্গচন্দ্র যষ্টি হাতে "চল চল" করিতে করিতে চলিতেছেন। তর বেতর লোক চলিতেছে। খুড়ো গলাখাঁকারি দিলেন, হাততালি দিলেন, কিন্তু সে মনোহর মূর্ত্তি যে একবার দেখিল, সে আর বড় দেখিবার চেষ্টা করিল না।

উঃ! যেন প্রলয়ের হরিধ্বনি পড়িয়া গিয়াছে! পিছনের হরিবোল কিছু জবর!—'বল হরি—হরিবোল'—খুড়ো ফিরিয়া দেখেন,—কে ভাগ্যবান ছ'আনার খাটে শুইয়া স্বর্গে যাইতেছে। স্বর্গীয় যান নিকট-বর্ত্তী হইল; বাহক সকলেই পরিচিত—'হরি'ধ্বনি ছাড়িয়া 'খুড়ো'ধ্বনি আরম্ভ করিল। খুড়ো দেখিলেন—সাত আট জন চেনা গাঁজাখোর। কেহ কাঁদিয়া, কেহ হাসিয়া শুনাইল, আড্ডাধারী, যে বিশ ছিলিমে টলিত না, ওলাউঠায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে!

"বাবা! শীত-কালের দস্যি ওলাউঠা! খুড়ো বল্‌ব কি, শেষ আর গাঁজার ছিলিম টান্‌তে পারলে না।"

"দূর আবাগের বেটা! ছুঁলি?"

আর কি হইবে? খুড়ো খবর পাইলেন চার পাঁচ [illegible] তেল খাঁটি সঙ্গে আর দু'তাড়া গাঁজাও রহিয়াছে; ভাবিলেন, 'দেখ্‌ছি বেগারে মুক্তি স্নানটা হ'ল।'—সেথায় দুই এক ছিলিম গাঁজা চলিল বৈকি! মনোহর চারিপায়ে খুড়োও কাঁধ দিলেন—বিপরীত হরিবোল!

যেথায় স্বর্গাভিমুখী যান চলিতে লাগিল, পথের লোকে সত্রাসে পথ দিতে লাগিল; মহা ভিড় হইলই বা, মড়া লইয়া ছুঁইবে? কেহ কোন কালে ত মড়া হইবেন না, আর কাহারও চৌদ্দ পুরুষ হন নাই!

খট্টাঙ্গ ক্যাঁচকোঁচ রঙ্গভঙ্গ করিতে করিতে শ্মশানস্থলে উপনীত হইল। আড্ডাধারী ক্ষণেক বিশ্রাম করুণ, বাহকেরা খাঁটির বোতল লইয়া বিশ্রামে বসিলেন। একজন বলিল—"খুড়ো, আজ বোলচাল নাই কেন?"

সত্যই বোলচাল নাই! খুড়োর কিছু প্যাঁচ জন্মিয়াছে। জানা ছিল, গাঁজা টানিলে আর ওলাউঠা হয় না, কিন্তু বিপরীত প্রমাণ— খাটে লম্বমান!

মুর্দ্দাফরাস চিতা প্রস্তুত করিয়াছে সংবাদ দিল। শুভ কার্য্য সত্বর সম্পন্ন করিয়াছে, তাই কান্নাস্বরে বখ্‌সিস্ চাহিতেছে,—"এত বড় বাবু বখ্‌সিস্ না দেবে, কে দেবে? গ্রহণকা ছুটি হইয়াছে, বাবুলোক সব বাড়ী গিয়াছে, আর কোই মরে না—আজ আট্ আনা বখ্‌সিস্ লেবে!"

শব চিতায় চড়িল। বাহকবৃন্দ, মায় খুড়ো, আর এক বোতল লইয়া বসিল। মুর্দ্দাফরাসেরা রস খাইতে খাইতে খঞ্জনী বাজাইয়া গান করিতে লাগিল—

"সেঁইয়া বেচে লঙ্ সুপারি হামে ধনিয়া।"

খুড়ো কিছু অধিক বিষণ্ণ। শরীরটা কেমন কেমন করিতেছে, অন্যদিন হইলে কসিয়া গাঁজায় দম দিতেন, আজ সে মহৌষধে তাদৃশ প্রত্যয় নাই। আবার দূরে কে গান করিতেছে——

" ভাবিয়া দেখনারে মন নিত্য নিত্য,
মরণ জানিহ জীবের সত্য সত্য,
জলবিম্ব জলপ্রায়, কখন মিশা'য়ে যায়—"

খুড়ো মুগ্ধপ্রায় হইয়া শুনিতে লাগিলেন; মজলিসের লোক নেসায় একটু অন্যমন, খুড়ো ধীরে ধীরে উঠিলেন; গঙ্গার ধারে ধারে চলিলেন; বড়ই ভিড়, ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন—ক্রমে অতি নির্জ্জন স্থান।

হেথায় লোক নাই, শব্দ নাই, কেবল গঙ্গাদেবী কূলে প্রতিঘাত করিতেছেন। এদিকে রাহুর উদরগত চন্দ্রের আর আলো নাই!

"ওকিও? একটা শকুনি আসিয়া বসিল। বাবা, সাদা কাপড় পরা কেও? সার্‌লে বাবা! এগোয়! ভয় নেই! জলে উলিতেছে!"

মৃদু বামা-কণ্ঠধ্বনি উঠিল—"বাছা, তোরে কেমন ক'রে ভাসিয়ে দিয়ে যাবরে!"

"ভাসাবে কি? জীয়ন্ত আছি, সবে পেট কলকল করিয়াছিল।" আবার মৃদু বামা-কণ্ঠধ্বনি—"মাগো! আমার কোলের ছেলে তোর কোলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ব।" খুড়ো ভাবিলেন, "এ আবার কোন্ ছোট আড্ডাধারির গঙ্গালাভ? না না, ট্যাঁ ট্যাঁ করিয়া কাঁদিতেছে, দেখিতে হইল।"

ঝপাং করিয়া শব্দ হইল। শ্বেত বসনা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইল। খুড়োও দৌড়াইলেন।

"একি! কোন্ মাগী ছেলে মারিল নাকি? ট্যাঁ করিয়া কাঁদিয়াছে।" ছেলের কান্না অনুসারে দৌড়াইলেন। খুড়ো তথায় গিয়া দেখেন,

একটী বালক কাদায় পড়িয়া আছে, কাঁদিতেছে, মুখে ঢেউ লাগিতেছে, হাঁফাইয়া উঠিতেছে। বুঝিলেন, জলভ্রমে কূলে নিক্ষেপ করিয়া রমণী পলাইয়াছে। ছেলেটী জীবিত, তুলিয়া লইলেন। কিন্তু কি করেন? "কাল পুলিসে দিব" ভাবিয়া শিশুটীকে কুড়াইয়া লইলেন। শিশু কাঁদিতেছিল, কোলে উঠিয়া শান্ত হইল; বালাপোষের গরম পাইয়া, "হাঁগ্ গো" বলিয়া আদর করিল। খুড়োর আজ বিষম বিভ্রাট। মনে ভাবিতে লাগিলেন—"ব্রাহ্মণী কি বলিবে? ছেলে পুলে নাই, ছেলেটী পালন করিলে হয়; কিন্তু কোন্ বেটীর ছেলে তা'ত বুঝিতে পারিতেছি না।"

শিশু এইবার খুড়োর মস্ত গোঁপ দেখিয়া ধরিবার চেষ্টা পাইল।

"কপালে যা থাকে বাড়ী লইয়া যাই।"

শীতকাল, খুড়ো স্নান করিলেন না, গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া চলিলেন। যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন—"আজ একি রঙ্? যদি ব্রাহ্মণী ছেলেটী পোষে, তাহা হইলে আর পুলিসে দিই না, আমাদেরও চলিতেছে, ইহারও চলিবে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"অদ্য ভক্ষ্যে ধনুর্গুণং।"

পাড়ায় একটা মহা বাজনার ধুম পড়িয়াছে। কাউরে ঢোলের মধুর আওয়াজে কাণ ফাটাইতেছে! দুই তিনটা সানাইয়ে শত শত রথের ভেঁপুর কার্য্য করিতেছে—একটা হুলস্থূল! দত্তদের সেজ কর্ত্তা, বোসেদের ন'কর্ত্তা, বীরভদ্র দাদা, সনাতন বাঁড়ুয্যে রাস্তার সভা

করিয়াছেন, আর বলিতেছেন,—"আহা হ'ক, লোকের ভালই হ'ক! মিন্‌সে যেমন না খেয়ে না দেয়ে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে, একটা ভোগ করিবার হইল। বেঁচে থাক্‌, তবু একটা ভোগ করিবার হইল।"

কথাটা এই, নীলরতন বাবুর একটী পুত্র সন্তান হইয়াছে। নীলরতন বাবুর স্বোপার্জ্জিত রোজকার, কৃপণ খ্যাতি, পাড়ার লোকের সহিত বড় মিশ নাই। এত দিন সন্তান সন্ততি কিছুই হয় নাই, কে এক সন্ন্যাসী আসিয়া হোম করাতে একটী পুত্র সন্তান হইয়াছে। এই কথা লইয়াই আন্দোলন হইতেছিল; কিন্তু কথায় তাদৃশ মজা নাই—কাহারও কুৎসা নাই।

মজা লাগিবেত লাগ্‌, একেবারে খুব বেশী! কাঙ্গালীচরণ ঘোষ আসিয়া সংবাদ দিল—রামচাঁদ খুড়ো শ্মশান থেকে কা'র একটা ফানো-পাওয়া ছেলে লইয়া আসিয়াছে।

"ও সব পারে, ওটা ডাকাত, ওর জন্যে চারচাল বেঁধে থাকা ভার।"

"কি সর্ব্বনাশ! শ্মশান থেকে ছেলে এনেছে! ওকে এক ঘরে কর।"

সনাতন বাঁড়ুয্যে মহাশয় অর্জ্জুনের জয়দ্রথ বধের ন্যায় প্রতিজ্ঞা করিলেন রামচাঁদের সোমেদের বাটীর বৃত্তি উঠাইয়া দিবেন; আর বোসেদের বাড়ীর বৃত্তি যদি উঠাইতে না পারেন, তবে মেজ দত্ত মহাশয়ের পিতৃঋণ শোধ যাইবে না। রামচাঁদের যাহাতে সর্ব্বনাশ হয়, সমাগত সকলেই এক একটা ভার লইলেন। তখন কথায় কথায় সাব্যস্ত হইল, সে বৎসর যে বোসেদের ছোট গিন্নির খাড়ু চুরী যায়, সে রামচাঁদের কাজ; কলুপাড়ায় আগুণ লাগে, সে রামচাঁদ কর্ত্তৃক; ক্রমে

বিশ বৎসরের ভিতর পাড়ার যে সকল দুষ্কর্ম্ম হইয়াছে, সব রামচাঁদের উপরই অর্পিত হইল।

কিন্তু খুড়ো আমার ভোঁ! একে প্রাতে উঠা অভ্যাস নাই, তাহাতে আবার রজনীতে একটা হাঙ্গামা গিয়াছে। তা যেমন রোগ তেমনি ঔষধ, পাড়ায় ঢাক উপস্থিত। জোর কাটীতে দুপুরে মাতন হইতে লাগিল। খুড়ো রক্তবর্ণ চক্ষু মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিরে ব্যাপারটা কিরে?"

ক্রমে রাত্রের কথা স্মরণে আসিল—"ছেলেটা কোথারে?"

পাড়ার লোকে দানোপাওয়া ছেলে বলিয়াছে, অবশ্যই দানোপাওয়া ছেলে; কিন্তু দেখিলে সেরূপ বোধ হয় না। ছেলেটী দিব্য গোলগাল, হাস্য বদন, যেন মোমের পুতুল পড়িয়া রহিয়াছে। গৃহিণীরও বড় মন পড়িয়াছে; ছেলেটী পালন করাই স্থির হইল। কিন্তু পাড়ায় খবর দেওয়া উচিত, কি বলিবেন? ভাল কথা মনে পড়িল!—"আমার ভায়রা ভাইয়ের পুত্রসন্তান, শালীটী অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। আমি ছেলেটীকে মানুষ করিতে আনিয়াছি—সেই ভাল।" আস্তে আস্তে সোমেদের বাড়ী চলিলেন। আজ সেখানে মহা সমারোহ। ভাবিলেন বুঝি কি কার্য্য উপস্থিত। কার্য্য বটে। তবে লুচি খাওয়া নয়, তাঁর মাথা খাওয়া।

রামচাঁদ খুড়ো চির দিন সপ্রতিভ। কিন্তু ছেলে লইয়া আজ কিছু অপ্রতিভ হইতে হইল। মৃত শালীর কথা লইয়া বড়ই বিভ্রাট ঘটিল। জেরায় সকলই উল্টাপাল্টা হইল। বড় বড় মহোপাধ্যায়েরা হয় কে নয় করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার বিবাহিতা রমণী তাঁহার রমণী নয় স্থির

হইল। কর্ত্তা সোম বলিলেন—"আমাদের বাড়ীতে আর আসিস্ না।" সংক্ষেপ বিবরণ এই—যাঁহারা রামচাঁদের সর্ব্বনাশে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে কৃতকার্য্যও হইলেন।

নিরাশ হইয়া রামচাঁদ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু গৃহে কিছুই সংস্থান নাই, কি উপায়ে দিনপাত হয়? একবার ক্রোধ, একবার ক্ষোভ, একবার ধিক্কার মনে উদয় হইতে লাগিল। কিন্তু অন্নচিন্তা চমৎকার, সকলকেই পরাভূত করিল!—"কি খাই, আজকের উপায় নাই; ছেলেটাকে পুলিসে দিই, আপদ যা'ক; না না, ছেলেটা মুখ পানে চাহিলেই হাসে—সর্ব্বনেসে ছেলে হাত তোলে। যাহা হউক, ছেলেটী ছাড়িব না; যিনি জীব দিয়াছেন, আহার দিবেন।" একটা সামাজিকের ঘড়া ছিল, তাই লইয়া অন্নের সংস্থান করিতে চলিলেন।

রাত্রে বসিয়া ব্রাহ্মণীর সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন—"কি করি, কোথায় যাই?"

"ছেলেটী ছাড়িব না"—ব্রাহ্মণব্রাহ্মণী উভয়েরই মত। "কিন্তু কোথায় যাই? কিরূপে দিনপাত হয়?" খুড়ো এরূপ চিন্তায় আর কখনও পড়েন নাই।

ব্রাহ্মণী নিদ্রা গেল, খুড়োর চক্ষে নিদ্রা নাই। উঠিলেন, ধীরে ধীরে গঙ্গার ধারে চলিলেন। রবহীন পুলিনে অনেক ক্ষণ বসিয়া রহিলেন। স্নিগ্ধ বায়ু মধুর রবে বহিতেছে, রজত কৌমুদী নীরে খেলিতেছে, তরঙ্গ দুলিতেছে; দেখিতে দেখিতে নিদ্রাকর্ষন হইল। নিদ্রাভঙ্গে দেখেন, একজন পূর্ব্ব বঙ্গদেশীয় ধনাঢ্য গঙ্গাস্নানে আসিয়াছেন, দানধ্যান

করিতেছেন। ব্রাহ্মণ উদরের জ্বালায় হাত বাড়াইলেন, যৎকিঞ্চিৎ পাইলেন ; ভাবিলেন "ব্রাহ্মণের সন্তান, ভিক্ষায় দিনপাত করিব।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

" সার—হাল্লো, চৌকিডার, এক আদ্‌মি উঢার দৌড়কে গিয়া নেই ?

" চৌকি— নেই ছাব্, হাম্‌তো কুছ্ নেই দেখা।

" সার—আল্‌বট্ গিয়া, হাম্ ডেখা।"

কলুটোলায় একজন নবাব আছেন ; নামটী বড় দিগ্‌গজ, স্মরণ নাই। তিনি কোন বড় নবাবের মেয়ের মেয়ের পোষ্যপুত্রের নাতি। দৈবাৎ তাঁর বেগম মহলে চুরি। ইন্‌স্পেক্টর, জমাদার, চৌকিদারে বাড়ী ঘেরাও করিয়া ফেলিয়াছে, নর্দ্দামায় আর ময়লা রহিল না। কিন্তু তথাপি ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের সন্দেহ ঘুচে না—চোরাই মাল বাড়ীর আনাচ কানাচে থাকিবারই সম্ভাবনা। ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের চোর ধরা দৈব বিদ্যা। নিকটে একটা এঁদো পুকুর ছিল। কলমিদাম, হিংচেলতা, পুরাণ শোল, কই, লেঠা প্রভৃতি সশঙ্কিত। পাঁচ সাত জন পাহারাওয়ালা পানকৌটীর ন্যায় ডুব দিতে লাগিল। কিন্তু চোরাই মালের কোন সন্ধান হইল না।

এবার চুরী না ধরিলেই নয়। কলুটোলায় সাত আটটা চুরী হইয়াছে, তাহার কিনারা হয় নাই। কি উপায় ? একটা চোর না ধরিলেই ত নয়। ঐনা চোরের মত কে একজন দাঁড়াইয়া আছে ? হাঁ, ঐ চোর না হইয়া যায় না! মস্ত ভিক্ষার ঝুলি, নাকে তিলক,

গলার মালা, চোরের কি আর হাত পা আছে? ইনস্পেক্টর সাহেব যার প্রতি সন্দেহ করেন, তাহাকে চোর সাব্যস্ত না করিয়া কোন মতে নিশ্চিন্ত হন না। নিশ্চয় চোর! নহিলে এতক্ষণ দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছে? আর যদি চোর না হয়, ধরিয়া ঘা দুই দিতেই বা হানি কি?

চোর দেখিল এখনও ধরা পড়িল না, আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল। কিন্তু টিক্‌টিকি পুলিশ পশ্চাৎ চলিল। টিক্‌টিকি পুলিশের জমাদার অতি সতর্ক লোক, নানা বেশে নগর পরিভ্রমণ করেন; ধর্ম্ম-ভীরুও বটেন, দেশে দোল-দুর্গোৎসব হয়। এবার তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা, "বাহবা লুব"। চোরের স্পর্দ্ধা দেখ, তাঁহার কাছেই ভিক্ষা চাহিল। তিনি বলিলেন; "বাপু, আমার কাছে ত কিছু নাই, এই সোনার বালা গাছটী লও।"

সোণার বালা দেখিয়া ভিক্ষুকের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। বলিল, "বাবা! তোমার জয়জয়কার হোক্!" ঝুলির মধ্যে বালাটী রাখিল। চোর বা ভিক্ষুক ভাবিতে ভাবিতে চলিল "আজ কমলার কৃপা! ছেলেটাকে এক ছড়া হেঁসো গড়াইয়া দিব।"

বেলা অধিক হইয়াছে, ভিক্ষুক বাসায় ফিরিল। বাসায় প্রবেশ করিবার সময় দেখে, দাভা এখনও তাহার সঙ্গ ছাড়েন নাই। পাঠক বুঝিয়াছেন ভিক্ষুক আমাদের খুড়ো।

ভোজনান্তে খুড়ো শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে মহা গণ্ডগোল! নবাব বাড়ীরও যেরূপ অবস্থা দেখিয়াছেন, আপনার বাড়ীরও সেই অবস্থা দেখেন—কিঞ্চিৎ বেশী। তাঁহাকে দুই জন ষণ্ডা

আসিয়া ধরিল, মহা ধুমে কিল পড়িতে লাগিল, একজন ঝুলি হইতে সোণার বালাটী বাহির করিল! যেমন কিলের ধমক, তেমনি লাঠির গুঁতা, আর তেমনি ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের গর্জ্জন, "আউর মাল্ কাঁহা হ্যায়, নিকালো!" ক্রমে হস্তে বন্ধন পড়িল। খুড়ো গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন "শান্ত! শান্ত! আমায় টানিয়া লইয়া যায়, বাবুদের বাড়ী খবর দাও।"

আহা! দুঃখিনী ব্রাহ্মণী কি করিবে? জগতে কে তার বন্ধু আছে? দানো-পাওয়া ছেলে মানুষ করিতেছে, কেহ তাহার মুখ দেখেনা; কেবল নীলরতন বাবুর স্ত্রী তাহাকে একটু যত্ন করেন, আর দানো-পাওয়া ছেলে বলিয়াও প্রত্যয় করেন না।

ব্রাহ্মণী কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহারই নিকট আসিল। সকল কথা বলিল। নীলরতন বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "অ্যাঁ, কি সর্ব্বনাশ! যাই, কর্ত্তাকে গিয়ে বলি।"

কর্ত্তা যৎকিঞ্চিৎ ভবিষ্যদ্বক্তা। অর্দ্ধেক শুনিয়াই বলিলেন, "আমি জানি, ওসব লোকের ঐ দশা হবে না ত আর কি?"

"অ্যাঁ! এ পোড়া রাজ্যে ভিক্ষা করিবারও যো নাই?"

"ভিক্ষা ত নয়, ও চুরীর ভান।"

কিন্তু গৃহিণী কোন মতেই বুঝিলেন না। কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন; অগত্যা নীলরতন বাবু ব্যাপারটা কি, জানিতে সম্মত হইলেন। গৃহিণী আহ্লাদিতা হইলেন; দৌড়িয়া গিয়া শান্তকে বলিলেন, "ওলো ভয় নেই। কর্ত্তা যা হয় একটা করিবে এখন।"

শান্ত ভাবিল, "বড় ভয়ও নাই, ভরসাও নাই!" কাঁদিতে কাঁদিতে

গৃহে ফিরিল। গৃহ শূন্য, সংসার শূন্য, প্রাণ শূন্য জ্ঞান হইতে লাগিল। প্রহার চক্ষের উপর দেখিয়াছে। নিশ্চয় জ্ঞান ছিল স্বামি চোর নয়; মনের কথা কাহাকে জানাইবে? সকলেই "রাক্ষুসী" "ডাইনী" জ্ঞান করে; সে সময়ও পোড়া ছেলে—ছেলেটার উপায় কি হইবে?

দিন যায়, থাকে না। নিদ্রাদেবীও দুঃখী বলিয়া ঘৃণা করেন না। সে রাত্রি কতক নিদ্রা, কতক রোদন, কতক আশায় কাটিল। পর দিন প্রভাত হইতে না হইতেই নীলরতন বাবুর আলয়ে গেল। কিন্তু আজ নীলরতনের পরিবারের সে ভাব নাই; বলিলেন, "বাছা, আর কাঁদিলে কি হবে? বামাল শুদ্ধ ধরা পড়িয়াছে, আর উপায় নাই।"

"হা ভগবান! উপায় যথার্থই কি নাই? নিরপরাধীর কোন উপায় নাই! কি হবে? কোথায় যাব?"

নীলরতন বাবুর স্ত্রী সান্ত্বনাচ্ছলে বলিলেন, "ভাবিস্ নি, দুই তিন মাস বই মেয়াদ হবে না।" আহা, কি সান্ত্বনা! মেয়াদ! শান্তর মস্তক ঘুরিয়া গেল, সূর্য্যালোক হরিদ্বর্ণ জ্ঞান হইতে লাগিল, পুতুলের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল। ছেলেটী কোলে তুলিয়া লইতে যায়, কর্ণে ঝিম ঝিম শব্দ হইতে লাগিল, মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"চোর ধরি হরি হরি শব্দ করি কয়,
কে আমারে আর পারে, আর কারে ভয়?"

ইন্স্পেক্টর সাহেব নিতান্ত স্থির করিয়াছিলেন, চোর পুরাতন বদ্মায়েস্, এত প্রহারেও কবুল করিল না। খাঁ সাহেব নামে, মুখে বসন্ত কাট্,

গৈঁটে গোছের একজন জমাদার ছিলেন, তিনি কবুল করাইতে অদ্বিতীয়। চোর তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইল। তাঁর মন্ত্র গুলি অতি সোজা। লঙ্কার ধোঁয়া, নখের ভিতর আলপিন, নাইকুণ্ডলে ঘুরঘুরে, আর বুকে বাঁশ; এ মন্ত্রে বলি বলি বলে না, এমন চোর নাই। রামচাঁদও বলি বলি করিয়াছেন; কিন্তু যে বায়নাক্কা বলেন তাহা খাঁ সাহেবের মনোনীত হয় না। এইবার বুকে বাঁশ দিয়া কিছু তাড়না বেশী হইতে লাগিল। রামচাঁদ বলিলেন, "কি বলিতে হইবে, বল?"

"বেশী কিছু নয়, তুমি গত রাত্রে কলুটোলায় গিয়েছিলে?"

"না।"

খাঁ সাহেব বলিলেন, "আবি দুরস্ত হুয়া নেই।"

খুড়ো দেখিলেন হাঁ বলিলেই নিশ্চিন্ত; সুতরাং "হাঁ"। কলুটোলায় গিয়া পূর্ব্বদিকের জানালা ভাঙ্গিয়া কোনের ঘরে প্রবেশ করেন; তাঁর সঙ্গে যাহারা ছিল তাহাদের হস্তে বাক্স দেন; তাহারা কোথায়, এখন বলিতে পারেন না। বালা গাছ্‌টা আর পঞ্চাশ টাকা তাঁহার নিকট থাকে; মদ ভাঙ্গ বেশ্যায় পঞ্চাশ টাকা রাত্রেই খরচ করিয়াছেন, বালা গাছ্‌টি স্যাকরার দোকানে গলাইতে যাইতেছিলেন, এমন সময় ধরা পড়িয়াছেন।

কবুলে সই পাইয়া খাঁ সাহেব প্রস্থান করিলেন। রামচাঁদের জল-পিপাসার অবসর হইল। জল চাহিলেন, চড় পাইলেন। আর সহেনা, একজন পাহারাওয়ালা মাত্র বসিয়া আছে, রামচাঁদ ভাবিলেন, "পলাইলে হয় না?" যা থাকে অদৃষ্টে—পাহারাওয়ালাকে এক লাথি! "হৈঃ যুড়ীদার! আসামী ভাগং!"

যথার্থই ভাগং বটে, দৌড় ! রামচাঁদ উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিলেন, একপাল পাহারাওয়ালা পিছনে পিছনে ছুটিতে লাগিল। প্রাণ ভয়ে দৌড়ের বেগ কিছু বেশী ; পাহারাওয়ালারা "ওই ! ওই !" করিতে করিতে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। কিন্তু সাহেবেরা বড় কষ্ট পাইয়াছেন, কাহাকেও মারা হয় নাই ; এক জন ব্রাহ্মণ রাস্তার ধারে রোয়াকে শুইয়াছিল, তাহাকেই প্রহার। সে রাত্রের পুলিষ কাণ্ড প্রহরী পাহারাওয়ালার হাতে হাতকড়ি পড়িয়া সমাপ্ত হইল।

এদিকে রামচাঁদ দৌড়াইতে লাগিলেন ! বনবাদাড় ভাঙ্গিয়া প্রাণ পণে দৌড়াইয়া বেলগেছিয়ার একটী বাগানের পুষ্করিণীর ধারে উপস্থিত ! জল পান করিলেন, হাতে মুখে জল দিলেন। কিন্তু খুড়োর কিছু দস্যি ঘুম, সেই চাতালেই একটু তন্দ্রা আসিল।

প্রাতঃকালে মালীকে ফুল তুলিতে হয়, নিত্য বাবুর বাড়ী ডালি যায়। মালীর পো মুখ ধুইতে ঘাটে গিয়া দেখেন, লম্বা চওড়া মূর্ত্তি সটান্।

"ই এ কঁড়, মতাড় পরা ?"

খুড়োর যদি তখনও ঘুম ভাঙ্গে, উপায় হয়। কিন্তু যতক্ষণ পাহারাওয়ালা না আসিল, ততক্ষণ আর নিদ্রা ভাঙ্গিল না।

এবার আর ঘুম ভাঙ্গিতে বেশী দেরি হইল না। "কোন্ হ্যা রে ?" বলাতেই গাত্রোত্থান করিলেন। 'কোন্ হ্যায়' বলা বেশীর ভাগ— পাহারাওয়ালা সাহেব সাব্যস্তই করিয়াছিলেন। বাগান হইতে দুইটা লাউ ছিঁড়িয়া লইয়া চালান দিলেন। চালান দিবার কিছু বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বাবুর বাগানের ফসল টা এখন তখন যায়। মালীর পো

জগন্নাথের দিব্য করিয়াছেন; তিনি লয়েন্ না। সুতরাং গত রবিবার যখন বড় বাবু আসিয়াছিলেন, পাহারাওয়ালা সাহেব সেলাম্ করিয়া পূজার বখ্‌সিস্ চাওয়াতে বাবু বলেন—"কৈ, তুমি খবরদারি কর কৈ ?" চোরকে চালান দিতে পারিলে তাঁর কিছু প্রাপ্যের সম্ভব।

এ দিকে "বালা চোর পলাইয়াছে" থানায় থানায় রিপোর্ট হইয়াছিল; লাউ চোর থানায় পৌঁছিবামাত্র অনেকেই চিনিল, এই সেই। পাহারাওয়ালার জমিদারি পাইবার খুবই সম্ভাবনা রহিল। চোর চালান হইল।

নূতন ম্যাজিষ্ট্রেটের ভারি দব্‌দবা, বেরেওয়া হাকিম! তাঁহার নিতান্ত দুঃখ যে তাঁর উপর ফাঁসি দিবার ভার নাই। তিনি ক্ষোভ করিয়া বন্ধুদিগের নিকট বলিতেন—এক দিনের নিমিত্ত ফাঁসির ভার পাইলে বেশ অর্দ্ধেক কলিকাতা সাবাড় করিতে পারেন। সকলেই যে খুন করিবে, তাহা নহে। তাঁহার চোরের উপর ভারি রাগ। তাঁহার দৃঢ় জ্ঞান, চুরী অপরাধে ফাঁসী হওয়া উচিত; রাস্তায় মাতলামতে ফাঁসী দিলেও দোষ নাই; আর যদি কেহ সেলাম না করে, তাহাকে ফাঁসী দিলেও রাগ যায় না।

পুলিষ গম্ গম্ করিতেছে। টক্‌টক্ করিয়া জমাদার সার্‌জন্ পায়চারি করিতেছে। মাঝে মাঝে মধুর ধ্বনি উঠিতেছে—"এই, চোপ্‌রাও, চোপ্!" যাঁর অদৃষ্টে গলাধাক্কা ঘটে না তাঁর পুলিষে যাওয়াই বৃথা!

একে একে আসামী ডাক হইতে লাগিল। ম্যাজিষ্ট্রেট্ অতি দক্ষ, আধ ঘণ্টার মধ্যে সাত আট্‌টা মোকর্দ্দমা হাসিল করিলেন—মেয়াদ

ছয় মাসের নান কাহারও নহে। খুড়োর পালা উপস্থিত। উহার আর বেশী বিচার কি? দায়রাসোপরদ্দ হইলেন। মস্ত জুড়ী আসিয়া লাগিল। রামচাঁদ খুড়ো লৌহনূপুর পায়ে আর কয়েক জন সমবেশীর সহিত সওয়ার হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"They chained us each to a column stone,
And we were there, yet each alone."

রামচাঁদ শয়ন করিবার নিমিত্ত দুইখানি কম্বল পাইয়াছিলেন। কম্বল দুইখানি বহুপোষী, অগণন ছারপোকা আনন্দে বিহার করেন। তথাপি সমস্ত দিন কষ্টে গিয়াছে, শীঘ্রই নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। খুড়োর ঘুমই শত্রু! কতক্ষণ নিদ্রাগত ছিলেন বলিতে পারেন না, দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়াছেন। স্বপ্নে দেখেন যে, যে বালকটীকে পালন করিতে লইয়াছিলেন, দশ পনর জন পাহারাওয়ালা মিলিয়া তাঁহাকে কিরীচ দিয়া বিঁধিতেছে—"কি কর!" বলিয়া তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হয়।

সেই অন্ধকার ঘরে কে উত্তর করিল—"কি করি? ছারপোকার জ্বালায় মরি! তামুক না খাইয়া পেট দম্‌সম্? গোবিন্দ! গো[illegible]!"

ক্রমে অন্ধকারেই উভয়ে উভয়ের নিকট পরিচিত হইল রামচাঁদের পরিচয় পাঠক অবগত। রামচাঁদ অপরের পরিচয় অবগত এইরূপ:—

"গ্রহণের গঙ্গাস্নান উপলক্ষে আমি শিষ্যের সহিত কলিকাতায় আসি। গ্রহণের রাত্রে বাটী হইতে একখানি পত্র পাই, যে আমার

গৃহিণী মরণাপন্ন; সুতরাং মুক্তিস্নান করিয়াই বাটী রওনা হইতে হইল। আজ তিন দিন হইল পুলিষ আমার বাটী গিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের কারণ এই—উক্ত গ্রহণের রাত্রে আমার শিষ্যের পুত্র সন্তানটী খোয়া যায়। তাহার গলায় যেরূপ রামপদক ছিল, আমার পুত্রের গলায়ও সেইরূপ একখানি ছিল; অতএব পুলিষ সাব্যস্ত করিল যে শিষ্যের পুত্রকে বধ করিয়া আমি সেই পদক লইয়া পলায়ন করিয়াছি।

"আপনার শিষ্য কিছু বলিলেন না?"

"শিষ্যের কোন ত্রুটি নাই। তিনি এজেহার দিয়াছেন—সে রামপদকখানি তিনিই আমার পুত্রের নিমিত্ত দেন; এবং তাঁহার নিজের সন্তানের যেরূপ অলঙ্কার দিয়াছেন, সেইরূপ অলঙ্কার আমার পুত্রকেও দিয়াছিলেন। কিন্তু পুলিষ প্রত্যয় করিল না।"

"তার পর?"

"তার পর আর কি? এই অন্ধকার ঘর, আর কম্বল! গোবিন্দ! গোবিন্দ!"

গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে?"

খুড়ো সোনার বালা দান হইতে আদ্যোপান্ত পরিচয় দিলেন। গুরু শুনিয়া বলিলেন—"বড় সুবিধার নয়।" সুবিধার নয়, প্রথম রদ্দা খাইয়াই রামচাঁদ বুঝিয়াছিলেন।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় প্রহরী বলিল "চোপ, কি বক্‌তেছে?" রামচাঁদ চুপ করিল। গুরু উত্তর করিলেন, "সুবিধার শয্যা পাতিয়া দিয়াছ, তাহারই গুণব্যাখ্যা হইতেছে।"

"কে? তুমকো? বিকালে মুড়ি দিয়াছে?"

"মুড়ি যে কাটিয়া লও নাই এই যথেষ্ট। তা তুই একটা কথা কহিতেছি, তার আপত্তি কি?"

"হুকুম নেই।"

"নেই ত নেই, বাবু. চুপ কল্লেম।"

কিন্তু গুরু চুপ করিবার পাত্র নহেন। তিনি রামচাঁদকে ঘাগি চোর ঠাওরাইয়াছিলেন। তাঁহার জানা ছিল—চোরেরা গারদে আসিবার সময় সঙ্গে তামাক, অহিফেন প্রভৃতি লইয়া আইসে। বড়ই তামাকের প্রয়াস হইয়াছে; চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন—"বলি কি, ঘুমালে? তমাক টমাক আছে?"

এবার খুড়োর ঘুম আইসে নাই। খুড়ো উত্তর করিলেন—"তামাক কোথা পাইব?"

"বলি দাওই না; আমি ত আর কাহাকে বলিতেছি না।"

বাহিরের প্রহরী শুনিল যে তামাক সম্বন্ধে কি কথা হইতেছে, তার আর রোষের সীমা রহিল না। আর এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া গারদের দ্বার খুলিল এবং আলো দ্বারায় গুরু ও রামচাঁদের কাপড়, কম্বল ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সন্ধান করিল, কিন্তু তামাক পাইল না। তামাক পাইলে বরং ছিল ভাল; বৃথা পরিশ্রম হইল—প্রহরী অগ্নি অবতার! বার পাঁচ সাত 'রিপোর্ট কর্‌বে,' 'রিপোর্ট কর্‌বে,' বলিতে লাগিল। একবার রামচাঁদকে তর্জ্জন করে, একবার গুরুকে তর্জ্জন করে, বিশেষ তাড়না গুরুকেই করিতে লাগিল। প্রহরীর জানা ছিল—তিলক নাকে, নেড়া মাথা, চৈতনচুট্‌কি ও গলায় মালা থাকিলে চোরের ধাড়ি হয়; তা'র উপর খর্ব্ব স্থুল কলেবর, তাহাকেই প্রধান বদ্‌মায়েস ঠাউরাইল। সন্দেহ

আর কোনমতেই দূর হয় না; আবার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এবার তত্ত্ব বিফল নয়, একটু অহিফেন গুরুর কাপড়ে লেপা পাইল; প্রহরীর উল্লাসের একশেষ! তাহার বিশেষ কারণ এই—যদি যে দোষে গারদে আসিয়াছে সাব্যস্ত না হয়, অন্ততঃ অহিফেন আনা দোষে যে সাজা পাইবে, সন্দেহ নাই। যদি কেহ বেকসুর খালাস হয়, সে বড় ক্ষোভের বিষয়! আমরা শুনিয়াছি যে মৃত্যুর পর বিষ্ণুদূতের দৌরাত্মে যাহাকে যমদূত না লইতে পারে, দুঃখে যমদূতের বুকে ঢেঁকি পড়ে; তৎক্ষণাৎ কাঁদিয়া যমের কাছে যায়; এবং উপর্য্যুপরি এমন দুই চারিটি ঘটনা হইলেই, যমরাজ কাঁদিতে থাকেন। আমাদের ধর্ম্মাবতারেরা কি করেন বলিতে পারি না। স্নেহময় বিচারপতিরা দুই এক বিন্দু অশ্রুবারি ফেলিলেও ফেলিতে পারেন।

থানা তল্লাসীর সময় রামচাঁদ গুরুকে বিশেষ করিয়া দেখিলেন, যেন চেনা চেনা বোধ হইতে লাগিল; কিন্তু কোথায় বা কিরূপ অবস্থায় দেখিয়াছেন, স্মরণ হইল না।

রজনী প্রভাত হইল। কাক কোকিল যাহা ডাকিবার ডাকিল। সেখানে বড় ফুলের ঘটা নাই, সুতরাং ফুটিল না। হাওয়ার অবারিত দ্বার, বহিতে ক্রটী করিল না। ঊষা নয়নগোচর হইল না, একেবারে রৌদ্র দেখা দিল। জেলের প্রভাত নিতান্ত সুন্দর নয়; মলের ধ্বনি জিনিয়া চারিদিকে ঝম্‌ঝম্ ধ্বনি হইতে লাগিল; বেতের শব্দ, পাথর ভাঙ্গার ঠনঠনি, এইরূপে সুপ্রভাত! আজই খুড়োর বিচার। দুই হাতা বোগড়া চালের ভাত, এক হাতা কলাইয়ের দালের খোসা দিয়া খুড়োকে উৎসর্গ করিল। খুড়ো জুড়ি করিয়া বলিস্থলে চলিলেন।

দ্বিতীয় বিভাগ।—প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনাথা।

> "O suffering, sad humanity!
> O ye afflicted ones, who lie
> Steeped to the lips in misery—
> Longing, and yet afraid to die,
> Patient, though sorely tried!"

> "She murmurs near the running brooks,
> A music sweeter than their own."

কালের বিচিত্র গতি সকলেই বলে, কিন্তু আমরা বলি এক রূপই গতি। কাল সত্যযুগে যাহা করিতেন, তাহা অপেক্ষা এখন যে কিঞ্চিৎ বেশী বা কম, আমরা দেখিতে পাই না। সত্যযুগেও শিলাকে সাগর গড়িতেন আর সাগরকে শিলা গড়িতেন, এখনও তাই। সত্যযুগেও দিনের পর রাত্রি আনিতেন, শুক্ল পক্ষের পর [illegible]ক্ষ আনিতেন, এখনও তাহাতে কিঞ্চিৎ প্রভেদ করেন না। সত্য[illegible] দরিদ্রের বুকে বাঁশ দিতেন, ধনীকে কুসুমশয্যায় রাখিতেন, এ[illegible] তাহার কিছুই বৈলক্ষণ্য নাই। কাল যাহা করিতেন তাহাই ক[illegible], তবে বিড়ম্বনায় পড়িয়া আমরা কি করি, এই একটা কথা।

শান্ত স্বামীহারা হইয়াছিলেন, নীলরতন বাবুর স্ত্রী তাঁ[illegible]ক আশ্রয় দেন। দিন কতক খুব ভাব, কিন্তু একটু অভাবের কারণ জন্মিল। শান্তর কুড়ান ছেলের কোন অসুখ নাই, কিন্তু তাঁহার পুত্রের এমন দিন নাই যে ডাক্তার আসিয়া হাত না দেখে। তার পর আবাগের বেটা কুড়ানে ছেলে বড় একটা কাঁদিতে জানে না, তাঁহার ছেলের ঘ্যান্-

ঘ্যানানি যায় না। এ সকলে শান্ত অপরাধিনী হইল। যে দিন রেবতীর (নীলরতন বাবুর স্ত্রীর নাম রেবতী) পুত্রসন্তানটীর শর্দ্দি করিত, সে দিন যদি শান্তর ছেলেটীর বিকার হইত তাহা হইলে একবার আসিয়া 'আহা' করিয়া যাইতেন। ছেলেটার সবই বিপরীত।! তাঁহার পুত্রের বিকার হইলেও কুড়ুনে ছেলেটার শর্দ্দি পর্য্যন্ত নাই। এত অপরাধেও শান্তর সে স্থানে বার বৎসর কাটিল।

শান্ত যখন নির্জ্জনে বসিত, গুণ্ গুণ্ শব্দে কাঁদিত। ছেলেটা সে কান্না শুনিয়া একটা সুর শিখিয়া ফেলিল। সেও কৃত্রিম রোদন করিত, তাহা শুনিতে অতি মধুর। বাটীতে ভিখারী আসিয়া যদি গান করিত, তাহা তৎক্ষণাৎ শিখিত। বার বৎসর অভ্যাসে হারাণ শিখিয়াছিল কেহ মারিলে ফিরিয়া মারিতে হয় না, তথা হইতে চলিয়া আসিতে হয়; কোন বালকের পরণে নূতন কাপড় দেখিলে মার কাছে আসিয়া কাঁদিতে হয় না, গাঁটদেওয়া কাপড় পড়িতে হয়; কেহ সন্দেশ খাইলে পাতের কুড়ান পান্তাভাত খাইতে হয়; যে যা'বলে তাহাই শুনিতে হয়। কিন্তু কান্নাই পা'ক আর আনন্দই হউক, সকল সময়েই গান গাহিতে হয়। গান অতি মধুর! পাড়ার মেয়েরা তাহাকে ডাকিয়া সেই সকল গান শুনিত, বালকও গাহিত।

আজ নীলরতন বাবুর বৈঠকখানায় মহা সমারোহ, রমানাথের জন্মতিথি পূজা। রমানাথের আর দুইটী ভাই হইয়াছিল, দীননাথ ও যদুনাথ। নীলরতন বাবু ধনী, সুতরাং তিন্ ভাইয়ে সভা আলো করিয়া বসিয়াছিলেন। আর হারাণ, কুড়ান বা দানো, এদিক ওদিক ফাইফরমাইস খাটিতেছিল। বিড়ম্বনা দেখ, রামচাঁদের গঠনে যে

বলের পরিচয় ছিল, হারাণের গঠনেও তাহা প্রকাশ পাইত। পরান্ন পালিত ব্যক্তির রূপ থাকিলেও রূপ থাকা সম্ভব নয়, সুতরাং পাড়ার লোকে 'ষণ্ডা' 'চোয়াড়' প্রভৃতি নানা প্রকার সুভাষে তাহাকে সম্বোধন করিতেন। রমানাথ সোনারচাঁদ ছেলে, বার বৎসর উত্তীর্ণ না হইতে হইতেই স্পেলিং বুক সায় করিয়াছে, কিন্তু হেরোর অপরাধের সীমা নাই। কেন কিছু শিক্ষা হয় নাই, এই দোষ সকলেই ধরিত। পাঠক বুঝিয়াছেন, দীক্ষা পায় নাই, পাড়ার লোক বুঝিবেন কেন? হারাণকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "এও একজন হ'বে; এর অদৃষ্টে ফাঁসী আছে সন্দেহ নাই।" এই কথায় রামচাঁদের কথা উঠিল, তখন নীলরতন বাবু বলিলেন—

"শুনিয়াছেন কি রামচাঁদ জেল হইতে আবার পলায়ন করিয়াছে? দেখুন, যে দুর্জ্জন তা'র দুর্ম্মতিই জন্মে। দায়রায় তিন বৎসর মেয়াদ হয়, পলাইবার চেষ্টা করিয়া আর ইনস্পেক্টরকে মারিয়া চৌদ্দ বৎসর করিয়াছে। কোম্পানির রাজ্য, কোথায় যাইবে? আবার ধরা পড়িবে। এবার কালাপাণি!"

হারাণ কথাটী শুনিল, একটী নিশ্বাস পড়িল, কিন্তু চুপি চুপি গান ধরিল—

"চরণতরণী দে মা পার হ'ব এ ভবে—"

দ্বারে দ্বারবানেরা মহাগোল করিতে লাগিল। একজন সন্ন্যাসী আসিয়া লম্বাচৌড়া ঝাড়িতেছে, দ্বারবানের মানা শুনিতেছে না, বাবুর কাছে যাইবেই যাইবে। চোবে, দোবে, পাঁড়ে প্রভৃতি বাবুর ভয়ে বারণ করিতেছে বটে, কিন্তু সন্ন্যাসী দন্ত কিড়মিড় করিয়া 'হর্

হর্ হর্ ' করাতে ভস্ম হইবার আশঙ্কায় সেরূপ তাড়না করিতে পারিতেছে না। শেষ দোষে বাহাদুরেরা সার বুঝিলেন. বৃত্তি গেলে সম্ভাবনা, কিন্তু ভস্ম হইলে দেহ পাওয়া তত সম্ভব নয়; দ্বার ছাড়িয়া দিল। সন্ন্যাসী গভীর স্বরে 'হর্ হর্ ' করিতে করিতে উপরে উঠিলেন।

সন্ন্যাসী দীর্ঘাকার, জটা ও দাড়ীগোঁফের বড়ই ঘটা। বাঁশীর মত নাসিকা, নয়নে অতি তীব্র দৃষ্টি, আপাদমস্তক ভস্মমাখায় কিম্ভূত কিমাকার! একেবারে অসম্ভ্রমে বৈঠকখানায় গিয়া বসিল।

"কে তুমি?"

"দেখিতেছেন, সন্ন্যাসী।"

"প্রয়োজন কি?"

"বিশেষ প্রয়োজন, গোপনে বলিব। আজ চিনিতে পারিতেছেন না, গত কথা মনে করুন, তের বৎসর আগে আপনি পুত্রবিহীন ছিলেন।"

নীলরতন বাবু সভয়ে স্মরণ করিলেন, সত্য সে সময়ে এক সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার স্ত্রীকে ঔষধ দেয়। সন্ন্যাসী বলিয়াছিল তিনটী পুত্র-সন্তান জন্মিবে, একটী তাহাকে দিতে হইবে। আজ সেই সন্ন্যাসী উপস্থিত। "ভগবান! সন্তান বিলাইয়া কিরূপে দিব?" মনে মনে ইচ্ছা হইল, সন্ন্যাসীর মস্তক চ্ছেদন করেন, কিন্তু সাহস হইতেছিল না। তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী, বিদায় করাও সঙ্কট, যদি সপুরি একগাড় করে। সংবাদ বাটীর ভিতর গেল, একটা হুলস্থূল পড়িল। এ বিপদে এক্ জনকে গালাগালি দেওয়া চাই। লোকেরও অভাব নাই. শান্ত রহিয়াছে, কিছু বেশী মাত্রায় তিরস্কার হইল।

এ দিকে বাবুর খোষ্ খানসামা স্বরূপচাঁদ, হারাণের গালে একটী চড় মারিল ; হারাণ নাকি বাগানে একটী ফুল ছিঁড়িয়াছিল। চড় খাইয়া হারাণ বলিল "কেন মারিলি ?" স্বরূপচাঁদের রোষের আর সীমা রহিল না। বিলক্ষণ প্রহার দিবেন বাসনা, তাড়া করিলেন। নির্ব্বোধ হারাণ ভাবিল, "মার কাছে গেলেই নিষ্কৃতি পাব।" শান্ত কাঁদিতেছিল, অঁাচল ধরিল। কিন্তু স্বরূপ কি তাহা শুনে ? চুলের মুটি ধরিয়া বেদম প্রহার ! "মা, মেরে ফেলে গো !" শান্ত কত মিনতি করিল, কিন্তু স্বরূপ আপনি নির্দ্দয় না হইয়া ক্ষমা দিল না। হারাণের আজ দিব্য চক্ষু ফুটিল, মারিলে কেহ রাখিবার নাই।

একে কর্ম্মের গোল, তাহাতে সন্ন্যাসীর হিড়িক, সেই দিনে একটী রূপার গেলাস পাওয়া যাইতেছে না। কে আর চুরী করিবে ? হারাণ। স্বরূপচাঁদ সাপোট করিয়া বলিতে লাগিল, "আমি এখনই বাহির করিতে পারি। কে আর লইবে ? ঐ হারাণেই লইয়াছে। দুই চড়ে আদায় করিতে পারি।" স্বরূপের প্রস্তাবে কর্ত্তাগিন্নিও সম্মত। "যদি আদায় হয়, হ'ক।" স্বরূপ আরও ঝঙ্কার করিতে লাগিল। হারাণ ভাবিল পলায়ন ব্যতিত আর উপায় নাই। হারাণ দৌড় দিল।

নিশ্বাস ফেলিয়া দ্বাদশবর্ষীয় বালক ছুটিল। কোথায় যাইবে স্থির নাই। মা রক্ষা করিতে পারিবে না, জানিয়াছে। বালক ভয়ে ব্যাকুল হইয়া দৌড়াইতে লাগিল। প্রতি পদে আশঙ্কা, স্বরূপ আসিতেছে। আর কত পারে ? নির্জ্জীব হইয়া গঙ্গার কূলে বসিল। ভাবিতে লাগিল, "কোথায় যাব ? কে আশ্রয় দিবে ?" মা'র কথা মনে উঠায় দরদরবেগে নয়নধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু 'আর ফিরিব না' সঙ্কল্প

করিল। ভাবিয়া কিছু কুল পায়না; কতক্ষণ এইরূপ অবস্থায় রহিল। সন্ধ্যা হইল, অন্য মনে তারা গুণিতে লাগিল। সে সময়েও গুণ গুণ করিয়া একটী গান গাহিতেছিল।

হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল। "কে তুমি?" হারাণ চাহিয়া দেখে একজন সন্ন্যাসী। ভয় হইল। সন্ন্যাসী বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বালক দুর্দ্দশাপন্ন, বলিলেন, "ভয় নাই, কি হইয়াছে বল?" হারাণ কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। সন্ন্যাসী তাঁহার একজন চেলাকে ইঙ্গিত করিলেন— "ইহাকে লইয়া ওপারে যাও" ও হারাণের পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া বলিলেন "তোমার কিছু ভয় নাই. আমি তোমায় লালনপালন করিব, আমাকে তুমি পিতার ন্যায় জ্ঞান করিবে।" দয়া করিলে পশুপক্ষী বুঝিতে পারে, হারাণও বুঝিল। সন্ন্যাসী আমাদের পরিচিত, নীলরতন বাবুর বাটীতে দেখিয়াছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"There glides a step through the foliage thick,
And her cheek grows pale, and her heart beats quick,
There whispers a voice through the rustling leaves."

"শূন্য মনে বসি শূন্য আকাশের তলে,
শূন্য দেখে শোভিত সংসার।"

রাত্রি বাড়িতে লাগিল, শান্তর প্রাণ আর স্থির হয় না। গিন্নিকে এক রকম বুঝাইয়াছে, হারাণ চুরী করে নাই। পান্তাভাত চাপা রাখিয়া

ভাবিতে লাগিল " কৈ, এখনও ত আসিল না! ভয়ে কোথা লুকাইয়া আছে!" এখানে সেখানে, এ বাড়ী ও বাড়ী, এ বাগান ও বাগান খুঁজিতে লাগিল। আ অভাগি! স্বরূপো কি খুঁজিতে বাকী করিয়াছে? ঘরে আসে, আবার যায়, আবার ঘরে আসিয়া দেখে, আবার খুঁজিতে বাহিরে গেল।

আম্রবন, নিবিড় অন্ধকার, সেখানে পদশব্দ শুনিল। "আহা! বাছা এতক্ষণে ফিরিয়াছে। হাঁ, কে দাঁড়াইয়া আছে! হারাণই বটে! হারাণ! হারাণ!" উত্তর নাই। বনের ভিতর প্রবেশ করিল! "হারাণ! হারাণ! হারাণ আসিয়াছ?" "না!" "না!" অন্ধকার বনের ভিতর কে "না" বলে?" ভাবিল ভ্রম হইয়াছে। অকস্মাৎ দীর্ঘাকার একজন পুরুষ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। শান্তর আপাদ মস্তক কাঁপিতে লাগিল। পুরুষ বলিল, "ভয় নাই, আমি রামচাঁদ।" শান্তর মস্তক ঘুরিয়া গেল। পড়িতে যায় রামচাঁদ ধরিল। পরস্পর দুঃখের কথা বলিতে বলিতে শুনিতে শুনিতে উভয়ে কাঁদিতে লাগিল।

মানব-হৃদয় অতি আশ্চর্য্য পদার্থ। যে কুড়ুনে ছেলে ঘরে আনিয়া রামচাঁদের এত দুর্দ্দশা, যাহাকে কিছু দিন মাত্র দেখিয়াছিল, জেলে বসিয়া তাহার উপর প্রগাঢ় মায়া জন্মিয়াছে। তাহার মুখ এ[illegible]নের জন্যও ভুলে নাই। আজ সেই নিরাশ্রয় বালকের উপ[illegible] তাড়না শুনিয়া, রামচাঁদ ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইল।

ফল পাকিলে স্বরূপ রাত্রে প্রায়ই বাগানে যাইত। মালীর সর্ব্বনাশ হইত, তাহার পেট ভরিত। ধীরে ধীরে স্বরূপ আম বাগানে উপস্থিত। একটী আম পাড়িয়া খাইতেছে, এমন সময় বিষম এক কীল

তাহার পিঠে পড়িল। কীলের উপর কীল, চীৎকার না করিলে প্রাণ বাঁচে না। পরিত্রাহি চীৎকার করিতে লাগিল। বিষম চীৎকারে চারি দিক হইতে লোক আলো জ্বালিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, স্বরূপের গোটালাল ভাঙ্গিতেছে, আর শান্ত কাছে পুতুলের ন্যায় দণ্ডায়মানা।

স্বরূপ কি বলিবে ভাবিয়া পায় না। শান্তকে দেখিয়া একটা উপায় স্থির করিল। উপায় এই, দুশ্চারিণী শান্ত কাহার সহিত নির্জ্জনে আলাপ করিতে যায় দেখিতে আসিয়া এই দুর্গতি! শান্ত বলিল "হারাণকে খুঁজিতে আসিয়াছি।" কিন্তু কে তবে মারিল? রামচাঁদের মুখে শুনিয়াছে, পুলিষ তাহার অনুসন্ধানে ফিরিতেছে, সুতরাং স্বামীর নাম করিতে সাহস করিল না। স্বরূপের কথা বলবৎ হইল।

শান্ত ভাবিয়া দেখিল, নীলরতন বাবুর বাটীতে আর তাহার স্থান নাই। হারাণের নিমিত্ত এত সহিয়াছে, সে হারাণ নাই! প্রভাতে কলঙ্কিনী অপবাদ সহিতে হইবে, অতএব রাতারাতি প্রস্থান করাই কর্ত্তব্য। সম্বল কিছুই ছিল না, এক বসনে বাহির হইল। কেবল হারা-ণের গলায় একটী রামপদক ছিল, চিহ্ন স্বরূপ রহিল। চেনা লোক কাহারও সহিত সাক্ষাৎ না হয়, রাতারাতি অনেক দূরে যাইতে পারে, এ নিমিত্ত দ্রুতপদে চলিল! "কিন্তু হারাণ যদি আসে? ভগবান দেখিবেন!"

যখন প্রভাত হইল, তখন পলতার ঘাটে উপস্থিত। ঘাটে বসিয়া ভাবিতেছে, কোথায় যায়, কিরূপেই বা পার হয়, দেখে ঘাটে একখানি বোট রহিয়াছে।

একটী স্ত্রীলোক বোট হইতে দৌড়িয়া আসিয়া কূলে পড়িল। "এই খানে, এই বালির উপর বাছাকে ফেলিয়া গিয়াছি, বাছা এই খানেই

আছে।” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। একজন পুরুষ আসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল, “তাহাকে আমি বাড়ী লইয়া গিয়াছি, বাড়ী চল, বাড়ী গেলেই দেখিতে পাইবে।” কিন্তু স্ত্রীলোক শান্ত হইল না। ছেলেকে কোলে লইয়া যেরূপ দুদ খাওয়ায়, সেইরূপ ভঙ্গী করিতে লাগিল। ছেলে যেন কাঁদিতেছে, “ও আয়! আয়!” করিয়া শান্ত করিতে লাগিল। হতভাগিনী আবার উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। শান্তকে দেখিয়া উন্মাদিনী তাহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিল; “মা জগদ্ধাত্রি! আমার ছেলে দাও! দাও, ছেলে দাও! নহিলে এ প্রাণ রাখিব না!” পুরুষ অনেক যত্ন করিতে লাগিল, রমণী কোন ক্রমেই বুঝিল না; শেষ বলিল “নাও, আমার জগদ্ধাত্রী মাকে সঙ্গে নাও! মা আমার ছেলে দিবে!” কোন ক্রমেই বুঝিল না; শান্তর আঁচল ধরিয়া বসিয়া রহিল,—“মা! তোমায় ছাড়িব না!” পুরুষটী অতিশয় উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল। পাগলিনী তিন দিন জলস্পর্শ করে নাই, কেবল চীৎকার করিতেছে। শান্তকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “মা! এ অভাগিনী আমার স্ত্রী, ইহাকে কিছু খাওয়াইতে পার? তিন দিন অনাহারী। এই দুধ নাও; দেখ, যদি তোমার কথায় খায়।” দুধ লইয়া শান্ত বলিল, “খাও।”

“তোমার প্রসাদ ত?”

“হাঁ।”

অভাগিনী দুগ্ধ পান করিল। শান্ত বলিল, “মা, তোমার স্বামী ডাকিতেছেন নৌকায় যাও।”

“তুমি না আসিলে যাইব না।”

তখন সে পুরুষ শান্তকে পুনর্ব্বার সম্বোধন করিয়া বলিল, "মা, আমি ঢাকা-নিবাসী একজন গৃহস্থ, নাম রমেশচন্দ্র ঘোষাল। আমার স্ত্রীর এই দশা! ডাক্তারের উপদেশে স্থান ও দৃশ্য পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত ইহাকে লইয়া জলে ভ্রমণ করিতেছি। তুমি কে মা?"

"আমি ব্রাহ্মণ কন্যা।"

"তোমার কে আছে?"

"কেহই নাই।"

"আমার সঙ্গে যাইতে কোন আপত্তি আছে? এ হতভাগিনীকে যত্ন করে এমন আর কেহই নাই। তোমায় মার ন্যায় আদরে রাখিব, যাইবে কি?"

"আমায় সঙ্গে লইবে কি?"

"কেন?"

শান্ত কি নিমিত্ত নীলরতন বাবুর বাটী পরিত্যাগ করিয়াছে, পরিচয় দিল। কিন্তু রমেশ বাবু দ্বিচারিণীর লক্ষণ তাহাতে কিছুই পাইলেন না। বলিলেন, "মা তোমায় 'মা' বলিয়াছি। আইস কুণ্ঠিত হইও না।"

শান্ত বলিবামাত্র পাগলী আস্তে আস্তে নৌকায় উঠিল। শান্তও উঠিল। নৌকা ছাড়িয়া দিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"But pale as marble o'er the tomb,
Whose ghastly whiteness aids its gloom.
His bow was bent, his eye was glazed;
He raised his ween and fiercely raised,
And sternly shook his hand on high."

A sail! a sail! ;—a promissed Prize to hope.

পর দিন রামচাঁদের শান্তর সহিত সাক্ষাৎ করিবার কথা ছিল। মধ্যে যে সকল ঘটনা হইয়াছে তাহা কিছু জানে না, রামচাঁদ রাত্রে নির্দ্ধারিত সময়ে আম্রবনে উপস্থিত হইল। অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; শান্ত আসিল না। মালীর সন্দেহ হইয়াছিল, বাগানে কে চোর আসে, ধীরে ধীরে আমতলায় উপস্থিত! রামচাঁদ ভাবিল, শান্ত। ধীরে ধীরে বলিল, "শান্ত আসিয়াছ?" মালী বলিল, "শড়া, আম খাইবি, আউ শান্ত কাঁই বুলুচি? তুতে মু দেখিমু।"

নিকটে যাইতেই রামচাঁদ বজ্রহস্তে ধরিয়া বসিল, মৃদু কঠোর স্বরে কহিল, "চীৎকার করিলে প্রাণ বধ করিব।"

হাত ধরাতেই মালী বুঝিয়াছিল. বধ করা বড় বিচিত্র নহে; সুত[illegible] রামচাঁদ যে যে প্রশ্ন করিতে লাগিল, তাহার স্বরূপ উত্তর দিল। [illegible]স্ত ঘটনা শ্রবণে, রামচাঁদ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। একখানি খোলা লইয়া আম গাছের গায়ে লিখিল;—

"শান্ত সতী। তা'র স্বামী রামচাঁদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল।"

চোর বিদায় হইলে, মালী কঁ্যাচ ম্যাচ করিয়া লোক জড় করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু যাহাকে পুলিষ খুঁজিয়া পায় না, মালী কোথায় পাইবে?

রামচাঁদের ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ ফুলিতেছিল, নাসিকা হইতে অগ্নিবৃষ্টি হইতেছিল, হৃদয়বেগে অতি দ্রুতপদে চলিল। কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া ভাবিতে লাগিল—"আমি কাহারও নিকট দোষী নই; কিন্তু দোষী অপেক্ষা গুরুতর শাস্তি পাইয়াছি। এবার দোষী হইয়া দেখিব, ইহা অপেক্ষা অধিক শাস্তি কি পাই। সমাজ বিনা অপরাধে আমাকে ঘৃণা করিয়াছে, দণ্ড দিয়াছে। কেবল আমাকে নয়, অনাথিনী, পতিপরায়ণা শান্তকে কলঙ্কিণী বলিয়া বিদায় দিয়াছে। যত দিন দেহে প্রাণ থাকিবে, প্রতিশোধের চেষ্টা করিব। দেহে বল আছে; দোষী নাই, নির্দ্দোষী নাই, যাহাকে পাইব, তাহাকেই শাস্তি দিব। কেন? আমাকে দণ্ড দিবার সময় কে বিচার করিয়াছিল?—অনাথ হারাধনকে দণ্ড দিবার সময় কে বিচার করিয়াছিল? শান্তকে কলঙ্কিণী বলিবার সময় কে বিচার করিয়াছিল?"

বিচারশূন্য বলবান মনুষ্য নির্জ্জনে এই সঙ্কল্প করিল।

সঙ্কল্প স্থির। ঝড়ের পূর্ব্বে সমুদ্রের ন্যায় স্থির। সুযোগ সহায়তা করিল। হটাৎ রামচাঁদ শুনিল কে শিষ দিতেছে। স্থির হইয়া শুনিতে লাগিল। কিঞ্চিৎ পরে বোধ হইল কে কাহার সহিত চুপি চুপি কথা কহিতেছে। কথার ভাব এই—"এত দেরি কর্‌লি, ডাকাতি করিতে যাইবি কখন?" রামচাঁদ ভাবিল "ভাল হইল, ডাকাতের দলে মিলিব।" এমন সময় নিকটে আসিয়া একজন শীষ দিল। রামচাঁদ বুঝিল এই

ইহাদের সঙ্কেত; রামচাঁদও শীষ দিল। শীষের উত্তরে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি ?" রামচাঁদ উত্তর করিল—"রামচাঁদ।" স্বর প্রত্যুত্তর দিল, "রামচাঁদ কে ?"

"একজন দস্যু।"

"কোন দলস্থ ?"

"তোমাদের দলস্থ।"

"কৈ, রামচাঁদ কেউ নাই।"

"আজ একজন হইল।"

তখন সে ব্যক্তি আলো জ্বালিয়া রামচাঁদকে দেখিল। দেখিবামাত্র বিশ্বাস জন্মিল, এবং কহিল, "ভাল ভাই, তুমি আজ হইতে আমার দলভুক্ত।" রামচাঁদ দেখিল অপরিচিত একজন খর্ব্বাকার মনুষ্য, দেহে বলের লক্ষণ কিছুই দৃষ্ট হয় না, অস্ত্রশস্ত্রও হাতে নাই। বিস্মিত হইয়া পুনঃ পুনঃ দেখিতে লাগিল। ডাকাত রামচাঁদের মনোভাব [illegible]য়াছিল, বলিল, "আমার কার্য্যের পরিচয় কার্য্যে; অঙ্গে কিছুই দেখি[illegible]াইবে না। তোমার পরিচয় আজ বুঝিব। চল।" রামচাঁদ পশ্চাৎগা[illegible]ইল। কিছু দূর গিয়া দেখে আর দশ বার জন বসিয়া মদ্যপান ক[illegible]তেছে। খর্ব্বাকারকে দেখিবামাত্র সম্মানে অভ্যর্থনা করিল ও রামচাঁ[illegible]দের কথা জিজ্ঞাসা করিল। দস্যুপ্রধান উত্তর করিল "আমার সঙ্গী।"

দস্যু সম্প্রদায়ের সে দিনকার সংকল্প এই যে, একজন বর্দ্ধিষ্ঠ জমিদারের খাজনার টাকা রাত্রে রওনা হইবে, পথে লুট করিয়া লইবে। লুট করিবার বিশেষ সরঞ্জম, কারণ খাজানা বলশালী পাইক রক্ষিত হইয়া যাইবে। বলিতে বলিতে দূরে একটা শব্দ শুনিল। দস্যুরা

বুঝিল, খাজনা আসিতেছে—কুড়ি পঁচিশ জন অস্ত্রধারী-পরিবেষ্টিত ভারীর স্কন্ধে, টাকা তোড়াবন্দী চলিয়াছে।

যেমন ঝড় উঠে, অকস্মাৎ দস্যুদল খর্ব্বাকারের ইঙ্গিতানুসারে আক্রমণ করিল। রামচাঁদের হস্তে একখানি তরবারি দিয়াছিল, রামচাঁদও আক্রমণ করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যেই রক্ষীদল ছিন্নভিন্ন হইল। তোড়া ফেলিয়া ভারী পলাইল; ডাকাতেরা কুড়াইয়া লইতে লাগিল। অকস্মাৎ দস্যুপ্রধান চীৎকার করিয়া বলিল, "ওরে পালা, তীর চলিতেছে। আমায় লইয়া পালা, আঘাত পাইয়াছি, আর পলাইবার শক্তি নাই।" এই কথা শুনিবামাত্র দস্যুদল যে যথায় পাইল পলাইল। কিন্তু রামচাঁদ দস্যু-সরদারকে ছাড়িল না, পৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া দ্রুত বেগে পলাইতে লাগিল। "ধর! ধর!" শব্দ; রামচাঁদ পবনবেগে ছুটিল।

কতক্ষণ পরে শ্বাস রাখিয়া শুনিতে লাগিল। "কেও? না কিছুই না।" যামিনী সন্ সন্ করিতেছে, বৃক্ষাচ্ছাদনে অন্ধকার বিরাজ করিতেছে, এমন এক নিভৃত নিশ্চিন্ত স্থানে আহতকে নামাইল। দেখিল, আহত মূর্চ্ছিত। দূরে তটিনীর মর মর ধ্বনি—রামচাঁদ শব্দ অনুসারে গিয়া, বসন সিক্ত করিয়া ফিরিল। মুখে জল দেওয়াতে ও ধীরে ধীরে ডাকাতে সরদার সংজ্ঞা লাভ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় আমি?"

"ভয় নাই, আমি বন্ধু।"

"আমার দল বল কোথায়?"

"পলাইয়াছে।—জানিনা।"

"তুমি কে?"

"আমার সহিত নূতন পরিচয়। ভুলিয়া গিয়াছ?"

নিশ্বাস ফেলিয়া সর্দ্দার বলিল, "বুঝিলাম তুমি বন্ধু। আমার মরণ সময় নিকট। আমার বাড়ী ইঁদেশ, নাম গয়া সর্দ্দার, জাতিতে ডোম; ত্রিসংসারে কেহই নাই। মরিলে সৎকার করিও। আমার ঘরের দক্ষিণ কোণে পোঁতা বিস্তর ধন আছে, লইও।" বলিতে বলিতে দস্যুর শ্বাস ঘন ঘন পড়িতে লাগিল, চক্ষু কপালে উঠিল; পরক্ষণে আর শ্বাস পড়ে না। রামচাঁদ বন হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ পূর্ব্বক দস্যুর দেহ দাহ করিয়া, ছদ্মবেশে ইঁদেশ অভিমুখে চলিল। পথে ভিক্ষা করিয়া খায়, রাত্রে চলে। এইরূপে কয়েক দিনে ইঁদেশে পৌঁছিল।

গভীর রাত্রে গয়া সর্দ্দারের ঘরে প্রবেশ করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থান খনন করিল। দেখে, আশাতীত ধন, কলসী কলসী স্বর্ণমুদ্রা রহিয়াছে! পথে আসিতে আসিতে একটী শ্মশানভূমি দেখিয়াছিল। সেথা বড় ভুতের ভয়; সম্প্রতি তথায় কেহ আর শব লইয়া যায় না। ভাবিল, সমস্ত ধন লইয়া সেই খানে পুঁতিয়া রাখিব। যত পারে কাপড়ে স্বর্ণ মুদ্রা বাঁধিয়া শ্মশানাভিমুখে চলিল। শ্মশান ভূমির নিকটে গিয়া বৃহৎ বট বৃক্ষের তলায় একটী আলোক দৃষ্ট হইল। "কি, দেখিতে হইবে।" আত্মরক্ষার নিমিত্ত একটা ডাল ভাঙ্গিয়া লইল। ধীর পদে কাছে গিয়া দেখে, কয়জন মনুষ্য বসিয়া মদ্যপান করিতেছে। দেখিল তাহাদের হস্তে অস্ত্র শস্ত্র কিছুই নাই। যেন চেন চেন করিল। "হা, এ গয়া সর্দ্দারের দল।" সহসা দলমধ্যে উপস্থিত হইল। সকলে

চমকিয়া উঠিল। একজন বলিল "কে তুমি?" খোনাস্বরে উত্তর হইল, "আমি ব্রহ্মদৈত্য, খাজনা লুটিতে গিয়া মারা পড়িয়াছি।" দস্যু-দল পুনরায় সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "হেথা কেন?"

"তোদের ঘাড় ভাঙ্গিব। আমায় ফেলিয়া পলাইয়া আসিয়াছিলি।"

প্রচণ্ড শাখা হস্তে দীর্ঘাকারকে দেখিয়া সকলেই অনুমান করিল, এক এক ঘায়েই ঘাড় ভাঙ্গিবে। পলায়নের উদ্যোগ করে—বজ্রনাদে রামচাঁদ বলিল, "পলাইলে কাহারও প্রাণ থাকিবে না। শোন্ তোদের সর্দ্দার মরিয়াছে; আমি মরি নাই। আজ হইতে আমি তোদের সর্দ্দার।" সকলে মৃতদেহে প্রাণ পাইল। "সর্দ্দার! সর্দ্দার!" বলিয়া সকলেই সম্বোধন করিল। দলপতি হইয়া রামচাঁদ ভাবিতে লাগিল, দস্যুবৃত্তি এ রূপে উত্তম হয় না। জেলে শিখিয়াছিল সাঁজোয়া পরিলে তীর লাগে না। অশ্বপৃষ্ঠে বন্দুক লইয়া ও উত্তম তরবারি দ্বারা অধিক কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। ভাবিল, "ধন আছে, নব বিধানে সম্প্রদায় স্থাপন করিব।" পুলিসের ভয়ে পলাইয়া বেড়াইতে হয়; জেলে দেখিয়াছে প্রায়ই ডাকাইত দল ধরা পড়ে; অতএব কোন নিভৃত স্থানে আড্ডা করিতে পারিলে—যেমন পর্ব্বত গুহা বা মেদিনী-গর্ভ—পুলিসের বেশী আশঙ্কা থাকে না। এইরূপ আবাস যদি কামানে রক্ষিত হয়, তাহা হইলে পুলিসের ভয় এক রূপ এড়ান যায়। পুলিসের নিকট শুনিয়াছিল, ছদ্মবেশে বড় সন্ধান পাওয়া যায়; নানা বেশে সন্ধান করিবে ভাবিল। এক স্থানে থাকিলে শীঘ্র ধরা পড়ে, স্থানে স্থানে আড্ডা রাখিবে স্থির করিল। নূতন অধিকারী নূতন প্রথা অবধারিত করিল।

তৃতীয় বিভাগ।—প্রথম পরিচ্ছেদ।

" নাচে অত্যাচার—করে করাল কৃপাণ!
সোণার ভারতবর্ষ হয়েছে শ্মশান! "

সকলে বলে একটু হাঁক ডাক থাকা ভাল। গল্পে দেখি লাফ ঝাঁফ থাকা ভাল। সুতরাং আমাদের গল্প পাঁচ বৎসর লম্ফ প্রদান করিল।

গ্রীষ্মকাল, বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত। গড়ের মাঠে সারি সারি তাঁবু পড়িয়াছে, সিপাহিরা রন্ধনাদি করিতেছে, এমন সময় এক ব্যক্তি গৈরিক বস্ত্র আচ্ছাদনে ধীরে ধীরে তাম্বু অভিমুখে চলিলেন। গুণ গুণ করিয়া গাহিতেছিলেন—বোধ হয় ইনি কবি। নচেৎ তাঁহার গান কিরূপে আসিল বুঝিতে পারি না। কেন না দিনকর পরমানন্দে গগণে বসিয়া অগ্নিবৃষ্টি করিতেছিলেন,—যাঁহারা পৌষের শীতে গ্রীষ্ম প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহারা সামাল সামাল ডাকিতেছেন। উপরে সূর্য্য-দেবের যেরূপ আনন্দ, নিম্নে ধুলারও তদ্রূপ। ধুলা কখন নাচেন, কখন ঘুরেন, কখন ছুটেন, মানুষ দেখিলে আগে চখে প্রবেশ করেন। রাস্তায় বড় লোক জন চলিতেছে না, কেবল কোমলাঙ্গী বিবিরা ভাড়াটীয়া গাড়ীতে পাখা নাড়িতে নাড়িতে ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতেছেন। সকলে বলে পাখীরা গাহক বড়। এ সময়ে তাহার বড় প্রমাণ নাই।—কাগের বারমেসে আওয়াজ কেবল এক একবার শোনা যাইতেছে। আমরা এত কথা বলিতেছি, কারণ এমনি কতকগুলা বলিতে হয়। উল্লিখিত পথিকের বর্ণনা করা হয় নাই,—বেশী বর্ণনারও

সুযোগ নাই। বলিয়াছি বিশেষ করিয়া অঙ্গে বস্ত্রাচ্ছাদন করিয়াছেন। তবে পায়ের খড়ম যোড়াটী বর্ণনা করিতে বলেন, করা যায়। যদি বলেন আকার, আকার দীর্ঘ বটে।

পথিক ধীরে ধীরে তাম্বুর নিকট উপস্থিত হইল। এইবার তাম্বুর ছায়ায় বসিয়া অঙ্গের বসন খুলিল। দেখিলাম সন্ন্যাসী—কিন্তু জটা নাই, কিশোর কাল অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, দীর্ঘ নেত্রদ্বয় কৃষ্ণ পল্লব ভূষণে স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতেছে; উষ্ণ ওষ্ঠে রক্তচ্ছটা, ললাটে শ্রমজল মুক্তার ন্যায় ফুটিয়াছে, সুন্দর নাসিকা, কিন্তু টিয়া পাখির মত নয়, মুখমণ্ডল গম্ভীর, দেহ বলব্যঞ্জক, এক কথায় বলি—সুন্দর!—না, গণ্ডস্থল পুষ্টিহীন, বর্ণ মলিন।

গান আরম্ভ করিল—গান হিন্দি, কিন্তু পাঠকের সুবিধার জন্যও বটে ও আমাদের সুবিধার জন্যও বটে, গান বাঙ্গালা করিয়া দিই—

বিষমোজ্জ্বল চিতানল*
ঘোর পবন সাজে—
হীনজ্যোতি, রবিশশধর
ধূমনিবিড় রাজে।
গৃধিনীদল, ভৈরব কল
ফেরুপাল, অস্থিমাল
স্তূপে স্তূপে সাজে—

---

* সারঙ্গ—ধামার।

নীরব ভব, ভীমোৎসব!
শূন্য পূর্ণ হাহারব!
প্রেতাশক্ত, স্রোতরক্ত
খর মশান মাঝে।

স্বর অতি মধুর, গভীর ও উচ্চ—সময়ে যেন গগণপ্রান্ত স্পর্শ করিতে লাগিল—আহা, ইহাকে সুন্দর বলিয়া বর্ণনা করি নাই! অতি সুন্দর! ভাবভঙ্গির সহিত যুবা গাহিতে লাগিল; গাহিতে গাহিতে দেহ জ্যোতিঃপূর্ণ হইল,—কঠোরহৃদয় চোবে দোবে চারি পাশে ঘেরিয়া বসিল। ধনী সিং হিন্দিতে বলিতে লাগিল—আমরা বাঙ্গালায় বলি—"তুমি কে?"

যুবা উত্তর করিল, "উদাসীন।"

"হেথায় কেন?"

"যেথা ইচ্ছা হয় বসি।"

"আহা! তোমার অতি মধুর সঙ্গীত!"

"হইলেও হইতে পারে।"

যুবা আবার আরম্ভ করিল।

উঠ, উঠ, উঠ—কি কর! কি কর!
ধর! ধর! ধর! ধর অসি ধর!
মাতৃভূমি জর জর জর!
ধিক্। ধিক্! ধিক্ প্রাণে!

ঘুচিল ঘুচিল ধর্ম্ম কর্ম্ম,
তাপশুষ্ক নিহত মর্ম্ম,
মজিল মজিল মান—
হা! হা! বক্ষে বাজে!

এবার যুদ্ধবিৎ শ্রোতাগণের শোণিত খরতর বেগে বহিতে লাগিল। ডমের ঝঙ্কারের ন্যায় মধ্যে মধ্যে উচ্চ তান উঠিতে লাগিল; যুবা মুগ্ধ, সকলেই মুগ্ধ! সুখ স্বপ্নের ন্যায় সহসা সঙ্গীত থামিল। তখন সকলেই এক বচনে বলিল—

"তুমি কে মহাত্মা?"

"আমি মহাত্মা নই। যদি মহাত্মা হইতাম, দিন দিন দেশে ধর্ম্ম লোপ হইত না, অত্যাচার দিন দিন প্রবল হইত না, দিন দিন জাতি নাশের আশঙ্কা বাড়িত না; হায়! আমি মহাত্মা ত অধমাত্মা কে?" বলিতে বলিতে যুবার দীর্ঘ নয়নে অগ্নিকনা ঠিকরিতে লাগিল, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইল; যুবা দৃঢ় বাক্যে বলিল, "আমায় মহাত্মা কে বলে? হায়! হিন্দুর কেহই নাই! ধর্ম্ম, জাতি, দেহ, বল, বীর্য্য ম্লেচ্ছপদে বিক্রিত—কি বলিব প্রাণ কাঁদে! কিন্তু কাঁদিব, তাহাও সাহস হয় না।"

"কাঁদিতে সাহস হয় না" সিপাহীরা এ কথা বুঝিতে পারিল না।

যুবা বলিতে লাগিল—"আপ্পা সাহেবের মৃত্যুর পর যখন ম্লেচ্ছ পোষ্যপুত্র রহিত করিয়া মৃত রাজার স্বর্গপথ রোধ করিল, যখন সেতারা রাজ্য বলপূর্ব্বক অধিকার করিল, অট্টালিকা লুণ্ঠন করিয়া

নিলামে ধরিল, অনাথিনী রাণীগণের রোদন যখন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, কে কাঁদিতে সাহস করিয়াছিল? সর্ব্বগ্রাসী শ্বেত রাক্ষস যখন নাগপুর গ্রাস করিল, হিন্দুর চিরপ্রচলিত প্রথা ধ্বংশ হইল, রাজপুত্রদিগকে ভিখারী করিল, কেহ কি কাঁদিতে সাহস করিয়াছিল? কেরোলি যখন শ্রীভ্রষ্ট করিল, ঝাঁসী যখন পদতলে দলিল, প্রজার হাহাকারে গগণ বিদীর্ণ হইল—সম্বলপুরের কথায় কার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? কিন্তু সাহস করিয়া কেহ কি কাঁদিতে পারিয়াছিল?

"ম্লেচ্ছ পীড়নে বাজিরাও পাশা যখন রাজ্যচ্যুত হন, কার প্রাণ না কাঁদিয়াছিল? কিন্তু কাঁদিতে কে সাহস করিয়াছে?

"কুবেরপুরী অযোধ্যা ভিক্ষুকাগার হইল, ওয়াজাদালি বন্দী, দিঙ্-মণ্ডল হাহাকারে পূর্ণ—কার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? কিন্তু কাঁদিতে কি কেহ সাহস করিয়াছিল?

"যখন ম্লেচ্ছভয়ে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় দন্তে 'কারতুজ' কাটিবে—কাঁদিতে কে সাহস করিবে?"

সকলেই স্তম্ভিত হইয়া শুনিতে লাগিল।

"মনে মনে বুঝিতেছ, অত্যাচার কি বলবান! কিন্তু কাহারও কাঁদিতে সাহস নাই; কেন? কখন কি পদবৃদ্ধি হইবে? কখন কি সমাদর পাইবে? না, তা নয়—কেবল পেটের দায়ে, ছার পেটের দায়ে—শূকর, কুক্কুর, শৃগাল, কাক প্রভৃতি যে পেট অনায়াসে চালাই-তেছে সেই পেটের দায়ে ধর্ম্ম দিবে, কর্ম্ম দিবে, দেহের শোণিত দিবে? কালে আরও কি হয়!" বক্তৃতা শ্রবণে কাহারও নেত্র অশ্রুপূর্ণ

হইল, কেহ নত বদনে রহিল, কেহ দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। যুবা উঠিল। সকলে বলিল "মহাশয়! কোথায় যান?"

"আমার যাইবার নিরূপিত স্থান নাই। আমি সন্ন্যাসী।"

এক জন বলিল, "অবস্থা ত বর্ণনা করিলেন, এখন উপায়?"

"উপায় জানিলে করিতাম, প্রাণ দিয়া করিতাম—কিন্তু মনে হয়, ধর্ম্ম রক্ষার উপায় প্রাণ দিয়া করিতে হয়।"

যুবা দ্রুতপদ বিক্ষেপে যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে ফিরিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

" And still upon that face I look,
And think 'twill smile again
And still the thought I will not brook
That I must look in vain."

এখন গড়ের মাঠের অন্যমূর্ত্তি! ফিটন্, বেরুচ, বগী দলে দলে ছুটিতেছে। চারিদিকে সাদামুখ পদ্ম ফুলের মত ফুটিয়াছে। রাস্তায় ধূলা নাই, সূর্য্যের তাপ নাই। লোহিত মেঘমালায় পশ্চিম গগণ হাসিতেছে। কাঞ্চন হারে জাহ্নবী তরঙ্গ নাচিতেছে। যুবা ধীরে ধীরে আসিয়া গঙ্গাপুলিনে এক বিজন স্থানে বসিল। আরক্ত পশ্চিম গগণে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিতে লাগিল—

"রক্তস্রোত! রক্তস্রোত বিনা ভারত-কলঙ্ক ধৌত হইবে না।" যুবা অন্যমনে ভাবিতে লাগিল। সহসা একটা মেঘ উঠিল। অতি নিবিড় মেঘ, ধীকি ধীকি বিদ্যুৎ খেলিতেছে। গঙ্গার জল স্থির। বৃক্ষ পল্লব

নড়ে না। শীঘ্র কাল মেঘ গগণ বেড়িল—দেখিতে দেখিতে ঘোর অন্ধকার। মহাবেগে বায়ু ছুটিতে লাগিল, জাহ্নবী রণমুখী হইয়া নাচিতে লাগিলেন। হঠাৎ শব্দ হইল—"গেল! গেল! গেল!" যুবার চিন্তা ভঙ্গ হইল। দেখিল কূলের নিকট একখানি নৌকা জলমগ্ন হইতেছে। দেখিতে দেখিতে নৌকা ডুবিল, একটা সাদা কি? যুবা ভাবিল কোন অভাগা সর্ব্বগ্রাসী তরঙ্গের মধ্যে জীবনের নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছে—"হাঁ, তাই বটে—গেল, আর রক্ষা পায় না!" যুবা জলে ঝম্প দিল, পীন বাহু আন্দোলন করিয়া তরঙ্গমালায় ভাসিয়া যাইতে লাগিল—"কই, কেহ নাই!"—"এই যে!"—"কোথায় গেল!"—"এই!"—যুবা অনেক ক্লেশে তাহাকে লইয়া তীরে উঠিল।

হায়! শ্রম বিফল হইল—কই, এত নড়েনা। বিদ্যুতালোকে দেখিল, গৌরাঙ্গী রমণী। এখন আর ঝড় নাই, কেবল মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে।

যুবা এইরূপ ভাবে বসিল যেন জলধারা মুমূর্ষুর মুখে না পড়ে। বার বার নাসিকায় হস্তদিয়া দেখিতে লাগিল, নিঃশ্বাস পড়িতেছে কি না।

একখানি ক্ষুদ্র নৌকা আসিয়া তীরে লাগিল। নৌকা হইতে এক জন ডাকিল—"সোমনাথ!" "আমি এদিকে" "কোথায় কি করিতে[illegible]?" "একটী স্ত্রীলোক জলমগ্ন হইয়াছিল, তাহাকে তুলিয়াছি। বোধ হয় শ্বাস বহিতেছে,—তুমি ত চিকিৎসা বিদ্যা জান, দেখদেখি জীবিতা কি না?" এ কথায় এক জন সন্ন্যাসী নৌকা হইতে নামিয়া সোমনাথের নিকট আসিল। সন্ন্যাসী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিল, "জীবিত বটে।" সোমনাথ উত্তর করিলেন, "যাহাতে ইহার প্রাণরক্ষা হয়, কর!"

" এখানে কি উপায় করিব ?"

" চল তবে, আড্ডায় লইয়া যাই।"

" গোঁসাইজী কি বলিবেন ?"

" ভয় নাই, সমস্ত অপরাধ আমি লইব।"

জলমগ্না রমণীকে লইয়া দুই জনে নৌকারোহণে প্রস্থান করিলেন। জাহ্নবীর অপর পারে আড্ডা, সারি সারি ক্ষুদ্র কুটীর, অনেক গুলি সন্ন্যাসী রহিয়াছে। সোমনাথের একটী স্বতন্ত্র কুটীর ছিল, সেই কুটীরেই স্ত্রীলোকটীকে রাখিলেন। সোমনাথের সঙ্গী যেমন যেমন বলিতে লাগিল, সোমমাথ সেইরূপ সুশ্রুষা করিতে লাগিলেন। এখন শ্বাস বহিতেছে, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ শীতল। চিকিৎসক বলিল, "আগুণে সেঁক দিতে হইবে।" অগ্নি জ্বালিয়া দুই জনে তাপ দিতে লাগিলেন— প্রজ্বলিত অগ্নি শিখায় অপূর্ব্ব রমণী মূর্ত্তি! নয়ন মুদিয়া যেন নিদ্রা যাইতেছে —মুখে রক্ত নাই, শিশিরধৌত শ্বেত পদ্মের ন্যায়। শ্বেত পদ্ম পল্লবের ন্যায় ওষ্ঠ, যেন আঁকা ভ্রূ, নাসিকার শোভা সেই মুখে দেখিলেই বোঝা যায়—দীর্ঘ নয়নপল্লবগুলি পাছে নেত্র উন্মীলিত না হয়, ঈষৎ কাঁপিতেছে—সোমনাথ নয়ন ফিরাইয়া নিল। তাপ দিতেছিলেন, কার্য্য ভুলিয়া যান, আবার দেখেন; মনকে তিরস্কার করেন—আবার দেখে। এমন সময় একজন আসিয়া বলিল, " গোঁসাইজী ডাকিতেছেন।"

" যাই।"

যাইতে বিলম্ব হইল। গোঁসাই আপনি আসিলেন।

দীর্ঘাকার জটাজুটধারী আমাদের পরিচিত সন্ন্যাসী।

" প্রভু! একটী স্ত্রীলোক মৃতপ্রায়, তার সুশ্রুষা করিতেছি।"

সোমনাথ উত্তর করিলেন, "সমস্তমুসলমান আমার বশীভূত, আমাকে প্যাগম্বর-প্রেরিত বোধ করে। ভবিষ্যত বাণীতে তাহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস। বারাকপুর, দমদমা ও হুগলীর সিপাহীসম্প্রদায় সকলেই আমার বশ। কলিকাতায় বীজ বপন করিয়াছি, কিরূপ অঙ্কুর হয় কাল বলিতে পারিব।"

"তুমি বৎসরের কার্য্য এক সপ্তাহে সম্পন্ন কর। কিন্তু তোমা হইতে আরও প্রত্যাশা করি, মিরাটে কে আমায় চিনিবে?"

"ঊনবিংশতি সম্প্রদায়ের শম্ভুপাঁড়ে। নানাসাহেব মহাশয়কে গুরুর ন্যায় আদর করিবেন, কিন্তু এখন তাঁর মতের স্থিরতা নাই।"

"ভাল, সে কার্য্যে আমি অদ্যই যাইব। তোমার সহিত এক কথা, তুমি প্রাণপনে আমার কার্য্য করিবে সন্দেহ নাই,—কিন্তু ঐ পাপীয়সী!"

"পাপীয়সী কে?"

"যে পিশাচীকে জল হইতে উদ্ধার করিয়াছ, যাহাকে কুটীরে স্থান দিয়াছ, যাহাকে অনিমেষ নেত্রে সমস্ত রাত্রি দেখিয়াছ; যাহাকে দেখিবার জন্য আমার তত্ত্ব লও নাই; বুঝিলে, পিশাচী কে? যদি উহার জীবনের নিমিত্ত তুমি এত ব্যাকুল, ঔষধ লও, সেবন মাত্র সবল হইবে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর, কালই কুটীর হইতে দূর করিবে।"

"সবল হইলেই স্বস্থানে যাইবে।"

"আর প্রতিজ্ঞা কর, কখনও উহার মুখাবলোকন করিবে না।"

সোমনাথ তাহার সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিবেন, এমন কখনও মনে স্থান দেন নাই। যদি স্থান দিয়া থাকেন, তিনি তাহা জ্ঞাত

ছিলেন না। করযোড়ে নিবেদন করিলেন, "প্রভু, আমার প্রতি গুরুতর ভার অর্পিত, স্ত্রীলোকের সহিত শিষ্টাচার করিবার সাবকাশ পাইব কখন ?"

"আমার নিকট বল, কখন যাইবে না ?"

"না।"

"ঔষধ লও, আমি অদ্যই রওনা হইব।"

সোমনাথ একবার ভাবিয়াছিলেন জিজ্ঞাসা করেন, যে যুবতীর প্রতি সন্ন্যাসীর এত বিদ্বেষ কেন ? কিন্তু সন্যাসীর স্বভাব জানিতেন, প্রশ্নে তিনি বড়ই বিরক্ত। সুতরাং কৌতুহল দমন করিলেন। কুটীরে ফিরিয়া দেখেন, রমণী স্বর্ণলতার ন্যায় পড়িয়া আছে! অনিমেষ নেত্রে দেখিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন—"অভাগিনী কে ? কি নিমিত্তই বা গুরু আমাকে সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করিলেন ?" মনকে আঁখি ঠারিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি সন্ন্যাসী, আমার স্ত্রীলোকের সহিত আলাপের প্রয়োজন কি ?" কিন্তু মন বুঝে না, পুনঃ পুনঃ চায়।

যুবতী আবার জাগিল; সোমনাথের মুখের পানে চাহিয়া রহিল; স্থির শান্ত নয়নে চাহিয়া রহিল—কৃষ্ণ লক্ষহীন নেত্রে দেখিতে লাগিল; নয়ন মুদিয়া ভাবিতে লাগিল; আবার দেখিল—বলিল, "আমি কোথায় ?"

"তোমার কোন চিন্তা নাই। আমি সন্ন্যাসী, কেন উদ্বিগ্ন হইতেছ ? তুমি অসুস্থ, ঔষধ খাও।"

"না—না, আমায় বাড়ীতে লইয়া চল। আমি হেথায় থাকিতে

পারিব না। দেখিতেছ না, চিতা জ্বলিতেছে—তুমি আমায় গৃহে লইয়া চল। আমি অতি দুঃখিনী, আমার কেহই নাই।"

সকরুণ স্বরে রমণী কথাটী বলিল, সোমনাথের অন্তরে বাজিল।

"কেন ভীত হইতেছ? তুমি জলমগ্ন হইয়াছিলে, তাপ দিবার নিমিত্ত অগ্নি জ্বালিয়াছি, কালি প্রাতে তোমায় রাখিয়া আসিব। ঔষধ খাবে না?"

"আমি কি পীড়িত? তুমি কে?"

"বলিয়াছি সন্ন্যাসী।"

"দাও। ঔষধ খাইয়া মারা যাইবনা ত?"

হঠাৎ সোমনাথের মনে সন্দেহ উদয় হইল!—সন্ন্যাসী রমণীবধ করিবার নিমিত্ত ছুরিকা তুলিয়াছে দেখিয়াছিলেন; অবশ্যই কোন ক্রোধের কারণ আছে—যদি বিষ হয়? ঔষধ দিতে সাহস করিলেন না। ইহার আগে আর সন্ন্যাসীকে কখন অবিশ্বাস করেন নাই—রমণীর আশ্চর্য্য মহিমা!

"কই, ঔষধ দিলে না?"

কথার উত্তর না দিয়া সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কি কেহ আছে?"

"বলিয়াছি, সংসারে আমি একাকিনী—আমি অভাগিনী!" বলিতে বলিতে রমণীর নয়ন হইতে জলধারা বহিতে লাগিল। রোদনে সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি হইল, গণ্ডস্থলে গোলাপ ফুটিল; ওষ্ঠদ্বয় নব পল্লব রাগে রঞ্জিত হইল; রমণী অতি কাতর স্বরে বলিল, "আমার কেহই নাই।" স্বর অতি সুন্দর, দুঃখে আরও মনোহর! যুবা

উদাসীনের হৃদয়ে তীক্ষ্ণতর বাজিল। ভাবিল, "আহা! এ অসীম সংসারে এ সুন্দরী একাকিনী! কে এ? কই, পৈশাচিক লক্ষণ ত কিছুই নাই! এ দেবদুর্ল্লভ মাধুরী কি পিশাচের সম্ভব? ঐ অশ্রুপূর্ণ নয়ন দুটী কি পৈশাচিক মায়ায় সৃজিত হইতে পারে?—বীনা বিনিন্দিত স্বরলহরী পিশাচিনী কোথায় পাইবে? না—পিশাচিনী নয়।" আবার সন্ন্যাসীর বাক্যে অবিশ্বাস জন্মিল। "তুমি রোদন করিও না, তুমি একাকিনী কেন? দেবতা তোমার সহায়। অনাথের প্রতি তাঁহার কৃপা অধিক, নিদ্রা যাও।"

"ঔষধ দিলে না? বুঝিয়াছি, বিষ দিতে আসিয়াছিলে—দাও।"

যুবার প্রাণে আরও বাজিল, "তুমি স্থির হও। এখন সুস্থ হইয়াছ, আর ঔষধের আবশ্যক নাই।"

রমণী আবার মুখ পানে চাহিয়া দেখিল—"তুমি কে? আমায় যত্ন করিতেছ কেন? আমি ত কাহার যত্নের পাত্রী নই।"

সোমনাথ উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। বলিলেন, "তুমি নিদ্রা যাও।"

সোমনাথ কুটীরের বাহিরে আসিলেন।

চতুর্থ বিভাগ।—প্রথম পরিচ্ছেদ।

"Speed—Sir, we are undone: these are they
That all the travellers fear so much."

রমানাথ এখন যুবা পুরুষ, রমানাথ এখন মানুষের মতন। রং ফরসা, ঢেঙ্গা ঢোঙ্গা—উনুনের ঝিঁকের মত দুটি গালের হাড় উঁচু।

সামনেটা একটু অর্দ্ধচন্দ্রের ভাব—বাউরী ছিল, নূতন ধরণে ছাঁটিয়া ফেলিয়াছেন। সব কাজেই মজবুত—স্কুলেও যাওয়া আসা আছে; পাঁচালীর দলে মন্দিরে দেওয়া আছে, রসিক পুরুষ, যাকে তাকে বেরসিক বলাও আছে; মাথায় ফেট্টা, কালাপেড়ে ধুতি, গরদের চায়নাকোট, রঙ্গিন মোজা আর কারপেটের জুতা। পাছে কেহ না দেখে, এই জন্য তিনি আপনি আজুতা কোট পর্য্যন্ত—মায় কোঁচার ফুলটী—বার বার দেখিতেছেন। চার পাঁচ জন পাঁচালীর দোহার সঙ্গে; কেহ হাতের আংটী, কেহ পায়ের জুতা—কেহ গলার শিকলী—কেহ চায়নাকোটের বার বার বাহবা দিতেছেন। রমানাথ বলিলেন, ' বুঝ্‌লে কিনা—লয় দেয়; আমি মোদ্দা সে দিকে ভিড়িনে। " কথাটা এই—গোলদিঘীর রাস্তার ওপারে কে একটী স্ত্রীলোক আসিয়া বাস করিতেছে; একটা বিবির কাছে পড়ে, তাহার বিশেষ লজ্জা সরম নাই; ছাদে ফুলের তোড়া লইয়া বসে, কখন বা বীণা বাজাইয়া গান করে—সেই স্ত্রীলোকটী রমানাথ ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন বড় তাঁহার রূপের অনুরাগিণী, কেননা তিনি দল সমেত যদি কখন গোলদিঘির ধারে দাঁড়ান—আজ যেমন দাঁড়াইয়াছেন—স্ত্রীলোকটী ছাদে থাকিলে ঘরে চলিয়া যায়। তাঁহার বিশেষ সংস্কার, জুড়ি, টেড়ী, আংটী, কারপেটের জুতা ইহাতে বশ হয় না এমন স্ত্রীলোক নাই। তার উপর তাঁর মা বলেন তিনি " খুব সুশ্রী, " বাড়ীর পুরুত বলেন " যোগভ্রষ্ট "—আর তাঁর আরসী বলেন " কামদেব! " ঘন ঘন উপর দৃষ্টি করিতেছেন। " ঐ ছাদে আসিতেছে—না—মেথর ঝাঁট দিতেছে, না না নীচে—না, সদর দোর আধখানি ভেজাইয়া হাঁসিতেছে;—আমোলো! ঐ উঁচু

দেঁতো মালী বেটা! আরে, দেখ দেখ দেখ দেখ! ঐ না? সত্যই বটে, সেই স্ত্রীলোক—আমোলো গাড়ীর সাম্‌নে বসে কে? আরে বাবাজী মজা লুট্‌ছে!" দ্বারে গাড়ী লাগিল, স্ত্রীলোকটী নামিয়া গেল—সন্ন্যাসীকে বলিল, "ভাল যদি না আসেন, আপনার নাম কি বলুন, আমার জীবনদাতার নামটী জানি।"

সন্ন্যাসী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "আপনি ক্ষমা করিবেন, উদাসীনের নাম নাই।"

"গাড়ী হইতে নামিবেন, না আপনাকে পৌঁছিয়া আসিবে।"

"ক্ষমা করুন, অদূরে আমার কার্য্যস্থান, গাড়ীর প্রয়োজন নাই।"

উদাসীন আর ফিরিয়া দেখিলেন না; রমানাথ ডাকিতে লাগিলেন "এই! এই!" "এই" কেউ ছিল না, উত্তর দিল না। পারিষদ এক জন বলিল, "রসের বাবাজী, এ দিকে এসনা।' তাহাতেও কেউ আসিল না; সুতরাং দলে বলে তাঁহারাই সন্ন্যাসীর নিকট গেলেন। একজন পারিষদ কাপড় ধরিল, বলিল, "বাবাজি খুব রঙে ছিলে!"

"কি নিমিত্ত আমায় ধর, ছাড়িয়া দাও।"

"বাবা, ইয়ার লোক, বলনা—জান কি, মেয়ে মানুষটা কে?"

"না, জানি না।"

"জান বৈকি বাবা, একত্রে এলে।"

রমানাথ বলিলেন, "দেখ, একশ টাকা দিতে পারি যদি ওর কাছে লইয়া যাও।"

সন্ন্যাসী ভ্রূকুটী করিয়া চাহিলেন। মুখের ভাবে রমানাথ সদলে কিঞ্চিৎ শঙ্কিত।—কিন্তু গরিব সন্ন্যাসী কি করিবে? রমানাথের সাহস

বাড়িল—"মার শালাকে!" এই কথা বলা আর চতুর্দ্দিকে 'মার মার!' ধ্বনি। চার পাঁচ জন মুসলমান আসিয়া সদল রমানাথকে প্রহার আরম্ভ করিল; সন্ন্যাসী সরিয়া গেল। প্রহারান্তে রমানাথ পারিষদ সমেত ফিরিয়া আসিলেন; কিছু বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু ভাবিলেন যত টাকা ব্যয় হউক, সন্ন্যাসী ব্যাটাকে ধরিতে হইবে। স্বরূপ আছেন—স্বরূপ সন্ধান বলিয়া দিল—"ও পারে কতক গুলা সন্ন্যাসীর আড্ডা আছে।" পরদিন রমানাথের পারিষদ গিয়া দেখিয়া আসিয়া বলিল, "হ্যাঁহে! সেই বেটা আছে বটে।" অমনি আংটী চুরির দাবি দিয়া রমানাথ পুলিশ লইয়া খাড়া হইলেন; কিন্তু পুলিশ গিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তাহার কারণ এই যে থানায় যখন নালিশ করেন, একজন মুসলমান জমাদার রিপোর্ট লিখে। সে আগে লোক পাঠাইয়া সন্ন্যাসীদিগকে সরাইয়া দিয়াছে।

কি করেন, সন্ন্যাসী ত ধরা পড়িল না, একটু ইয়ারকি দিয়া আসা যাক। ইয়ারকি দিতে সন্ধ্যা হইল। বাড়ী আসিতেছেন, নৌকা পার হইবেন, এমন সময় একজন রমানাথকে ধরিল, "কেরে শালা?" "হুঁ" বলিয়া চোখে মুখে কাপড় বাঁধিল। একখানি গাড়ি ছিল, তাহার ভিতর বসাইয়া দৌড়াইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

" 'Twas partly love, and partly fear,
And partly 'twas a bashful art;
That I might rather feel than see
The swelling of her heart."

ভারতবর্ষের নানা স্থানে আগুণ লাগিতে লাগিল। গবর্ণমেণ্টে খবর আসিলে গবর্ণমেণ্টের হুকুম হইল, "তত্ত্বকর।" সতর্ক প্রহরী নিযুক্ত হইল, কিন্তু কিছুই সন্ধান হইল না। অগ্নিকাণ্ড বাঙ্গালায়ও চলিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতি। দস্যুদল কোন ক্রমেই ধরা পড়ে না। কোথায় থাকে, কখন আসে, কিরূপে সন্ধান করে, কিছুই নির্ণয় করিতে পারে না। খাজনার টাকা। কোম্পানির মাল দস্যুদল কিছুই বাছে না। কিন্তু সরকার হইতে ডাকাত ধরিবার যত প্রকার যত্ন হইতে লাগিল অন্তর্যামী দল সকলই জানিতে লাগিল। যে সাহসী পুলিশ অধ্যক্ষ তত্ত্ব লইতে যায় তাহাকে আর কেহ দেখে না। আজ হেথা, কাল সেথা—ডাকাতি সুবর্ণগ্রামের চতুঃস্পার্শে আরম্ভ হইয়া কলিকাতার চতুঃস্পার্শ ব্যাপিতে লাগিল। সকলে সতর্ক, কিন্তু সতর্ক হইয়া কোন ফল নাই। ধনীর নিস্তার নাই। লোহার পিঞ্জরে নখিন্দরের ন্যায় বাস করিলেও দস্যুর হস্তে ত্রাণ পান না। যেন কোন দৈব বলে তাহারা জানিতে পারে, আজ টাকা আসিয়াছে, বা আজ টাকা যাইবে। উৎপাত কিছুতেই থামে না।

এই সকল সম্বাদ একজন বিবি, আমাদের পরিচিত সুন্দরী যুবতীর নিকট পড়িতে ছিলেন। বিবি একজন ডক্ সাহেবের লোক। ঐ

সময়ে স্ত্রী শিক্ষার প্রথম সঞ্চার। আবার নূতন সংবাদ, নীলরতন বাবুর পুত্রকে হঠাৎ দস্যুদলে লইয়া গিয়াছে। পুত্রের হস্তে নীলরতন বাবু এক খান চিঠি পাইয়াছেন—" যদি আমাকে চান, তাহা হইলে ব্যাঙ্কে এ—র নামে (ইংরাজী প্রথম অক্ষর A) পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা দিন। " তিন দিনের মধ্যে জমা না দিলে, তাঁহার কোলে তাঁহার পুত্রের কাটা মুণ্ড পড়িবে। নীলরতন বাবু টাকা জমা দিয়াছেন। এক ব্যক্তি আসিয়া টাকা লইয়া গিয়াছে। তাহার পাঁচ দিন পরে নীলরতন বাবুর পুত্র ফিরিয়া আসেন।

বিবি কাগজ রাখিয়া বলিলেন, " চন্দ্রা ! এই নিমিত্তই বলি তুমি একা যেথা সেথা যাইও না !"

" আমি ত জলে ডোবার পর আর যাই না। "

" ভাল, সে কথা শুনি নাই। তুমি কিরূপে জলমগ্ন হইলে? তোমার দাই বলিয়াছিল, কোম্পানির বাগানে গিয়াছ। "

" আসিবার সময় পথে নৌকা ডুবি হয়। "

" কে তোমায় রক্ষা করিল ? "

চন্দ্রার দীর্ঘশ্বাস পড়িল, বলিলেন " একজন সন্ন্যাসী। "

" তোমার সহিত মিস্ কে— ছিলেন না ? "

"হাঁ, তিনি অন্য অন্য বিবিদের সহিত বাগানে রহিলেন। '

সন্ন্যাসীর কথায় আবার নানা কথা উঠিল। " ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও, প্রাণে প্রাণে আসিয়াছ, উহারা এক দল ভয়ানক লোক ! সম্প্রতি কতকগুলা সন্ন্যাসী গঙ্গার ওপারে বাস করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন কেল্লার কাছে গিয়া সিপাহীদিগকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়া-

ছিল, রাজদ্রোহী হইতে বলে, হাওলদার গিয়া দুর্গস্বামীকে সংবাদ দেয়; পুলিশ তাহার তত্ত্ব করিতেছে। চন্দ্রা কৌতুহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, " সন্ন্যাসীকে দেখিতে কিরূপ ? "

বয়স অধিক নয়, লম্বা, বলবান, খুব সুন্দর গান করিতে পারে। চন্দ্রার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। চন্দ্রা সোমনাথের কুটীরে শুইয়া তাহার মধুকণ্ঠে গান শুনিয়াছিলেন। সোমনাথের অবয়বও বিবি বিবৃত অবয়বের মত। চন্দ্রা শিহরিয়া উঠিল। বিবি জিজ্ঞাসা করিল,

" কি ও ?"

" কিছু না, আমার ওরূপ হয়।" কিন্তু চন্দ্রা বড়ই বিমনা হইতে লাগিলেন। বিবি জিজ্ঞাসা করিল, " তোমার কি অসুখ হইয়াছে ?"

" না—হাঁ, শীরপীড়া হইয়াছে। "

" তবে আমি যাই। "

বিবি চলিয়া গেল। চন্দ্রা ভাবিতে লাগিল "কি হবে ? কিরূপে সংবাদ দিই ? পুলিশ যদি অনুসন্ধান করিয়া ধরে, তাহা হইলে এমন কি প্রাণ নাশ হইতে পারে। ওপারে যাব ! না, সন্ন্যাসীরা ত সেথায় নাই। " সন্ধ্যার ধুষর ছটায় রাগরঞ্জিত পশ্চিম গগন আবরণ করিয়াছে, পথে আল জ্বলিতেছে। চন্দ্রা সহসা শিহরিয়া উঠিলেন, দূরে সেই কণ্ঠ, সেই গগনভেদী গান ! চন্দ্রা সত্বর বাটী হইতে বহির্গত হইলেন ; স্বর অনু-সরণে চলিলেন দেখেন, কতকগুলি মুসলমানের মধ্যে বসিয়া তাঁহার জীবনদাতা যুবা গান করিতেছে। শীঘ্র গিয়া যুবার অঙ্গ স্পর্শ করিলেন, চুপি চুপি বলিলেন। " শুন—আইস, বিশেষ কথা। " বলিতে বলিতে চতুর্দ্দিক হইতে পাহারাওয়ালা, সার্জ্জন, জমাদার আসিয়া মুসলমান

মণ্ডলীকে পরিবেষ্টন করিল। চন্দ্রার অঙ্গে একখানি মোটা চাদর আবরণ ছিল, অর্দ্ধ চাদরে সোমনাথকে ঢাকিলেন। চাদর খুব প্রশস্ত, সোমনাথের মাথা হইতে পাদ পর্য্যন্ত ঢাকা পড়িল। পুলিশ আসিয়া একে ধরে, ওকে ধরে, এক জন সার্জ্জন চন্দ্রাকে ধরিতে যায়। চন্দ্রা বলিলেন—

" পিয়ার্‌সন ! আমায় জাননা ? "

পিয়ার্‌সন বলিল, " মাপ করুন, আপনার সঙ্গে কে ? "

" আমার পিশি। "

পিয়ার্‌সন কিছুই বলিল না। মনে মনে বলিল। " Damn tall aunt ! "

যুবতীর অঙ্গে অঙ্গ মিলিত হইয়া সোমনাথ চলিতে লাগিলেন। তাঁহার কলেবর শিহরিতে লাগিল। তাঁহার বাটী যাওয়া গুরুতর নিষেধ, কিন্তু আর উপায় কি ? দুই জনে বাটী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাটী প্রবেশ করিয়া সন্ন্যাসীকে লইয়া চন্দ্রা আপনার শয়ন ঘরে গেলেন। দাস দাসীকে বলিলেন, " আজ তোমাদের আর আবশ্যক নাই। "

শয্যাগৃহে গিয়া অনেকক্ষণ উভয়ে নীরবে রহিলেন। উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে। কিন্তু সন্ন্যাসী চন্দ্রার মুখ পানে চাহিতে সাহস করিতেছেন না। যখন প্রাণে প্রাণে আকর্ষণ করে, রূপ গুণ ত তাহার সহকারী— অলৌকিক রূপলাবণ্য বেশভুষায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে ! কেশগুচ্ছ মুখ বাহিয়া, বুক বাহিয়া, পৃষ্ঠ বাহিয়া নিতম্ব আচ্ছাদন করিয়াছে। উজ্জ্বল আলোকে বর্ণের ছটা আরও বাড়িয়াছে। পুষ্ট বিম্বাধরের ভাবে বোধ হয় বামা কি বলি বলি করিতেছেন। ভীতা হরিণীর ন্যায় যুবতী সন্ন্যাসীর মুখ পানে একবার চান, একবার মুখ ফিরাইয়া লয়েন। সন্ন্যাসী হেঁট

বদনে বসিয়া আছেন। লজ্জাশীলা রমণীর ন্যায় হেঁট বদনে মনে মনে ভাবিতেছেন স্ত্রীলোক তাঁহাকে দেখিতেছে। ভাবনায় শরীর কণ্টকিত হইতেছে। ভাবেন একবার দেখি; দেখিব মনে হইলেই পাণ্ডুগণ্ড রঞ্জিত হয়, আর চাহিতে সাহস করেন না। কেহই কোন কথা কহেন না। চন্দ্রা উঠিলেন। সন্ন্যাসীর সম্মুখে আসিলেন। সন্ন্যাসীর কর্ণ লাল হইল, আরও মাথা হেঁট করিলেন; হঠাং চন্দ্রা জানু পাতিয়া বসিলেন—যোড় করে, কাতর নয়নে, মুখ তুলিয়া সকরুণ স্বরে বলিতে লাগিলেন—"সন্ন্যাসী! কেন প্রাণ দিবে? ইংরাজ-বিরোধী কি নিমিত্ত হইতেছ? আমায় কৃপা কর, আমায় রক্ষা কর, দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ কর, এ পথে আর চলিও না। সন্ন্যাসী! মুখ তোল, কথা শুন। দেখ আমার চক্ষে ধারা বহিতেছে, দেখ আমি কাতর হইয়াছি। আমায় কাতর দেখিলে ত তুমি কথা কও? সন্ন্যাসী কথা কও, যে পথে চলিতেছ সে পথে আর চলিও না। আমায় হতভাগিনী শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছিলে, কেন আরও হতভাগিনী কর? আমায় রক্ষা কর, আমায় প্রাণদান দাও, সন্ন্যাসী আমার জীবনদাতার প্রাণদান মাগিতেছি, নির্দ্দয় হইও না, অবলা অনাথিনীকে কৃপা কর।"

সন্ন্যাসী কিছুই বলিলেন না। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

"কথা কহিবে না? কি নিমিত্ত নীরব আছ? যদি কথা না কহিবে, যদি কথা না রাখিবে, যদি আপনার প্রাণের প্রতি মমতা না করিবে, যদি অবলার রোদনে দয়াদ্র্র না হইবে, তবে কেন আমায় জল হইতে উদ্ধার করিলে, কেন আমার জীবন দান দিলে? সন্ন্যাসী ফের, জীবনের অন্য পথ অবলম্বন কর। তুমি পুরুষ, জীবন থাকিলে তোমার সকলি আছে—তোমার পক্ষে সংসার সুখশূন্য নয়।"

এবার সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, বলিলেন, "কেন আমায় যন্ত্রণা দাও? আমার জীবন সুখশূন্য!"

"না, কখন নয়। এ কথা আমি প্রত্যয় করি না। তুমি এ পথ পরিত্যাগ করিবে, পরম সুখী হইবে। সংসারে গণ্যমান্য হইবে। ফের, সন্ন্যাসী! কথা রাখ।"

"ফিরিতে পারিব না।"

"কেন? তুমি কি ভাব, ইংরাজ তোমার যত্নে ভারত হইতে যাইবে? তুমি কি ভাব স্বাধিনতার সময় আসিয়াছে? ইংরাজের ক্ষমতা অবগত নও। এখনও সে দিন উপস্থিত হয় নাই, এ কথা কি বুঝ না?"

"আমার বুঝিবার অধিকার নাই।"

"তবে এ আত্মহত্যার পথে কেন ফিরিতেছ?"

"শুন, অনুরোধ করিও না, আমি সত্যে বদ্ধ। ইহকালে অন্য আশা-ভরসা নাই। দেশ স্বাধীন করিতে পারি, ভাল; না হয় জানিব, দেশের কার্য্যে প্রাণ দিলাম। আমার প্রাণ যাওয়ায় কাহারও ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না।"

"ক্ষতিবৃদ্ধি নাই? তবে কি জন্য তোমার নিকট নারী হইয়া জানু পাতিয়াছি? কি নিমিত্ত যোড় করে অনুনয় করিতেছি? কি নিমিত্ত নয়ন ধারা বহিতেছে? কি নিমিত্ত অন্তঃকরণ বক্ষে বার বার আঘাত করিতেছে? সন্ন্যাসী! বোধ হয় তুমি আজীবন সন্ন্যাসী; নারীর হৃদয় জাননা।"

"তুমিও সন্ন্যাসীর হৃদয় জাননা। উঠ, তুমি কি জান কি নিমিত্ত সন্ন্যাসী হয়, তুমি কি জান, সংসার শূন্য দেখে, তার পর এ পথ অবলম্বন

করে? তুমি কি জান, মর্ম্ম বেদনা মর্ম্মে লুকাইতে হয়? তুমি কি জান জীবন্মৃত হইতে হয়? সন্ন্যাসীর অবস্থা জান না। অধিক অনুনয় করিলে এ স্থানে রহিব না।"

সন্ন্যাসী উন্মাদের ন্যায় বলিতে বলিতে দৃঢ় বচনে কথা সমাপ্ত করিলেন। চন্দ্রা উঠিলেন, আর অনুনয় করিলেন না, নীরবে বসিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসীও নীরব। ক্ষণপরে সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি এই বেলা যাই। বৃষ্টি পড়িতেছে, অনায়াসে যাইতে পারিব, কেহ ধরিবে না।"

চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইবে?"

"তাহার নির্ণয় নাই।" সন্ন্যাসী প্রস্থান করিলেন।

রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি পড়িতেছে, সন্ন্যাসী চন্দ্রার বাটী হইতে বাহির হইলেন। দ্বারের নিকট কতকগুলি ঘোড়া রহিয়াছে, কিন্তু গাঢ় চিন্তায় মগ্ন থাকায় সোমনাথ তাহা দেখিতে পাইলেন না। কিছু দূর গিয়া সোমনাথ চমকিয়া উঠিলেন—চন্দ্রার বাটীতে স্ত্রীকণ্ঠসূচক আর্ত্তনাদ!—আবার!—আর রব নাই। সন্ন্যাসী চন্দ্রার বাটীর দিকে ফিরিলেন। বাটীতে প্রবেশ করিতে যান, দেখিতে পাইলেন, চার পাঁচ জন একটী স্ত্রীলোককে ধরিয়া আনিতেছে, আর চার পাঁচ জন তাহাদের সঙ্গে। সকলের কালা পোষাক, কালা মুখস। সোমনাথ তর্জ্জন করিয়া বলিলেন "ছাড়!" বলিবামাত্র একটা অস্ত্র আসিয়া তাহার মস্তকে আঘাত লাগিল। ত্বরিত বেগে সোমনাথ কটি হইতে একখানি তরবারি বাহির করিয়া কালবেশধারীদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাহারা বাহিরে আসিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কোনমতেই বাহিরে আসিতে দেন না। বিপক্ষেরা স্ত্রীলোকটীকে ত্যাগ করিয়া, সকলে মিলিয়া বিস্তর

চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সন্ন্যাসীর অসামান্য কৌশলে কেহই বাহিরে আসিতে পারিল না। সোমনাথ চীৎকার করিতেছেন, "পাহারাওয়ালা!" "পাহারাওয়ালা!" দূরে পাহারাওয়ালার আলো দেখা যাইতেছে, এমন সময়ে সোমনাথের বক্ষে একটী ভল্ল আসিয়া লাগিল। দূরে পাহারাওয়ালা দেখিয়া কালবেশীগণ অশ্বারোহণে পূর্ব্ব মুখে পলায়ন করিল। পুলিশ দেখিল, অস্ত্র হাতে একজন সন্ন্যাসী পড়িয়া আছে। বাটীর ভিতর দেখে একজন স্ত্রীলোক মূর্চ্ছাপন্না। কিছুই বুঝিতে পারিল না, সন্ন্যাসীকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিল। চন্দ্রা সংজ্ঞা পাইয়া বলিলেন—

"চোরে আমায় ধরিয়াছিল।"

"চোর কোথায়?"

"তাহাদের তাড়নায় অচেতন হইয়াছিলাম, জানি না।"

"দ্বারে একজন সন্ন্যাসী পড়িয়াছিল, সে কে?"

"কোথা?"

"দ্বারে পড়িয়াছিল, হাঁসপাতালে পাঠাইয়াছি।"

চন্দ্রার মাথায় বাজ পড়িল। ভাবিলেন, বুঝি তাঁহার চীৎকারে সোমনাথ ফিরিয়াছেন, এবং আহত হইয়া পুলিশের হস্তে পড়িয়াছেন। পুলিশ প্রথম অনুমান করিয়াছিল, আহত বুঝি দ্বারপাল। শুনিল, তা নয়, অমনি মোকদ্দমা সাজাইল। একজন চৌকিদার চোরের হাত হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া একজনকে আহত করিয়াছে, আর সকলে ভয়ে পলাইয়াছে। কলিকাতার মাঝে এরূপ চুরি, তদন্ত করা চাই, জনকতক সন্ন্যাসী ধরিলেই তদন্ত হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

" His heart was broken, crazed his brain,
At once his eye grew wild—
He struggled fiercely with his chain
Whispered, weft and smiled."

পুলিশ আসাতে কৃষ্ণ পরিচ্ছদ ঘোড়সওয়াররা পূর্ব্বমুখে ছুটিল। সহরের বার নোনা, ভাঁট, ঘেটুর অরণ্য। চারি দিকে বাবলার বেড়া; একটী ছোট বাগানের মত। সেইখানেই নামিয়া ঘোড়া বাঁধিল। "কই, কই?" একজন আসিয়া বলিল; ইনি আমাদের রমানাথ। এই ডাকাতের দলই রমানাথকে ধরিয়া লইয়া যায়। ডাকাতের দলে এক সপ্তাহ বাস করেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়া খালাশ হন। রমানাথের বোধ হইয়াছিল ডাকাতেরা সর্ব্বশক্তিমান, যা মনে করে তাই করে। তাহার হৃদয়ে চন্দ্রার মূর্ত্তি গাঢ় অঙ্কিত হইয়াছিল। যে দিন খালাশ হয়, সে দিন একটা মাতব্বর বদমায়েস ধরিয়া বলে, "তুমি আমার একটু কাজ করিতে পারিবে?"

"পারিব, কি করিতে হইবে?"

"আমায় যেরূপ রপ্তানি করিয়াছিলে, ঐরূপ একটী স্ত্রীলোককে রপ্তানি করিতে হইবে।"

"প্রাপ্য কি?"

"আমি দশ হাজার টাকা দিব।"

"ভাল; তোমাদের দেখা কোথায় পাব?"

" বাগবাজারের খালের ধারে কেহ যদি তোমায় ' রামচাঁদ ' বলে তুমি ' রামচাঁদ ' বলিবে।"

রমানাথের অভিসন্ধি এই যে, তিনি তরবার হাতে করিয়া ডাকাত তাড়াইবেন, পূর্ব্ব সঙ্কেত মত তাহারা পলাইয়া যাইবে, তাঁর টাকা খায়, মারিবে না ; বীরত্ব দেখিয়া স্ত্রীলোক তাঁহার অনুরাগিনী হইবে। তাঁর সব ঠিক, আলতা গুলিয়া রাখিয়াছেন, একখানি তলোয়ার রাখিয়াছেন, কিন্তু গরঠিকের মধ্যে আমরা দেখিলাম চন্দ্রাকে আনিতে পারিলেন না।

" এঁ্যা! সর্ব্বনাশ ! কি হইল ? আনিতে পার নাই ?"

" তুমি ত বল নাই, সে বাড়ীতে পুরুষ আছে, তা হলে বন্দুক লইয়া যাইতাম।"

" আমায় ধরিবার বেলা যেন চিলে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেলে, আর একটা উড়ে মালীকে মারিতে বন্দুক চাই ? "

" দেখ, আমাদের অপরাধ নাই। সর্ব্বাঙ্গে অস্ত্রের দাগ দেখ, উড়ে মালী কখন নয়, সে পুরুষ এক জনে দশ জন।"

" সে পুরুষ কোথায় ছিল ? "

" প্রথমে তারই ঘরে ছিল, তার পর বাহিরে আসিল। ভাবিলাম, চলিয়া যাইবে, তা নয়, ফিরিয়া আসিয়া আমাদের আক্রমণ করিল।"

" কে সে ? "

" কেমন করিয়া জানিব ? একটা সন্ন্যাসী। "

রমানাথ ভাবিল কত জন্মজন্মান্তর পুণ্য করিলে একটা সন্ন্যাসী হওয়া যায়। "দেখ্‌ছি গেরুয়া কালাপেড়ের ঠাকুরদাদা ! তবে কি হবে ?"

" তোমার দোষ, আমরা কি করিব ? "

" টাকা দিতে হবে ? "

" আমরা অহেতু পরিশ্রম করি না। "

রমানাথ ঠেকিয়া শিখিয়াছেন, ইহাদের সহিত ঝগড়া করা মুস্কিল। টাকা দিতে হইল, কিন্তু একটা অভিসন্ধি লাগিল, " অদৃষ্টে যা থাকে গেরুয়া প'রে রাত্রে তার বাড়ী ঢুকিব। "

বাটী আসিয়া রমানাথ গেরুয়ার হুকুম দিলেন—রমনাথের বড় বৈরাগ্য! বৈকাল বেলা গেরুয়া পরিয়া বাহির হইলেন। সন্ধ্যা হইয়াছে, চন্দ্রার দ্বারে ধাক্কা দিলেন—"বা ! কেউ নাই, মালী বেটা পর্য্যন্ত নাই।" উপরেও আলো জ্বলে নাই, উপরে উঠিলেন ; বাটীতে জনমানব নাই, দুইটা ঘরে তালা বন্ধ। " কোথায় বাহিরে গিয়াছে—আসিবে, লুকাইয়া থাকি। ' স্ত্রীলোককে সাহস করিয়া ধরিতে পারিলেই হয় ' ইয়ারের শিরোমণি বিধুবাবু শিখাইয়া দিয়াছে ; এইখানেই থাকি। " একটা ঘরে লুকাইয়া বসিলেন।

দুই জন চৌকিদার আসিয়া চন্দ্রার বাটীতে প্রবেশ করিল। একজন বলিল, " এ বহুত আচ্ছা ! রাস্তামে রোঁদ কোন দে ? বৈঠ্‌কে পাহারা দেও। তোম পিছাড়ি বাগিচামে যাও, হাম দেউড়ীমে রহে। " রাত দুই প্রহর হইল, রমানাথ একা বসিয়া মসা তাড়ান—" কোথা গেল ? কোথায় নিমন্ত্রণে গিয়াছে। " একটা বাজিল, দুইটা বাজিল।

" না, আজ আর আসিল না, আর বসিয়া কি করিব ? যাই। বেটী যেমন, সোণার ফুলদানটা লইয়া যাই।" ফুলদান লইয়া নীচে নামিতেছেন, এমন সময় একজন পাহারাওয়ালা ধরিল, " ছুছুরা ! " বলা বহুল্য গুঁতা আদি চলিল, থানায় যাইতে হইল। পরদিন

ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে হাজির। উকীল, কৌন্সলী প্রভৃতি তাহার পক্ষ হইয়া অনেক লড়িল, কিন্তু তিনি সে বাড়ীতে কেন গিয়াছিলেন, বা ফুলদান হাতে কি নিমিত্ত ছিল, তাহার কোন কারণ পাইতে পারিল না। তিন মাস মিয়াদ হইল। অনেক রকম ফন্দী করিয়া, টাকা ঘুষ দিয়া, খাটা মকুব হইল। জেলের হাঁসপাতালে রোগী হইয়া রহিলেন।

তিনি আর রোগী নন, হাঁসপাতালের এধার ওধার বেড়ান। এক দিন দেখেন, চন্দ্রা। দেখিয়া, জেলের কষ্ট ভুলিয়া গেলেন। কিন্তু কিছু পরেই সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল। চন্দ্রা আসিয়া একজন রোগীর খাটে বসিল,—রোগী আবাগের বেটা সন্ন্যাসী। চন্দ্রা সোমনাথকে জিজ্ঞাসা করিল, " কেমন আছ ?"

" ভাল, তুমি কিজন্য নিত্য দেখিতে আইস ? ইহাতে তোমার নিন্দা হইতে পারে জান ?

" অনেক নিন্দা আছে, একটায় বেশী বাড়িবে না।"

" আমায় লোকে নিন্দা করিবে। "

" তুমি সন্ন্যাসী, সংসারের লোকের নিন্দায় ভয় কি ?"

" না না, তুমি জান না। আমি তোমার সহিত দেখা করিব না প্রতিশ্রুত আছি, কিন্তু বারম্বার তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয়।"

" সাক্ষাৎ হয় তোমার দোষে নয়। কিন্তু কার কাছে প্রতিশ্রুত আছ ?"

" বলিবার কথা নয়, তুমি কেন আইস ?"

" সংসারী হইলে বুঝিতে, উপকারীকে লোক দেখিতে আইসে। আমার নিমিত্ত তোমার এই দশা, আর কি হয় জানি না।"

"তুমি তার কি উপায় করিবে ?"

"শুন, উপায় আছে। তুমি পাগলের ভাণ কর।"

"ডাক্তারে ধরিবে।"

"না, অর্থ পাইলে ধরিবে না।"

"অর্থ কোথায় পাইব ?"

"আমার অর্থ আছে।" চন্দ্রা আবার বলিলেন "কিছু বলনা যে ?"

"কি বলিব ? তোমার অর্থ লইব কেন ?"

"তোমায় লইতে হইবে না, কেবল পাগলের ভাণ করিবে।"

"না, তুমি যাও।"

কিন্তু চন্দ্রা গেলেন না, বসিয়া রহিলেন। রমানাথ এদিক ওদিক উঁকী মারিতেছে। চন্দ্রা মোকদ্দমার সময় দেখিয়াছিলেন, চিনিতে পারিলেন। চন্দ্রা চাহিলেন দেখিয়া রমানাথ কাছে আসিল। বলিল "জান, তুমি আমায় পুলিশে দিয়াছ ? তোমার বাড়ীতে চোর বলিয়া ধরা পড়ি ?" মুখের ভাব দেখিয়া চন্দ্রা উত্তর দিলেন না। নিস্তব্ধ দেখিয়া চোর বলিল, "আর পনর দিন আমার মেয়াদের বাকি আছে। তার পর তোমার বাড়ী যাব ; কি বল ?"

এইবার রোগী মাথা তুলিয়া দেখিলেন! চন্দ্রাও তীক্ষ্ণ স্বরে উত্তর করিলেন "যদি বিরক্ত কর, তোমার মেয়াদ বাড়িবে।"

ভয়ে রমানাথ সরিয়া গেল। সোমনাথ রমানাথকে জানিতেন, রমানাথ ধনী, চুরি করিতে কখনও যায় নাই। মনে মনে ভাবিতে লাগিল "এ স্ত্রীলোকটা ভ্রষ্টা।" সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়িল। অশেষ দোষে দোষী আপনার মুখেই স্বীকার করিয়াছে ; কি আর দোষ—ভ্রষ্টা।

সন্ন্যাসী যথার্থই বলিয়াছে, "যথার্থই এ পিশাচিনী।" এই সকল চিন্তায় সোমনাথের বড়ই যন্ত্রণা হইতে লাগিল। স্বরে বলিলেন, "এ স্থান হইতে যাও, তোমার সহিত কোন কার্য্যই নাই। অপবিত্রের সহবাসে পূর্ব্ব ধর্ম্ম বিনাশ পায়।"

চন্দ্রার কলেবর কাঁপিতে লাগিল, নিশ্বাস ফেলিয়া চিকিৎসালয়ের বাহিরে আসিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"Ghost-like I paced round the haunts of my childhood—
Earth seemed a desert I was bound to traverse
Seeking to find the old familiar faces."

"গোবিন্দ! গোবিন্দ! তোমায় কোথায় দেখেছি না হ্যা?" সুবর্ণগ্রামের মাঠের মাঝখানে একটা গাছতলায় মজলিশ করিয়া আমাদের গুরু-ঠাকুর একজন দীর্ঘাকারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। দীর্ঘাকার উত্তর করিল, "দেখে থাকবেন।"

"কোথা বল দেখি হ্যা? গোবিন্দ! গোবিন্দ!"

"সে জায়গা বড় ভাল নয়।"

"হাঁ, হাঁ; দেখ, আমার ঠেঙ্গে কিছু নাই। রমেশ ঘোষালের বাড়ী কিছু পাই নাই। তার স্ত্রীটে ছেলে হারিয়ে যাওয়া অবধি পাগল হইয়াছে। আর নীলরতনের গঙ্গা লাভ হইয়াছে; রমানাথটা কিছু দিলে না; আর বড় কিছু নেইও! ধরনা, রমানাথকে সন্ন্যাসী নিতে

এল, নীলরতন লাখ টাকা সন্ন্যাসীকে দেয়। সেই এক লাটা গেল, সন্ন্যাসী মজা মেরে গেল, গুরু পুরুতের সে অদৃষ্ট নয়। কোথায় কে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল, পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে ত খালাশ। বেবাক টাকা লোটোমো করিয়াই ওড়ালে, তার আর দেবে কি? বাপু, তুমি পথ দেখ, আমার ঠেঙ্গে বড় কিছু নেই।"

"মহাশয় ভয় পাচ্ছেন কেন?"

"বাপু, তোমার একটু রীত খারাপ, তাতেই শঙ্কা হতেছে।"

"আপনার ঠেঙ্গে কত আছে?"

"ঐত!"

"ঐ কি?"

"গোবিন্দ! গোবিন্দ! পুঁটুলি খুলে দেখ্‌বে ত দেখ?"

"উটি কে?"

"উটি আমার পুত্র।"

"হাতে রামপদক দেখিতেছি।"

"হা ভূতের ভয় পায়।"

"একি সেই রামপদকখানি?"

"কোন খানি?"

"যাহা লইয়া ফেরে পড়িয়াছিলেন?"

"হাঁ—হাঁ, ঘোষালের ছেলেরও ঐরূপ ছিল।'

"ঘোষাল মহাশয় এখন কোথা?"

"পশ্চিমে।"

"পশ্চিমে কোথা মহাশয়?"

"হাওয়া বদলে বেড়াবে এই ত শুনেছি, এখন কোথায় বল্‌তে পারিনি ঠিক।"

"কত দিনে জানিতে পারিবেন?"

"দু পাঁচ দিনে।"

এ গুলিন গুরুর ছল। গুরু ভাবিলেন, এ চোর, ঘোষাল বড়বানুষ তার তত্ত্ব লইতেছে; তাই মিথ্যা সম্বাদ দিলেন। কিন্তু সত্য সত্যই রমেশ ঘোষাল স্ত্রীকে লইয়া পশ্চিমে গিয়াছেন। রামচাঁদ ও ছল বুঝিল। গুরুকে বলিল, "মিথ্যা বলিবেন না।"

"বাপু! মিথ্যা কথায় কাজ কি? গোবিন্দ? গোবিন্দ!"

"মহাশয়ের নিবাস?"

"শান্তিপুর।"

এবারেও গুরু ঠাকুর সতর্ক হইতেছেন। নিবাস পাবনা, রামচাঁদ তাহা জানিত। বলিল, "মহাশয়! আপনার সহিত আর একটা কথা আছে।"

"তা বলনা, এই খানেই বলনা বাপু! তোমার সঙ্গে আর যাওয়ার দরকার নেই, আমি এই খাণ্ডাতেই বসি।"

"আচ্ছা বসুন" বলিয়া রামচাঁদ চলিয়া গেল।

রামচাঁদ ভাবিতে ভাবিতে চলিল, "কি আশ্চর্য্য! ছেলেটীকে যখন কুড়াইয়া পাই, ঠিক এইরূপ পদক তাহার গলায়ও ছিল! ছেলেটী গ্রহণের রাত্রে হারায়, আমিও গ্রহণের রাত্রে কুড়াইয়া পাই; হারাণ বা ঘোষালের পুত্র? হয় হ'ক, এখনও হারাণের কোন তত্ত্ব নাই, হয় ত জীবীতও নাই, আর সে শান্ত অভাগিনীকে কোথাও খুঁজিয়া

পাই নাই? এত দিন কি আছে?" এই ভাবিতে ভাবিতে রামচাঁদ চলিয়া গেল।

গুরুঠাকুর রামচাঁদকে জেলে দেখিয়াছিলেন, নীলরতন বাবুর বাটীতেও দেখিয়াছিলেন। হঠাৎ তাঁহার স্মরণ হইল—"এই রামচাঁদ নয়?—সেই যে নীলরতন বাবুর বাটীতে আসিত যাইত?" তাঁহার পুরাতন ভৃত্য বলিল "আজ্ঞে হাঁ।" "শান্ত ওর স্ত্রী না?"

"আজ্ঞে তা বলিতে পারি না।"

"হুঁ হুঁ, স্মরণ হ'চ্ছে। শান্তরও স্বামী জেলে গিয়েছিল। হুঁ হুঁ, গোবিন্দ! নীলরতন বাবু বলেছিলেন বটে।"

গুরুঠাকুরের মজলিশে একটী লোক বসিয়াছিল, সেও আমাদের পরিচিত। যে দিন চন্দ্রা জলমগ্না হয়, সোমনাথের সহিত তাহাকে আমরা দেখিয়াছি। সন্ন্যাসী বিশেষ যত্নের সহিত কথাগুলি শুনিল? কথা সমাপ্ত হইলে উঠিল। "বাপু চল্লে! গোবিন্দ! গোবিন্দ! আমরা নাগা ভিখারী মানুষ, আমাদের কাছে আবার ভিক্ষা! সন্ন্যাসী কিছুদূর যাইয়া এক ডাকঘর পাইল। তথায় একখানি পত্র লিখিল। পত্রের শিরোনামায় লেখা—"নূতন আশ্রম, দেনা মোকাম বিঠুর।"

পঞ্চম বিভাগ।—প্রথম পরিচ্ছেদ।

> " Much love he had in men, and states, and things,
> And kept his memory mapped in prim precision,
> With histories, laws and pedigrees of Kings,
> And moral saws which ran through each division,
> Are neatly colored with appropriate hue—
> The histories black, the morals heavenly blue !

এক দিন দুইজন গুলিখোর একটী মোটা ভট্টাচার্য্যকে দেখিয়া বড়ই চটিয়াছিল। বলে " কস্তিপুষ্টির মুখে আগুন, পাখী হোয়ে উড়ে যাই বাবা!" পাঠকও আমাদের সহিত উড়ুন। বিঠুরে চলুন। প্রশস্ত অট্টালিকা। অস্ত্রধারী প্রহরী ফিরিতেছে। ভিতরে মহা সমারোহ। বিবির নাচ। জুড়ী, ফিঠান হড় হড় আসিতেছে। বিবিরা প্যাঁক প্যাঁক স্বরে কথা কহিতেছে। দম দম্ বুটের আওয়াজ। উপরে লম্বা, চৌড়া, দৌড়দার ঘর, সারি সারি ঝাড় জ্বলিতেছে। অর্দ্ধাবরিতপয়োধরা মেম সাহেবেরা নৃত্য করিতেছে। হিপ-হিপ-হুরে,—বিলাতী কাণ্ডই এক চমৎকার! নানা সাহেবের বাড়ী Ball and supper নানা সাহেব ফোঁটা কাটা স্থূলক[illegible]বর নাড়িয়া নাড়িয়া অভ্যর্থনা করিতেছেন। একজন দ্বারবান পত্র দিল। পত্রে লেখা " পরমানন্দ গোঁসাঞী।" নানা সাহেব চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন " গোঁসাঞী কোথা?"

"নীল বৈঠকখানায় বসাইয়াছি।"

"একটু অপেক্ষা করিতে বল।"

পট্ পট্ শ্যাম্পেন চলিল। গান যেন নৃসিংহ অবতারের সিংহনাদ, গর্ভবতীর গর্ভপাত হয়! সভ্যগণ ও হাউ, হাউ, হাউ! গানের পর কেহ নানা সাহেবকে বলিলেন, "তুমি পরম দোস্ত।" কেহ বলিলেন, "তাঁহার অন্তরের লোক।" কেহ বলিলেন, "লম্বা জীবন" Long life! আর প্রকাশ্যে কত রকম বলিলেন, কিন্তু মনে মনে একটী কথা, "Damn the nigger!" একজন সাহেব! তিনি কমিশনার বলিলেন, "নানা, তুমি ভাল আক্মা আছ।" ইনি কানপুরের মুরল্যাণ্ড সাহেব। নানা বলিলেন "খোদাবন্দ! কাল আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব।"

"না না, কাল হইতে পারে না।" সাহেব মনে মনে বলিলেন, "বেটা শ্যাম্পেন খাওয়াও, বাড়ী যাইবে কি?"

নানা সাহেব জেদ করিতে লাগিলেন। সাহেব বলিলেন, "আর এক দিন আর এক দিন। আমি লিখিয়া পাঠাইব।"

সাহেব বিবির ভিড় মিটিল। এখন আর নানা সাহেবের সাথী কেহ নাই, কেবল চোখের কোলে ব্যভিচার-চিহ্নাঙ্কিত খোসপোষাকী এক জন দীর্ঘাকার মুসলমান। মুসলমানের নাম আজিম উল্লা। নানা সাহেব বলিলেন, "পরমানন্দ গোঁসাঞী আসিয়াছেন, চলুন দেখা করি।" "চলুন।" উভয়ে নীল বৈঠক খানায় প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, জটাধারী দীর্ঘাকার একব্যক্তি বসিয়া আছে। নানা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের কি আজ্ঞা?"

"আমার অভিপ্রায় আমার চেলা সোমনাথ জ্ঞাত করিয়াছে।" আজিম বলিল, "আপনার মুখে শুনি কি?"

"ইংরাজকে রাজ্যচ্যুত করা আমার অভিপ্রায়।"

আজিম হাসিয়া বলিল, "আপনি ফকির, সংসারী নন। ইংরাজের পরাক্রম আপনি জানেন না।"

"না জানিলে আপনাদের সাহায্য চাই কেন ?"

আজিম উত্তর করিল, "সেকি মহাশয়! আমরা কি সাহায্য করিব ?"

"অধিক কিছু না।" নানা সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "রাজা হইতে পারিবেন না ?"

"আশ্চর্য্য কথা! আমি রাজা কিরূপে হইব ?"

"উপায় শুনুন। হিন্দু সৈন্যের কর্ত্তা হইতে সাহস হয় ?"

"সৈন্য কোথায় ?"

"ইংরাজ দুর্গে।"

"তাহারা সহায়তা করিবে কেন ?"

"করিবে। যদি না করে, লক্ষ্ণৌয়ের রাজসৈন্য এখন অন্নাভাবে ঘুরিতেছে। ইংরাজের অযোধ্যায় নূতন বন্দোবস্ত, তাহাদিগকে ছাড়াইয়া আপনাদিগের সৈন্য নিযুক্ত করিয়াছে। নূতন খাজনার বন্দোবস্তে তথায় যে সকল কুবেরের ন্যায় ধনাধিকারী জমিদার দরিদ্র হইয়াছে, তাহারা স্বদলে অস্ত্রধারণ করিবে। আমরা প্রস্তুত থাকিলে পারস্য সম্রাট সেনা প্রেরণ করিবেন। তাঁহার দূত দিল্লীর ঘরে ঘরে ফিরিতেছে। সেতারা, ঝাঁসী, ফেরোলী প্রভৃতি যে সকল রাজ্য ইংরাজেরা সন্ধি ভঙ্গ করিয়া নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়াছেন, তথায় সৈন্যের অভাব নাই, কেবল সুযোগের অপেক্ষা করিতেছে। কেবল

এক জন সুশিক্ষিত সর্দ্দারের আবশ্যক ; আপনাকে সেই সর্দ্দার হইতে বলি। আপনি কি লক্ষণ দেখিতেছেন না ? চতুর্দ্দিকে গ্রাম জ্বলিতেছে, কাহারা জ্বালায় ? চারিদিকে ডাকাতি হইতেছে, কাহারা করে ? এ সময়ে যদি নিরস্ত থাকেন, বুঝিব, বাজীরাও পাশা বিজ্ঞ হইয়াও একটা বানরকে তাহার ধনসম্পত্তি দিয়াছেন। বুঝিব, মহারাষ্ট্র-শোণিত এক বিন্দুও আপনার শরীরে নাই। ”

নানা সাহেব উত্তর করিলেন, “ ভাল বানর হই, মহারাষ্ট্র-শোণিত না থাকুক, এ সকল সম্বাদ আপনি কিরূপে জানিলেন ? সৈন্যই যেন হইল, অর্থ কোথায় পাইব ? আর ঝাঁসী প্রভৃতির লোকেরা কেনই বা ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে ? ”

সন্ন্যাসী বলিল, “ এ সকলের উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি। হিন্দুর পোষ্য পুত্র লওয়া সম্পূর্ণ অধিকার। নাগপুরে রঘুজি ভোঁসলে মরিল। ইংরাজ দুঃখিত, কামান ধ্বনি করিলেন ; পোষ্য পুত্র লইতে দিলেন না, আপনারা পোষ্য পুত্র হইয়া দাঁড়াইলেন। সেতারার রাজা শিবজীর বংশ। সন্ধিতে ইংরাজ বলিয়াছিলেন, যে সেতারার রাজবংশ চির দিন থাকিবে, কিন্তু আপ্পা সাহেবের মৃত্যুর পর, সেতারা ইংরাজরাজ্য-গত হইল। পোষ্যপুত্র গ্রহণে শাস্ত্রমত বিধবার অধিকার আছে, কিন্তু চোরা ধর্ম্মের কাহিনী শুনিল না। পরে ঝাঁসীর রাজ্য সর্ব্বগ্রাসী ইংরাজ কাড়িয়া লইল,—স্মরণ করিলে বক্ষ বিদীর্ণ হয়, রাণী যোড়করে কত অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু না ; ইংরাজ বুঝিলেন, তাহাদের হস্তার্পণ ব্যতীত রাজ্য চলিবে না। অযোধ্যায় কি দোষে ওয়াজীদ আলীর রাজ্য গেল ? কেনই বা ইংরাজ আসিয়া হস্তক্ষেপ করিল ? সন্ধিতে কি এরূপ

কথা ছিল ? না, তা নয় ; দয়াময় ইংরাজ প্রজার দুঃখ দেখিতে পারেন না, তাই ওয়াজীদ আলীকে রাজ্যচ্যুত করিলেন, শত শত ধনাঢ্য জমিদারকে ভিখারী করিলেন—প্রজা বিশৃঙ্খল, দৈন্য দশা শত গুণে বৃদ্ধি।"

আজিম জিজ্ঞাসা করিল, " আপনি কে ? "

" দেখিতেছেন সন্ন্যাসী। "

আজিম বলিল, " কিন্তু রাজনৈতিক কার্য্য ত সন্ন্যাসীর নয়। "

" যে যে কার্য্য করে, তাহারই সেই কাজ।"

নানা সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, " এ কার্য্যে আমি সহায়তা করিব কিরূপে জানিলেন ? "

"আপনার প্রাণে দিবারাত্র অগ্নি জ্বলিতেছে, আমি জানি বাৎসরিক আট লক্ষ টাকা বিনা কারণে ইংরাজ অপহরণ করিয়াছে। পূর্ব্বে জানিতাম, বুঝি হেথায় নীচ লোক আইসে, হেথাই বিচার হয় না। আজিম উল্লা, পূর্ব্ব কথা আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিই—নানা সাহেবের সাপক্ষে আবেদনে বিলাতে কি উত্তর পাইয়াছেন ? ন্যায়বান ইংরাজ বলেন, 'বাজী রাও অনেক ধন সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। মাসহরা দিতে স্বীকৃত ছিলাম বটে, কিন্তু বাজী রাওয়ের উত্তরাধিকারীর তাহা আবশ্যক নাই।' কথা এই—'আমাদের বল আছে, ন্যায়তর্ক কি নিমিত্ত কর ?' নানা সাহেব ! আমি আপনার মনের কথা জানি, কি নিমিত্ত নাচ ও খানার আড়ম্বর তাও জানি ; লাট সাহেবকে নিমন্ত্রন করিয়া আনিবেন, কোন কৌশলে তাহার প্রাণবধ করিবেন। "

নানা সাহেব চমকিয়া উঠিলেন।

সন্ন্যাসী বলিতে লাগিল, "অতি হীনের ন্যায় কল্পনা! কালই অপর এক লাট আসিবে, যেরূপ ইংরাজ রাজ্য চলিতেছে চলিবে, লাভের মধ্যে আপনি প্রাণ খোয়াইবেন। যদি পরাজয় ভাবিতেছেন, যুদ্ধে বীরপুরুষের ন্যায় প্রাণত্যাগ করুন, কাপুরুষের ন্যায় বিষ প্রয়োগে ফল কি?"

নানা সাহেব বলিলেন, " ভাল, আপনি এ সকল অবস্থা কিরূপে অবগত ?"

" আজ পচিশ বৎসর এই তত্ত্বে ফিরিতেছি। সন্ন্যাস ব্রত পরিত্যাগ করিয়া এই নিমিত্তই গৃহী হইয়াছিলাম, এই নিমিত্ত আবার সন্ন্যাসী হইয়াছি—এ কার্য্যে প্রাণ দিতে হয় দিব। কি কি কার্য্য করিয়াছি শুনুন। দেশে দেশে চেলা করিয়াছি, নানা উপায়ে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছি। অষ্ট প্রহর এই কার্য্যে ফিরিতেছি।"

নানা বলিলেন, " কত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন ?"

" পচিশ লক্ষ টাকা।"

" কি রূপে ?"

" নানা উপায়ে। কোথাও চিকিৎসা করিয়াছি, কাহাকে সন্তান হইবার ঔষধ দিয়াছি, কোথাও কাড়িয়া লইয়াছি।"

" ইহাতে কত অর্থ উপায় হইতে পারে ?"

" একটা দৃষ্টান্ত দিই। কলিকাতায় নীলরতন নামে এক জন ধনাঢ্য ছিল। অতুল সম্পত্তি, পুত্র নাই। আমি ঔষধ দিলাম। নিয়ম করিলাম, পুত্র হইলে একটী পুত্র আমি লইব: আমি গৃহী লোকের সন্তানের মমতা জানিতাম, কেহ পুত্র দিতে পারে না। যখন পুত্র নাই, বলে একটী দিব, কিন্তু পুত্রের মুখ দেখিলে আর তাহা পারে না। পুত্রের

রক্ষার জন্য নীলরতন, আমায় লক্ষ টাকা দেন। বহরমপুরের সেটের বাটী দুই লক্ষ টাকা পাই।”

“চেলা কোথায় পাইলেন?”

“ইংরাজ রাজ্যে দীনদরিদ্রের অভাব নাই। অনাথ বালক লইয়া পুষিয়াছি; এক্ষণে তাহারা কর্ম্মাধ্যক্ষ বীরপুরুষ।”

“সিপাহীদের কি রূপে বশ করিলেন?”

“সে সুবিধা ইংরাজ করিয়া দিয়াছে। চরবিযুক্ত টোটা দেখিয়া সকলের মনে ধর্ম্মনাশের ভয় উপস্থিত। আমার চেলারাও তাহাদের মনে ধর্ম্ম ভয় উপস্থিত করিয়া দিয়াছে।”

“পারস্য রাজদূতের কথা কি?”

“দৈবজ্ঞ ফকির ভিখারী হইয়া তাহাদের চর ফিরিতেছে। দেশে দেশে বলিতেছে, শত বৎসরের পর ইংরাজের রাজ্য যাইবে।”

“আপনি কি রূপে জানিলেন?”

“সকলকে বলিতেছে, আমাকেও বলিয়াছে।”

নানা-সাহেব বলিলেন, “বোধ করুন আমি সম্মত; তার পর?”

“কানপুর, কালপি ও দিল্লী এক একবার যান, সকল স্থানে আপনার দূত বলিয়া আমি পরিচয় দিয়াছি, আপনি যাইলে সকলে উৎসাহ পাইবে। পরে যে রূপ করিতে হয়, বলিব।”

“ভাল।”

সন্ন্যাসী উঠিলেন।

সন্ন্যাসী যাইলে পর নানা সাহেব বলিলেন, “আজিম! মনোরথ কি সিদ্ধ হইবে?”

" দেখা যাক। "

" সন্ন্যাসীকে চেন ? "

" ঠিক বলিতে পারি না। বাঙ্কা বাইয়ের একজন কর্ম্মচারীর মেয়াদ হয়। সেই কর্ম্মচারীর জনার্দ্দন নামে এক পালিত পুত্র থাকে। আমার বোধ হয়, এই সেই পালিত পুত্র। "

" কিরূপে জানিলে ? "

" আজ কয় বৎসরের কথা বলিতেছি, এক জন লোক লক্ষ্ণৌ আসিয়া বাস করে। হিন্দু সমাজে মিশিবার চেষ্টা করিল। পরিচয় দিল বাঙ্কা বাইয়ের কর্ম্মচারীর পালিত পুত্র। কিন্তু লোকে নানা কথা কহিতে লাগিল। কেহ বলিল, সন্ন্যাসী ছিল, পঞ্জাব হইতে কাহার একটা মেয়ে লইয়া আসিয়াছে। সমাজে মিশিতে পারিল না। "

" পাঞ্জাবী এক জন স্ত্রীলোক লইয়া আসিয়াছিল ? "

" হাঁ, মহারাষ্ট্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, প্রকাশ পাইল পঞ্জাবী। "

" যখন লক্ষ্ণৌয়ে আসে, তখন জনার্দ্দনকে দেখিয়াছিলে ? "

" হাঁ। "

" তার পর। "

" সমাজে মিশিতে না পারায় মনক্ষুন্ন হয়। লক্ষ্ণৌয়ে আসিয়া একটী ক্ষুদ্র তালুক কিনিয়াছিল, ইংরাজেরা নূতন খাজানা বন্দোবস্তের সময় সেটী কাড়িয়া লইতে চান। জনার্দ্দন ক্রোধন স্বভাব ছিল, এক জন কর্ম্মচারীকে খুন করিল। তাহার গ্রেপ্তারের পরোয়ানা বাহির হয় ; স্বয়ং কমিশনর সাহেব তাহাকে ধরিতে তাহার বাটীতে আসিয়া লুকাইত ভাবে অবস্থান করেন। সেই অবধি আর তার কোন সম্বাদ নাই। "

" সেই মাগীর কি হইল ? "

" কমিশনার সাহেব অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে তালুকটী ছাড়িয়া দেন। "

" সে পাঞ্জাবী স্ত্রীলোক এখন লক্ষ্ণৌয়ে আছে ? "

" না, সম্পত্তি বেচিয়া কোথায় গিয়াছে। "

" সেই এ ব্যক্তি কিরূপে জানিলে ? "

" অবয়ব সেই প্রকার। খাজনার গোলমালের সময় জনার্দ্দন পরামর্শের নিমিত্ত আমার নিকট আসিয়াছিল। "

নানাসাহেব হাস্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, " আজিম ! বোধ হয় তুমিও সে পাঞ্জাবীকে দেখিতে যাইতে ? "

" মহাশয় যাহা বলিতেছেন, সে তা নয়, সে পরম সতী। আপনি জানেন বিখ্যাত ডিউকের স্ত্রীকে অনায়াসে পাইয়াছি, কিন্তু আমি বিশেষ জানি সে সতী, এবং জনার্দ্দনের প্রতি সম্পূর্ণ অনুরাগিণী। "

নানা সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, " এখন কি কর্ত্তব্য ? "

" আমার মতে সন্ন্যাসী যেরূপ বলিল, তাই করাই উচিত। "

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

" Sweet in her eye the cherished infant rose,
At once the seal and solace of her woes ! "

চন্দ্রা জেল হইতে বাহির হইলেন। দ্বারে গাড়ী ছিল, কলের পুতুলের ন্যায় উঠিলেন। অভিপ্রায় শূন্য, গাড়োয়ানকে বলিলেন " চল। "

একবার ভাবিলেন "ডফ সাহেবের বাড়ী যাই", আবার ভাবিলেন "না, গড়ের মাঠে বেড়াইয়া যাই।" যেরূপ ভাবেন গাড়োয়ানকে সেইরূপ আজ্ঞা দেন, গাড়ীও সেই দিকে যায়, আবার ফিরে, আবার অন্যদিকে যায়। সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিলেন। গাড়ী হইতে নামিয়া দেখিলেন, দ্বারে একটী মলিনবসনা স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। স্ত্রীলোক সুন্দরী ছিল, বোধ হয় দুরবস্থায় মলিন হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাহার অবয়বে রূপের পরিচয় লক্ষিত হয়। দীর্ঘাক্ষী, গৌরবর্ণ, দীর্ঘকেশী। পরনে একখানি নূতন লালপেড়ে কাপড়, কিন্তু ধুলামাখা। ভিখারী বিবেচনায় কিছু দিবেন ভাবিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" প্রথমে স্ত্রীলোকটী কিছু উত্তর করিল না, গালে হাত দিয়া কি ভাবিতে ছিল। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন উত্তর নাই, ভাবিলেন, "একি, উত্তর দেয় না কেন?" একটু জোরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? হেথায় কেন?" স্ত্রীলোক দাঁড়াইল, চন্দ্রার মুখ পানে চাহিল। চন্দ্রালোকে চন্দ্রার গৌরবর্ণ ধপ্ ধপ্ করিতেছে, অপরিচিতা করযোড়ে বলিল, "মা গঙ্গা! আমার ছেলেটী দাও বা না দাও একবার দেখাও, আবার তোমায় দিয়ে যাব। আমার প্রাণ স্থির হয় না, এত দিনে কত বড় হইয়াছে দেখিব, দাও আমার ছেলেটী দাও।" চন্দ্রা বুঝিলেন পাগলিনী; উত্তর করিলেন, "তুমি কে? আমি গঙ্গা নই।" পাগলিনী কাঁদিতে লাগিল, বলিল "হ্যাঁ মা, তুমি গঙ্গা। ছেলেটী তোমায়ই দিয়াছি, সেটী আমায় ফিরাইয়া দাও। এবার যেটী হইবে তোমায় দিব।" চন্দ্রা বুঝিলেন, "পুত্র শোকে বিহ্বলা।" পাগলিনীর অবস্থা দেখিয়া মনে দয়ার উদয় হইল। হাতে নোয়া দেখিয়া সধবা জানিলেন।

ভাবিলেন, কোন ভদ্র লোকের স্ত্রী সন্দেহ নাই। পাগলিনী কাতর-স্বরে আরও বিনয় করিতে লাগিল—"আমায় ছেলে দাও, আমি একবার দেখিয়া মরিব, তার পর তুমি লইয়া যাইও, আর চাহিব না।" চন্দ্রা মনে মনে করিলেন "ইহাকে ছাড়া নয়।" বলিলেন "আইস" উন্মাদিনী আহ্লাদের সহিত তাঁহার পিছন পিছ[illegible]লিল। চন্দ্রা বলিলেন, "বোসো, আমি তোমায় ছেলেটী কাল দিব।" আহার করাইবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই আহার করিল না, শেষ ভয় দেখাইলেন, "নচেৎ তোমার ছেলে দিব না।" পাগলী অমনি আহারের সামগ্রী গপ্ গপ্ খাইতে লাগিল। দ্রুত আহার করায় মাথায় শীর উঠিতে লাগিল, চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া গেল। খায় আর বলে, "ছেলে আন, আমি খাইতেছি।" চন্দ্রা বলেন, "আজ নয়, কাল প্রাতে তোমার ছেলে দিব।" রাত্রি অধিক হইল, চন্দ্রা একটী ঘরে পাগলিনীকে বন্ধ করিয়া বলিলেন, "আজ শয্যায় শয়ন কর, কাল প্রাতে ছেলে পাইবে।" পাগলী অতি ভাল মানুষের মত বলিল, "হাঁ, আমি শুইতেছি, তুমিও শোওগে।" পাগলী মনে মনে করিতে লাগিল, "গঙ্গা ত একবার ঘুমাইলে হয়, ছেলে এর বাড়ীতেই আছে।" পাগলী গিয়া শুইল, রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, পাগলী উঠিল। [illegible]ল, দ্বার বন্ধ, খড়খড়ে খুলিল। খড়খড়ে হইতে লাফাইলে বাগানে পড়া যায়, কিন্তু একতোলা উঁচু। "গঙ্গা মাগী আমার বাছাকে শোবার ঘরে রাখিয়াছে।" খড়খড়ের ওপিঠে নামিয়া কোনাকুনি একটু লাফাইলে আর এক ঘরের খড়খড়ে ধরা যায়। পাগলী ধরিল; এ আর একটী ঘর। পাগলী দেখিল ঘরের ভিতর কত মনুষ্য রহিয়াছে।

পাগলী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কে?" উত্তর শুনিল "গঙ্গা আমাদের বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে।" "তবে আমার বাছাও এ ঘরে আছে।" খড়খড়ে গলিয়া ভিতরে গেল। "ওঃ! গঙ্গা মাগী কি করিয়াছে! কত সাহেব কত বিবি সব ধরিয়া রাখিয়াছে! তোমরা পালাও না কেন?" গঙ্গার ভয়ে আর তাহারা উত্তর করিল না। পরে হেথায় খোঁজে, হোথায় খোঁজে। "কই, গঙ্গা মাগী কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে? এ কাপড় চাপা কি? এই যে, এই যে আমার বাছা!" বাছা পাইয়া পাগলিনী নাচিতে লাগিল, হাসিতে লাগিল, গান করিতে লাগিল, কোলে তুলিয়া লইল। "এই বার পালাই, বাছাকে লইয়া পালাই! আরে গঙ্গা মাগী! আমার বাছাকে সন্ন্যাসী করিয়াছিস? বাবা কথা কও! আমায় চিনিতে পারিতেছ না? আমি তোমার সেই রাক্ষসী মা! মাগী খেতে দেয় না, তাহা হইলে এই সব গাল পুরন্ত হইত; আয়, কোলে আয়!" কোলে তুলিয়া লইল—"এই বার পালাই।" দ্বার ঠেলে, দ্বার বন্ধ। "জানেলা গলিয়া পালাই!" ফ্লোরের উপর এক তলা উঁচু, এক তিল চিন্তা করিল না, লম্ফ দিল। পাছে কেহ ধরে, দ্বার দিয়া যাইল না, প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়! প্রভাতে চন্দ্রা দ্বার খুলিয়া দেখেন, পাগলী নাই। কোথায় গেল? চাকর লোক জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহই জানে না। ভাবিলেন পলাইয়াছে। মন অতিশয় ব্যাকুল ছিল, অবকাশ মত চিত্র করিতেন। চিত্র গৃহে আসিলেন, দেখেন, তথায় সকলি লণ্ডভণ্ড। মনে মনে কল্পনা করিয়া সোমনাথের এক খানি চিত্রপট আঁকিয়া ছিলেন, সেখানি নাই! কে নিল? কোথায় গেল? স্থির করিলেন, পাগলী লইয়া

পলাইয়াছে ; কিন্তু কেন নিল, কি নিমিত্ত চিত্র গৃহে আসিয়াছিল ? অনুমান পরাজয় হইল, কিছুই স্থির হইল না।

এ দিকে পাগলী লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া ছুটিতেছিল। সহরের বাহিরে একটী গাছতলায় বসিয়া ছেলে আদর করিতে লাগিল। কতক্ষণ বসিয়া আছে, পশ্চাতে পদশব্দ—শিহরিয়া দেখে, কে এক জন ! স্ত্রী কি পুরুষ চিনিতে পারিল না, মনে মনে অনুমান করিল স্ত্রীলোক, গঙ্গার চর, ছেলে কাড়িয়া লইতে আসিয়াছে ! চীৎকার শব্দে কাঁদিতে লাগিল, " আমি দিব না, কখন দিব না, আঠার বৎসরের পর পাইয়াছি, দিব না।" আগন্তুক বিস্ময়াপন্ন হইল, দেখে পাগলী একখানি সন্ন্যাসীর ছবি প্রাণপণে ধরিয়াছে, ছবির এক পার্শ্বে লেখা " চন্দ্রা। " আগন্তুক নিশ্বাস ফেলিল, জিজ্ঞাসা করিল, "এ ছবি কার ? " " [illegible] ছেলে, আমি দিব না, যা তোর গঙ্গাকে বল্ গে যা, যদি ছেলে লইতে আসে চোখ দুটো নখ দে উপাড়িয়া লইব।" অপরিচিতা একজন ভিখারিণী। নানা স্থানে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, মাথায় কেশগুলি ছোট করিয়া কাটি-য়াছে। তাহার দীর্ঘ দেহের চামড়া শুষ্ক, গাল তুবড়িয়া গিয়াছে বড় চক্ষু ও পাতলা নাসিকায় মুখ আরও শ্রীহীন হইয়াছে। হাসিয়া [illegible]নে মনে বলিল, এ একটা পাগলী, সংসারের স্রোতে ভাসিতেছে [illegible]কিন্তু মধুর বচনে বলিল, " তোমার ছেলে কোথায় পাইলে ? " " ছেলে গঙ্গার কাছে রাখিয়াছিলাম, মাগী কিছুতেই দেয় না, চুরি করিয়া লইয়া আসিয়াছি। " ভিখারিণীর স্মরণ হইল যে রাণীগঞ্জ হইতে আসিতে আসিতে, একজন পুরুষ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে যে সে পথে যাইতে একটী স্ত্রীলোককে দেখিয়াছে কি না ? " পরে কথায় কথায় পরিচয়

পায় যে সে ব্যক্তির স্ত্রী পাগল হইয়াছে, রাত্রে কোথায় পলাইয়াছে সন্ধান পায় না। ভিখারিণী তাহাকে বড় কাতর দেখিয়া বলিয়াছিল, "আমি নানা স্থানে বেড়াই, যদি কোথাও দেখিতে পাই, খবর দিব, কিন্তু কোথায় খবর দিব ?" সম্বাদ ঢাকার রমেশচন্দ্র ঘোষালকে লিখিতে হইবে। ভিখারিণী মনে মনে ভাবিল এই সেই রমেশচন্দ্র ঘোষালের স্ত্রী। কৌশল করিয়া পাগলীকে বলিল, "আ মাগী ! এ যে গঙ্গার বাগান !" "এঁ্যা গঙ্গার বাগান ! তবে কি হবে ? কোথায় যাইব ?" "আমার সঙ্গে আইস।" পাগলী ভিখারিণীর সঙ্গে চলিল। ভিখা-রিণীর বাসা টালায় একটী কুঁড়ে ঘরে। সেইখানে দুই জনে আসিয়া রহিল। পাঠক বুঝিয়াছেন, পাগলী রমেশ বাবুর স্ত্রী। চিকিৎসকেরা রমেশ বাবুকে উপদেশ দেন যে কলিকাতায় ছেলে হারাইয়াছে, স্ত্রীকে লইয়া কদাচ কলিকাতায় আসিবেন না; তাহা হইলে উন্মত্ততার বৃদ্ধি রাখিবে। তিনি স্ত্রীকে লইয়া পশ্চিমে যাইতেছিলেন, পথে বাসা লন, রাত্রে তাঁহার স্ত্রী পলায়ন করে। অনেক অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না। কলিকাতায় আসিতে বড় জেদ করিত, ভাবিলেন কলিকাতায় আসিয়াছে। থানায় খবর দিলেন, কিন্তু সাত আট দিনে কিছুই করিতে পারেন নাই। ভিখারিণী প্রতিজ্ঞামত রমেশ বাবু যে ঠিকানা বলিয়া দিয়াছিলেন, পত্র লিখিল। পাগলী ভিখারিণীকে ছাড়ে না। বেশ নিভৃত স্থান, ভাবিল, হেথা হইতে গঙ্গা কাড়িয়া লইতে পারিবে না। রমেশ বাবু কলিকাতায় ছিলেন, পত্র পাইতে দেরি হইল; সাত দিনের পর রমেশ ভিখারিণীর গৃহে আসিয়া পৌঁছিলেন। রমেশকে দেখিয়া পাগলী বলিতে লাগিল, "এই দেখ, এই দেখ, ছেলে দেখ !

লও, কোলে লও! আঠার বৎসরের পর পাইয়াছি!" রমেশ বাবু স্ত্রীকে লইয়া বাটী গেলেন।

ষষ্ঠ বিভাগ—প্রথম পরিচ্ছেদ।

"O say not that my heart is cold
To aught that once could warm it,
That nature's form so dear of old
No more has power to charm it.
Or that the ungenerous world can chill
One glow of fond emotion
For those who made it dearer still,
And shared my old devotion."

সুবর্ণগ্রামের নিকটস্থ পানিম নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। মারিভয় উপস্থিত হওয়াতে বাসিন্দারা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। আমাদের গোঁসাইজী নিবিড় তেঁতুল বনের ছায়ায় ছায়ায় গ্রামের দিকে চলিলেন। হঠাৎ একজন যেন ভূমি হইতে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?" গোঁসাইজী উত্তর করিলেন, "আমি সন্ন্যাসী, তোমার দলপতির নিকট যাইব।"

সে ব্যক্তি বিস্মিত হইল, জিজ্ঞাসা করিল, "দলপতির নিকট?"

গোঁসাই উত্তর করিলেন "হাঁ।"

"কি কাযে?"

"তাঁহার নিকট বলিব।"

"তুমি গোয়েন্দা।"

"তোমার দলপতি গোয়েন্দা বলেন, আমি একা আছি, বধ করা বিচিত্র নয়। ফিরিতে দিও না।"

গোঁসাজীর সাহসে সে আরও বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "কোন পথে যাইতে হয় জানেন?"

"জানিনা, তুমি সঙ্গে লইয়া যাবে।"

"হাঁ, তোমায় সমস্ত সন্ধান বলিয়া দিই!"

"তাত দিবেই।"

"তোমায় খুন করিব।"

"পারিবে না, তোমার দলপতি রাগ করিবে।"

"দলপতির সহিত তোমার কথা আছে?"

"কথা না থাকিলে আসিব কেন?"

সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। গোঁসাই বলিলেন, "চল, লইয়া চল।" ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া দস্যু বলিল, "আইস।"

পথ অতি অপ্রশস্ত, বাঁকিয়া গিয়াছে। কখন নিবিড় তেঁতুল বন, কখনও সুপারি বন, কোথায় বাঁশ বনে সূর্য্যরশ্মি ঢাকিয়াছে, তার পর ঘোর বেত্রবন। ছুরিকার ন্যায় কাঁটা খাড়া হইয়া রহিয়াছে। এ স্থলে পথ আরও অপ্রশস্ত। একজন ব্যতিত যাওয়া যায় না, কষ্টে বেতের কাঁটা বাঁচাইয়া যাইতে হয়। লোকটা আগে আগে যাইতেছিল, বেত্র বনের মাঝে জিজ্ঞাসিল, "তোমার ভয় হইতেছে না?" গোঁসাই গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "চল।" সত্যই ভয়ের স্থান, দিনের বেলা অন্ধকার, স্থানে স্থানে মশাল জ্বলিতেছে। গোঁসাই চলিলেন, ক্রমে দলপতির

নিকট উপস্থিত। দলপতি গোঁসাইকে দেখিবামাত্র ভূমি হইতে তরবারিখানি তুলিয়া লইল—সে কেবল অভ্যাস বশতঃ; সে স্থানে শত্রুর ভয় নাই। চতুর্দ্দিকে এক ক্রোশ বিস্তৃত বেতবন, একটী শুঁড়ি পথ দুই তিনটী কামানে রক্ষিত। গোঁসাইজী আপনি আপনাকে অভ্যর্থনা করিয়া দলপতির পাশে গিয়া বসিলেন। দলপতি জিজ্ঞাসিলেন, " আপনি কে ? "

গোঁসাই উত্তর দিলেন, " আপনি ত দলপতি ? "

দলপতি বলিল, " অগ্রে আপনি উত্তর দিন। "

গোঁসাই বলিলেন, " ভাল—আমি সন্ন্যাসী, কিন্তু আপনার সতর্কতা কিছু বেশী। এবার বলুন, আপনি দলপতি ? "

দলপতি বলিলেন, " হাঁ, কিন্তু আপনার অসতর্কতা কিছু বেশী। "

" কেন ভাবিতেছ ? একা আমি, ফিরিব না। এ স্থান হইতে কেহ ফেরে না। "

" তাই বটে। "

" আর তুমি যদি সঙ্গে লইয়া যাও ? "

" বোঝা যাইবে। প্রয়োজন বলুন। "

" আমি আপনার একটী বিশেষ উপকার করিতে পারি। " দলপতি উচ্চ হাস্য করিল—" আমার উপকার ? "

" স্থির জানিলেন কিছু উপকার করিতে পারি না ? আর কিছু প্রয়োজন নাই, আমায় বধ করুন। "

" সে এর পরে, তবু শুনি ! " সন্ন্যাসী স্থির দৃষ্টে দলপতির মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। দৃষ্টির প্রখরতায় দলপতির নয়ন-জ্যোতি

মলিন হইল। গোঁসাই গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "রামচাঁদ! তুমি শান্তকে দেখিতে চাও না?"

রামচাঁদ শিহরিয়া উঠিল।—"আপনি কে?"

"বোধকরি দেখিতে চাও। শুন, আমি দেখাইতে পারি, কিন্তু তোমার নিকটও আমি কার্য্যের প্রত্যাশা করি।"

"কি কার্য্য বলুন! অঙ্গীকার করুন শান্তকে দেখাইবেন, আমি আপনার কার্য্যে প্রাণ দিব। আমি নানা স্থানে সন্ধান করিয়াছি, কিছুতেই তত্ত্ব পাই নাই।"

"অগ্রে তুমি অঙ্গীকার কর আমার কার্য্য করিবে।"

"করিব; শান্তকে দেখাইবেন?"

গোঁসাই বলিলেন, "হাঁ; আমার কার্য্য কি শুন। আমি ভারতবর্ষ স্বাধীন করিবার চেষ্টা করিতেছি—"

রামচাঁদ চমকিত হইল।

"এই মহাকার্য্যে আমায় দিল্লী থাকিতে হইবে. বাঙ্গালায় তুমি আমার কার্য্য করিবে। আর তুমি অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছ, যুদ্ধের ব্যয়ের নিমিত্ত অর্দ্ধাংশ দিতে হইবে।"

"বাঙ্গালায় আমি কি কার্য্য করিব?"

"কলিকাতা ও বারাকপুরের সমস্ত সিপাহী ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিবে, তুমিও দলবল লইয়া তাহাদের সহিত যোগ দিবে, সুযোগ সন্ধান তোমাকেই করিতে হইবে।"

"বড় কঠিন কার্য্য।"

"কঠিন ভাবিলেই কঠিন। ডাকাতি কি কঠিন নয়, তবে তোমার

অভ্যাস হইয়াছে। রামচাঁদ! মনের ভিতর বিবেচনা করিয়া দেখ কে তোমার শত্রু, কার অবিচারে জেল হইয়াছে? দেশস্থ লোককে মার্জ্জনা করিতে হয়, কিন্তু তুমি দেশের লোকের উপরই শত্রুতা সাধিতেছ। ধর্ম্ম বিরোধী ম্লেচ্ছের বিপক্ষ হইতে সাহস কর না; যদি ম্লেচ্ছ তোমায় পায়, ছাড়িবে কি?"

রামচাঁদ হঠাৎ বলিল, "কিরূপে জানিব তুমি পুলিসের গুপ্তচর নও?"

"পরস্পর কিঞ্চিত বিশ্বাস করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত এই সকল পত্র দেখ।"

রামচাঁদ পত্র পাঠ করিল। গোঁসাই বলিলেন, "এ সকল কি তোমার জাল বিবেচনা হয়?"

রামচাঁদ বলিল, "আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

"মনে করিয়া দেখ সন্দেহ আমার উপর নয়, আপনার সাহসের উপর সন্দেহ করিতেছ। ইংরাজ বিপক্ষ কথাটা শুনিতে বড় গুরুতর। আমায় গুপ্তচর বিবেচনা করিলেই বালাই চুকিয়া যায়; আর কিছু ভাবিতে হয় না; কিন্তু তুমি আর ডাকাতি করিতে পারিবে না। আমায় চর বিবেচনা হয়, বধ কর; কিন্তু শান্তকে দেখিতে পাইবে না। আর একটী কথা। একটী শিশু কুড়াইয়া আনিয়া শান্তকে পালন করিতে দিয়াছিলে মনে আছে?"

"এঁ্যা! এঁ্যা! সে কি জীবিত? কোথায় আছে?"

"আমার মতাবলম্বী হইলে সকলই জানিতে পারিবে।"

রামচাঁদ জিজ্ঞাসা করিল, "সত্য?"

গোঁসাই উত্তর করিলেন, "যাহা বলিবার বলিয়াছি, এখন মত অপেক্ষা। বাঘের মত বেতবনে যদি বসিয়া থাকা অভিপ্রায় হয়, থাক; আমার আপত্য নাই। কিন্তু দেশহিতৈষী বীর পুরুষ নাম লইবার সময় উপস্থিত। আমায় উত্তর দাও।"

রামচাঁদ অনেক ক্ষণের পর বলিল, "আমি আপনার মতে চলিব।"

"আজই একটী কার্য্য করিতে হইবে। একজন কয়েদী কলিকাতা হইতে ভাগলপুর যাইবে, তোমাকে দলবল পাঠাইয়া তাহার উদ্ধার করিতে হইবে। প্রস্তুত হও, আজই লোক পাঠাও, কয়েদী পরশ্ব রওনা হইবে। তার পর তোমাকে শান্তর কাছে লইয়া যাইব।" রামচাঁদ দলের একজন প্রধানকে ডাকিয়া যেরূপ করিতে হইবে বলিয়া দিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"What cruel answer have I heard !
And yet, by Heaven, I love thee still !
Can aught be cruel from thy lip ?
Yet say how fell that bitter word
From lips which streams of sweetness fill
Which naught but drops of honey sip ?"

সোমনাথ এখনও সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারে নাই। রমানাথ আজও জেলে আছে। সে মনে মনে এক ফন্দী ঠাওরাইল। "এক কাজ

করি। জেলের কর্ত্তাকে বলিয়া সন্ন্যাসীর খাটিয়াটা আমার জায়গায় দিই, আর আমারটা এইখানে আনি।" টাকা পাইয়া হাঁসপাতালের কর্ত্তা সেই রূপই করিল। তাহার মনে কল্পনা "এবার যেদিন চন্দ্রা আসিবে, আমি ঐ সন্ন্যাসীর মত মুড়ি দিয়া থাকিব। কিছু না হ'ক, গায়ে হাত লাগিবে। আর যদি দুটো মিষ্টি কথা কহিতে পারি, কহিব, টাকা কবলাইব। কিছু না হয়, কতক আলাপ থাকিবে।" কিন্তু তাহার অদৃষ্ট বশতঃ চন্দ্রা আর আসিল না। সোমনাথের বুকে আঘাত জন্য গলায় নম্বর ছিল না, শয্যার পার্শ্বেই ঝুলিত। রমানাথ বুদ্ধি করিয়া সেই নম্বরটী চুরি করিয়া আনিল, আর গলা হইতে আপনার নম্বরটী কাটিয়া সোমনাথের খাটিয়ায় ঝুলাইয়া দিল। অর্থবলে কারাগারে নিত্যই মদ খাইত। খালাসের আগের রাত্রে বেশী মাত্রায় মদ খাইয়াছিল। রাত্রে মদের ঝোঁকে সাতবার উঠিয়া দেখিয়াছে, সোমনাথের বিছানায় চন্দ্রা আসিয়াছে কি না। ভোরের বেলা অঘোরে নিদ্রা। প্রাতঃকালে তাহার খালাশের দিন। একজন আঁকরা নূতন চৌকীদার—রমানাথের তিনের নম্বর ছিল—তেসরা নম্বরের কয়েদীকে ডাকিতে আসিল। এ পাহারাওয়ালা আবার একটু চালাক, নম্বর পড়িতে জানে। সোমনাথ শুইয়া আছেন, বলিল, "এই তিন নম্বর আসামী! উঠ!" সোমনাথ উঠিলেন। সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা যাইতে হইবে?"

"ফাঁসী। আউর কেয়া?"

সোমনাথ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, রেজেষ্টারী ঘরে গেলেন। সাহেবের বড় মদের খোঁয়ারী। তিনি চোখ মুছিতে মুছিতে সাপের মন্ত্র ঝাড়িতে লাগিলেন। নিয়মানুসারে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, কয়েদী উত্তর

দেয়, কিন্ত অত দেরি করিলে তাঁহার হাজীরের সময় যায়। আপনি উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে লাগিলেন, "টোম্‌ রমানাথ্‌, গোলদিঘিমে পাকড়া গিয়া, এই টোমরা কাপড়া ?" সোমনাথ দেখিলেন, গৈরিক বসন, পরিলেন। ধাক্কা দিয়া জেল হইতে বাহির করিয়া দিল।

বাহিরে আসিয়া সোমনাথ ভাবিলেন, "আর কিছু নয়, নিশ্চয়ই ভুল হইয়াছে, সতর্ক না হইলে এখনি ধরা পড়িতে হইবে। কোথায় যাই ?" একবার চন্দ্রাকে মনে পড়িল, অমনি ঘৃণা ও দ্বেষের উদয় হইল। "কোথায় যাই ?" এক জন কোচ্‌মান সেলাম করিয়া বলিল, "বাবুসাব আইয়ে।" সোমনাথ গাড়ীতে উঠিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। জুড়ী গাড়ী তীর বেগে ছুটিল। কতক দূর যাইয়াই গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। পথে এক জন ভিখারিণীর সহিত দেখা হইল। ভিখারিণী মুখ দেখিতে লাগিল, জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইবে ?"

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাড়ী কোথা ?"

"আমি এই খানেই থাকি।"

"তোমার বাড়ীতে এক দিনের জন্য স্থান দিতে পার ?"

ভিখারিণী সহজেই রাজি হইল। ইহারই বাসায় রমেশ বাবুর স্ত্রী ছিলেন।

এ দিকে জেলে তোড়জোড় পড়িয়া গেল। বেলা দশটা বাজিয়াছে, ডাক্তার সাহেব হাঁসপাতালে আসিয়াছেন। সোমনাথ নাই, রমানাথ চোখ পুঁছিতে পুঁছিতে বলেন, "আজ আমার খালাসের দিন।" সর্ব্বনাশ! জেলরকে তলব হইল। সে বলে কেন, তিনের নম্বর কয়েদী ছাড়িয়াছে; মাপ সমান, ওজোন কিছু ভারি হইয়াছে বটে, কিন্তু জেল

হইতে সকলেই ভারি হইয়া যায়। জেলে একটা বিষম হুলস্থূল পড়িয়া গেল। জেলের অধ্যক্ষ আপনার পরিত্রাণের জন্য রিপোর্ট লিখিলেন, যে রমানাথ সড় করিয়া সোমনাথকে চালান দিয়াছে। রমানাথ মদ খাইয়া পড়িয়াছিলেন বলিবার যো নাই। মোকদ্দমা হওয়াতে রমানাথ দোষী হইলেন, কিন্তু উকীল কৌন্সিলির সওয়ালে জজ বুঝিল, এটা বোকা, কি গোলমাল করিয়াছে; মেয়াদ আরও পনর দিন বাড়িল।

ভিখারিণীর গৃহে সোমনাথ শুইয়া আছেন, অকস্মাৎ নিদ্রা ভাঙ্গিল। মিট্ মিট্ করিয়া একটী আলো জ্বলিতেছে; ভিখারিণী কাঁদিতেছে, নাচিতেছে, ক্ষুদ্র একখানি ছবি সম্মুখে রহিয়াছে। ছবি একবার বুকে তুলিতেছে, একবার চুম্বন করিতেছে, একবার আছাড় দিয়া ফেলিতেছে। আবার দেখিতেছে, আবার নাচিতেছে, আবার কাঁদি-তেছে। এবার কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, ছবিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, "আরে, আরে, তোর জিহ্বা পুড়িয়া গেল না? আমাকে অসতী বলিলি? তুই কে? সন্ন্যাসী বই নয়, আমি তোর নিমিত্ত পিতা মাতা ভ্রাতা সকল ত্যাগ করিয়াছি; তবু তোর মন উঠে না? আরে নির্দ্দয়! আমি তোকে দেশে দেশে খুঁজিতেছি, তুই তবু আমাকে দেখা দিস্ না? আমি তোর জন্য পাগল, তোর জন্য ভিখারিণী। থু! চেয়ে, দেখ্! আমায় কি দেখিয়াছিলি এখন দেখ্!" অনেক ক্ষণ পরে ভিখারিণী শান্ত হইল। পোঁটলা পুঁটলী বাঁধিল। অধিক কিছু ছিল না; কতকগুলি কাগজ, একখানা চিঠি, একটী নোটের তাড়া—ভিখারিণী কোথা হইতে পাইল?

সোমনাথ জাগিয়াছিলেন, ভিখারিণীকে জানিতে দিলেন না।

আবার নিদ্রা গেলেন। প্রভাতে দেখেন, ভিখারিণী একখানি ইংরাজি খবরের কাগজ আনিয়াছে। সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, " ও কি ? "

" কি জানি ? একজন দিল, লইয়া আসিয়াছিলাম।"

" আজ ভিক্ষায় যাইবে না ? "

" হাঁ, যাই " বলিয়া ঝুলি পোঁটলা লইয়া বাহির হইল। কাগজ খানাও লইয়া যায় সোমনাথ বলিলেন, " দাওনা আমি পড়ি।"

" কাগজ ইংরাজি। "

" আমি ইংরাজি জানি। "

সোমনাথ পড়িতে লাগিলেন ; ভিখারিণী বাহিরে গেল। পড়িতে পড়িতে একটা বিজ্ঞাপন দেখিলেন, তাহার মর্ম্ম এই—" অরে নির্দ্দয় ! কোথায় তুমি আছ, বল ? আমি একটী কথা বলিয়াই তোমার সম্মুখে আত্মহত্যা করিব, একবার মাত্র দেখা দাও। " সে দিনও সোমনাথ ভিখারিণীর গৃহে রহিলেন।

রাত্রি আটটার সময় কলিকাতা হইতে চানকে সিপাহি যাইতেছে, সোমনাথ পোলের ধারে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। একজন হাওলদার যাইতেছিল, কাছে গিয়া বলিলেন, " মাধব পন্থ ! "

মাধব পন্থ বলিল, " তুমি হেথায় কেন ? "

" শুন নাই আমি জেলে ছিলাম, কাল আমার বিচারের দিন স্থির ছিল। বিচার কর্ত্তারা প্রাণদণ্ড করিতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ভগবান প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। আমাদের দলস্থ যদি কাহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হয়, সংবাদ দিও আমি কাহিল আছি, একা যাইতে সাহস করি না। " সিপাহী সম্প্রদায় চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"'Be that word our sign of parting, bird or fiend!' I shrieked upstarting,
Get thee back into the tempest and the night's Plutonian shore!
Leave no black plume as a token of that lie thy soul hath spoken!'"

গোঁসাইজী ঠিক খবর পান নাই। তিনি সোমনাথের উদ্ধারের জন্য রামচাঁদকে বলিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলেন তাঁহাকে ভাগলপুরে চালান দিবে। কিন্তু তাহা নয়, তাঁহার সংবাদদাতা ভুলিয়াছিল। ভাগলপুর হইতে কয়জন কয়েদী আনিবে, সোমনাথের সহিত তাহাদের বিচার হইবে। তাহাদেরও রাজদ্রোহী দোষ, কিন্তু তাহারা তাঁহার দলভুক্ত নয়। সুতরাং রামচাঁদের দল ভাগলপুরে যাইবার আসামী পাইল না।

সন্ধ্যার সময় তাহারা চার পাঁচ জন একটা বৃক্ষের তলায় বসিয়া আছে। একজন দুইবার তাহাদের আশে পাশে ঘুরিয়া গেল। তাহারা ভাবিল গোয়েন্দা। আবার ঘুরিয়া আসিয়া চুপি চুপি বলিল, "দিল্লী"। তাহারাও বলিল, "দিল্লী"; কাছে আসিল। কিছু পরে চারিজন মুসলমান সেই স্থানে উপস্থিত হইল, যেন কাহাকে খুঁজিতে লাগিল। কিছু বলিল না, ফিরিয়া গেল। ডাকাতের দলও স্বস্থানে প্রস্থান করি[illegible]। পত্র লইয়া রামচাঁদকে দিল। রামচাঁদ গোঁসাইকে দিলেন। [illegible]সাই বলিলেন, "কার্য্যের সম্পূর্ণ সুবিধা হইয়াছে, পত্র পড়। দিল্লীর বাদসার অনুমতি অনুসারে বক্রিদের দিন কলিকাতায় সমস্ত মুসলমান মিলিয়া কেল্লা আক্রমণ করিবে। কিন্তু তোমার সম্প্রদায় কিরূপ বলিল? ভাগলপুরে আসামী যায় নাই?"

"কই না। কিন্তু আমার দলস্থ একজন সম্বাদ আনিয়াছে, যে ভাগলপুর হইতে কয়জন কয়েদী কলিকাতায় পৌঁছিয়াছে। কলিকাতায় জেলে কে একজন সন্ন্যাসী আছে, তাহার সহিত ইহাদের বিচার হইবে। আর একজন খবর দিল, যাহার সহিত বিচার হইবার কথা ছিল, সে ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছে।"

গোঁসাই উত্তর করিলেন, "আর আমার এখানে থাকা হয় না। আজি কলিকাতায় রওনা হইব, শীঘ্র দিল্লী যাইতে হইবে। তুমিও সঙ্গে আইস, কি করিতে হইবে, জানিতে পারিবে।"

উভয়ে ঘোড়সওয়ার হইয়া বাহির হইলেন।

কলিকাতায় পৌঁছিয়া রামচাঁদকে লইয়া গোঁসাই বারাকপুরে গেলেন। যে হাওলদারের সহিত সোমনাথের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, রামচাঁদের সহিত তাহার আলাপ করিয়া দিলেন। রামচাঁদকে বলিলেন, "আমার একজন চেলা তোমায় শান্তকে দেখাইবে। আমি আর রহিতে পারিতেছি না। এই পত্র লও, দমদমায় গোরখনাথের মন্দিরে যাইলে দেখা পাইবে। কালই রওনা হইবে?"

"হাঁ, আমি সেইরূপ আদেশই দিয়া আসিয়াছি।"

"বক্রিদের দিন কামান, বারুদ, গোলা কলিকাতায় পৌঁছিবে, সন্দেহ করিবে না।"

রামচাঁদ গোরখনাথের মন্দিরে গিয়া সোমনাথের চেলার সহিত সাক্ষাৎ করিল। চেলা তাহাকে শান্তকে দেখাইবার নিমিত্ত রমেশ ঘোষালের বাসায় সঙ্গে লইয়া গেল।

এ চেলার সহিত পূর্ব্বে রামচাঁদের দেখা হইয়াছিল। সোনারগাঁর নিকট মাঠে ইনিই রমেশ ঘোষালের গুরুর কাছে বসিয়াছিলেন : পত্রে ইনিই শান্তর সমাচার গোঁসাইকে দেন, রামচাঁদের বৃত্তান্তও বলেন।

শান্ত রমেশ ঘোষালের বাড়ী নাই। পাগলিনীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহার উপরই ছিল। পাগলী পলাইবার পর—রমেশের ক্রটি ছিল না—শান্ত ভাবিল, "এস্থানে আর আমার থাকা নয়।" রমেশ কিছু কিছু দিতেন, কিছু সংস্থানও হইয়াছিল। শান্ত মনে করিল, "আর এখানে কেন থাকি, বৃন্দাবনে যাই।" সুতরাং শান্তর দেখা পাইল না।

রামচাঁদ জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ, শান্ত কৈ?"

"তাইত, রমেশ ঘোষালের বাড়ীতেই ছিল।"

রামচাঁদ বলিল, "মিথ্যাকথা! কেবল আমার টাকা ফাঁকি দিবার ফিকির।"

চেলা বলিল, "সাতদিন অপেক্ষা করুন শান্তর সহিত দেখা করাইয়া দিব।"

কিন্তু শান্তর কোন সন্ধানই হইল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

" What ! Keep a week away—seven days and nights ?
Eight score eight hours ? And love's absent hours
More tedious than the dial eight score times ?
O weary reckoning !"

মানব-হৃদয়ের কি অদ্ভুত প্রকৃতি বলিতে পারি না। সন্ন্যাসীর উপর রমানাথের বিদ্বেষ ছিলই ত, আবার চন্দ্রাকে তাহার শয্যাতে বসিতে দেখিয়া ঈর্ষা দ্বিগুণ বাড়িয়াছিল। কিন্তু তথাপি সে সন্ন্যাসীকে দেখিলে ভাল থাকিত। চন্দ্রা আসিবে এই আশাতেই হউক, বা চন্দ্রা ভাল বাসিতে পারে এই জ্ঞানেই হউক, বা অন্য যে কারণেই হউক, সন্যাসী যত দিন কারাগারে ছিলেন, রমানাথের কারাগার তত ভার বোধ হয় নাই।

এবার কারাগারে বড়ই ক্লেশ হইতে লাগিল। এখনও হাঁস-পাতালে খাটিতে হয় না বটে, কিন্তু দিন আর যায় না। দিনের মধ্যে শতবার সন্ন্যাসীর ছবি, শতবার চন্দ্রার মূর্ত্তি তাহার হৃদয় মধ্যে উদয় হয়। কখন সন্ন্যাসীতে চন্দ্রাতে মিলন দেখে, কখন বিচ্ছেদ দেখে, কখন চন্দ্রা রাগ করিয়াছেন সন্ন্যাসী সাধিতেছেন, কখন সন্ন্যাসী চলিয়া যাইতেছেন, চন্দ্রা বসন ধরিয়াছে। এই সকল চিন্তায় যত যন্ত্রনা হইত, ততই চিন্তা করিত। বুঝি যন্ত্রণার ভিতর সুখ ছিল।

দিবাভাগে যে সময় চন্দ্রাকে দেখিয়াছিল, সেই সময় হইলে বার বার দ্বারের পানে চাহিত। নিশ্চয় জানিত চন্দ্রা আসিবে না, চক্ষে জল আসিত, কিন্তু তথাপি বার বার চাহিত। কখন ভাবিত

চন্দ্রার নিমিত্ত এত দুঃখ পাইয়াছে আর তাহাকে মনে স্থান দিবে না। তখনই সব শূন্য মনে হইত, জীবনের কোন আবশ্যক নাই বিবেচনা হইত। দিন দিন এই সকল চিন্তা আরও প্রবল হইতে লাগিল। আর মদে রুচি নাই, কাহারও সহিত বাক্যালাপে রুচি নাই, ভাল কথায় তুষ্ট নয়, রূঢ় কথায় রুষ্ট নয়, কেবল চন্দ্রা ও সন্ন্যাসী, চন্দ্রা ও সন্ন্যাসী এই ভাবনাই দিবারাত্রি। "আমি গুণহীন, চন্দ্রার ভালবাসার যোগ্য নই। গুণ শিখিব। কি গুণ শিখিব? কিসে চন্দ্রা ভাল বাসিবে?"

এই অকূল চিন্তার মাঝে একটি ভাব মনে উদয় হইল। সন্ন্যাসীর সহিত চন্দ্রার যে দিন শেষ দেখা, সন্ন্যাসী রূঢ় কথা বলিয়াছিল; তদবধি চন্দ্রা আর আসে নাই। বোধ হয় আর সন্ন্যাসী যায় না, সন্ন্যাসী ভালবাসে না। "জেল হইতে মুক্ত হইয়া সন্ন্যাসীর কাছে যাব, সন্ন্যাসীকে মিনতি করিব, পায়ে ধরিব, যাহাতে চন্দ্রা আমার প্রতি অনুরাগিণী হয়, সন্ন্যাসীকে করিতে বলিব। যদি রাগ করে, আবার মিনতি করিব। সন্ন্যাসী যাহা বলিবে চন্দ্রা শুনিবে। অষ্ট প্রহর জ্বলিতেছি, সন্ন্যাসীরে জানাইব। চন্দ্রার নিমিত্ত যাহা যাহা করিয়াছি আদ্যোপান্ত বলিব। ইহাতেও যদি সন্ন্যাসী দয়া না করে, তাহারই সম্মুখে আত্মহত্যা করিব।"

এই কল্পনা অষ্ট প্রহর আন্দোলন, এই কল্পনায় জীবন ধারণ। এই কল্পনা শয়নে, স্বপনে। ক্রমে আশা বাড়িতে লাগিল। কারাগারে ততই চঞ্চল হইতে লাগিল। যে দিন মুক্তি লাভ করিল, উন্মত্তের ন্যায় চন্দ্রার বাটীর দিকে দৌড়াইল। আবার নূতন ভাবনা পড়িল, "সন্ন্যাসীর দেখা কোথা পাইব?"

পুরাতন বন্ধু সকল যুটিল। কিন্তু রমানাথের আর সে ভাব নাই। হঠাৎ এক দিন চাবুক খাইয়া সকলে বিদায় হইল।

সমস্ত দিন কলিকাতা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজে, কিন্তু সন্ন্যাসী নাই। শুনিল, দমদমায় কয়জন সন্ন্যাসী আছে। দমদমায় গেল। দমদমায় সে সন্ন্যাসী নাই।

গাছতলায় বসিয়া ভাবিতেছে, হঠাৎ দেখিল একজন দীর্ঘাকার তাহার পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছে। লোকের সহবাস ভাল লাগিত না; রমানাথ উঠিল। সে ব্যক্তি বলিল, "রমানাথ বাবু!" রমামাথ দেখিল ডাকাতের দলপতি। রমানাথের মনে উদয় হইল, "এরাও অনেক সন্ধান রাখে; সন্ন্যাসীর কথা জানে কি?" জিজ্ঞাসা করিল, রামচাঁদ বলিল "জানি।" রমানাথ ব্যাকুল হইয়া বলিল, "কেথায় বল?"

"আমার একটি কাজ কর।"

"কি?"

"বারাকপুরে যাও। সেথাকার সেনাপতিকে বল, যে রামচাঁদ নামে এক ব্যক্তি তাঁহার সহিত বিশেষ কারণ বশতঃ সাক্ষাৎ করিতে চায়। আমি ট্রাঙ্ক রোডের বড় বটগাছের তলায় থাকিব। সাহেব যদি একা আসেন, সাক্ষাৎ করিব; যদি না আসিতে চান, বলিও সিপাহী সম্বন্ধীয় কথা, তাহা হইলেই সাহেব আসিবেন।"

"তোমার কার্য্য করিব, সন্ন্যাসী কোথা বল?"

রামচাঁদ বলিল, "এলাহাবাদে।"

বাস্তবিক সন্ন্যাসীর কথা রামচাঁদ কিছুই জানে না। রামচাঁদের সত্য মিথ্যা এখন বিচার নাই। যারে পায়, পীড়ন করে; কেবল

নীলরতন বাবুর গুরুকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। তাহার কারণ তাহার ছেলের হাতে রামপদকটি দেখিয়া কিরূপ ভাব উদয় হইয়াছিল। শান্ত ব্যতীত সংসারে আর ভাল বাসিবার কেহ ছিল না; কিন্তু সে কুড়ান ছেলেটির কথাও অদ্যাবধি ভুলে নাই। হৃদয়ে এই দুইটি কোমল স্থান ছিল, এতদ্ভিন্ন সম্পূর্ণ কঠিনতাপূর্ণ।

রামচাঁদের কথা অনুসারে রমানাথ ক্যাণ্টনমেণ্টে গেল. কিন্তু সাহেব কলিকাতায় আসিয়াছেন; দেখা হইল না। সেই রাত্রে গুডস্ ট্রেনে রমানাথ এলাহাবাদ যাইবার উদ্দেশে রাণীগঞ্জ রওনা হইল।

এলাহাবাদে পৌঁছিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু না, সে সন্ন্যাসী কোথাও নাই। প্রয়াগের ঘাটে বসিয়া ভাবিতেছে, এক খানি নৌকা লাগিল, একটি স্ত্রীলোক নামিল।

"একি! আমাদের বাড়ীর শান্ত না?"

পরিচয় লইয়া জানিল, শান্তই বটে। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি হেথায় কেন?"

"আমি বৃন্দাবন যাইতেছি।"

তাহাদের কথোপকথন একজন লোক দাঁড়াইয়া শুনিয়াছিল। সে শান্তর কাছে গেল। সহসা জিজ্ঞাসা করিল, "রামচাঁদ তোমার স্বামীর নাম?" ইনি আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সন্ন্যাসীর চেলা, কিন্তু সন্ন্যাসীর বেশ নাই। শান্ত চমকিত হইয়া উত্তর করিল, "হাঁ।"

"তোমায় আমাদের গোঁসাইজী ডাকিতেছেন।"

"কেন?"

" রামচাঁদ জীবিত আছে। তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে। "

এ কথায় শান্ত পাগলের মত হইল। বলিল, " কোথায় তোমার গোঁসাই চল ! " চেলা শান্তকে লইয়া প্রস্থান করিল। রমানাথের অল্প অল্প স্মরণ ছিল, শান্ত ভ্রষ্টা, পলাইয়াছিল।

ভাবিল, " দেখ, ভ্রষ্টা নারীর চরিত্র দেখ ! কোথায় বৃন্দাবনে যাইবে, কে ডাকিল সঙ্গে চলিল। বয়স নাই, তবু রোগ ছাড়ে নাই। "

দূরে রমানাথও পাছু পাছু চলিল। রমানাথ দেখিল, একটা সন্ন্যাসীর আস্তানায় শান্ত যাইতেছে। ভাবিল, " হেথায় যদি থাকে ? "

শান্ত আস্তানা হইতে আসিলে পর রমানাথ তথায় গেল। রমানাথকে দেখিয়া গোঁসাই জিজ্ঞাসা করিলেন, " তুমি কে ? "

রমানাথ পরিচয় দিল।

" হেথায় কেন ? "

" একজন সন্ন্যাসীকে খুঁজিতে আসিয়াছি। "

" কোন্ সন্ন্যাসী ? "

" আমি তাঁহার সঙ্গে হাঁসপাতালে ছিলাম । "

গোঁসাই বুঝিতে পারিলেন সোমনাথ। বলিলেন, "তাহাকে কেন ?"

কথার কৌশলে রমানাথের সমস্ত ভাব অবগত হইলেন। কিন্তু বুঝিলেন লোকটা অকর্ম্মণ্য, বিশেষ কাজ কিছু পাওয়া যাইবে না। তথাপি তাহাকে আশ্বাস দিলেন, " এলাহাবাদেই থাক, তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। "

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"উল্টা বুঝিলি রাম।"

পত্র পড়িতে পড়িতে রামচাঁদ বলিল, "শালা, আবার ফাঁকি? তোমার মাথা খাই এই!" রামচাঁদ মেছোবাজারের একটী পোড়ো বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। পথে একজন ভিখারিণী সন্দিগ্ধ ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "টালার একজন সন্ন্যাসী আপনাকে ডাকিতেছেন, যাবেন কি?" রামচাঁদ মনে মনে বলিল, "কোন্ বেটা বাচ পড়িয়াছে, দেখি। এ বেটাকে আগে ধরি।"

এক খানি ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া রামচাঁদ ভিখারিণীর সঙ্গে আসিল। সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের নাম রামচাঁদ?"

রামচাঁদ বলিলেন; "হাঁ।"

"আপনি কি করিতেছেন? বারাকপুরের সিপাহীরা এখনও উঠিতেছে না কেন?"

"তাহারা ইতস্ততঃ করিতেছে।"

"মহাশয় সত্বর হউন, আর দিন নাই, দিল্লী আক্রমণের সময় নিকট।"

"আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি।"

"কলিকাতার দুর্গে মোগল পাঁড়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন?"

"হাঁ।"

"তাহারাই বা কি করিতেছেন? এমন সুযোগ আর হইবে না, বরমপুর হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত এক সম্প্রদায় বই ইংরাজ সৈন্য আর নাই।"

"আমি এই সকলই বলিতে কলিকাতার দুর্গে যাইতেছিলাম, পথে তোমার লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল।"

"তবে যান, আর বিলম্ব করিবেন না।"

রামচাঁদ চলিয়া গেল।

ভিখারিণী সোমনাথকে বলিল, "এই ব্যক্তি কে?"

"কোন আত্মীয় লোক।"

"তোমার বন্ধু?"

"হাঁ।"

"তবে সতর্ক হও!"

"কেন?"

"আমি নিশ্চয় বলিতেছি তোমার শত্রু। দেখ, তোমরা ত ইংরাজের বিরুদ্ধ?"

সোমনাথ নীরব হইয়া রহিলেন।

ভিখারিণী বলিতে লাগিল, "আমি বুঝিয়াছি, বিরুদ্ধ বটে। এ ইংরেজের পক্ষ; আমি তিন চারি দিনই ইহাকে সাহেবের সঙ্গে কথা কহিতে দেখিয়াছি। তোমাদের সাহেবের সঙ্গে কি কিছু কার্য্য আছে?"

"না।"

"তবে পলাও!"

"কিরূপে পলাইব ? তুমি কি জাননা আমার অনুসন্ধানে চারি দিকে লোক ঘুরিতেছে ? আমি এখনও দুর্ব্বল। অঙ্গে অস্ত্রের চিহ্ন আছে, সহজেই ধরা পড়িব।"

"এক উপায় আছে, আমার কাছে একটী পোষাক আছে, তাহাতে তোমার মূর্ত্তির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইবে। দেখ, পোষাক দেখ।" ভিখারিণী একটি অপূর্ব্ব কারুকার্য্য-খচিত পরিচ্ছদ বাহির করিল। সোমনাথ দেখিয়া অবাক হইলেন। কিন্তু উত্তর করিলেন, "আশঙ্কা করিতেছ কেন ?"

ভিখারিণী বলিল, "এইখানে পোষাক রহিল। পঞ্চাশ টাকার এক খানি নোট নাও। যদি তোমার ইচ্ছা হয় থাক, আমি থাকিব না। আমায় তোমার সম্প্রদায়ভুক্ত বিবেচনা করিয়া গ্রেপ্তার করিবে।"

ভিখারিণী পোষাক ও টাকা দিয়া আর তিলমাত্র রহিল না।

এ দিকে রামচাঁদ কেল্লায় প্রবেশ করিলেন। শুনিলেন, দুর্গাধিকারী নাই, বৈথুন সাহেবের ফিমেল স্কুলে পুরস্কার দিতে গিয়াছেন। রামচাঁদ বৈথুন সাহেবের স্কুলে আসিলেন। বালিকারা নাই, একটী ঘরে অপূর্ব্ব সঙ্গীত হইতেছে। দ্বারে আরদালীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "[illegible]রসে সাহেব আছেন ?"

আরদালি বলিল, "হাঁ।"

"আমি ঘরে যাইব।"

"হুকুম নাই, যাইতে পারিবে না।" রামচাঁদ শুনিল না, জোর করিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

ঘরের ভিতর হিয়ারসে সাহেব, ডফ্ সাহেব, আর চন্দ্রা ছিলেন। রামচাঁদ বলিল, " জঁাদরেল সাহেব ! যে বদমাস সন্ন্যাসী জেল হইতে পলাইয়াছিল, সে টালায় লুকাইয়া আছে। তাহাকে ধরুন, নহে সমস্ত সিপাহী খারাপ করিবে। উনিশ নম্বর সম্প্রদায় খারাপ করিয়াছে ; আর সকল দলই খারাপ করিবে। বোধ হয় চৌত্রিশ সম্প্রদায় আজই ক্ষেপিবে।"

সে সময়ে বলদর্পে গর্ব্বিত ইংরাজ কেহ সাবধান করিয়া দিলে শুনিতেন না। সিপাহীদিগের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকুক বা না থাকুক, কেহ তাঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিতে পারিবে, কোনরূপে সম্ভব বিবেচনা করিতে পারিতেন না। যে কেহ তাঁহাদিগকে আশঙ্কার কথা কহিত, তাহাকে শাস্তি দিতেন।

হিয়ারসে বলিলেন, " তুমি কে ? তুমিও বদমাস্ ! আমার গাড়ীতে আইস। যদি তোমার সম্বাদ সত্য না হয়, কুক্কুরের মত বধ করিব। তুমি মিথ্যা খবর দিতে আসিয়াছ। যে বদমাস টালায় আছে, পুলিশ দিয়া তাহাকে ধরনি কেন ? "

" ধর্ম্মাবতার আমি বদমাস নই, মাইকেল সাহেব আমাকে বিলক্ষণ জানেন। "

" ভাল, আইস। "

রামচাঁদ পুলিশে খবর দেয় নাই, তাহার কারণ পুলিশ ধরিলে তাহাদেরই যশ হইবে, তাহার বাহাদুরী থাকিবে না, এ নামও পাইবে না।

দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইয়া হিয়ারসে কেল্লার ভিতর আসিলেন।

দেখেন মোঙ্গল পাঁড়ে নামে চৌত্রিশ সম্প্রদায়ের একজন সিপাহী উন্মত্তের ন্যায় যার তার প্রতি বন্দুক ছুড়িতেছে। হিয়ারসেকে দেখিয়া আপনি গুলি করিয়া পড়িল। হিয়ারসে রামচাঁদের সঙ্গে দুই জন গোরা দিয়া বলিলেন, "যাও! কোথা বদমাস আছে উহাদিগকে দেখাও।"

রামচাঁদের সমস্ত কথা চন্দ্রার সাক্ষাতে হইয়াছিল। চন্দ্রা শীঘ্র ডফ্ সাহেবকে বলিলেন, "আমার অসুখ করিতেছে, বাড়ী যাই।" ডফ্ সাহেব চন্দ্রাকে কন্যার অপেক্ষা ভাল বাসিতেন। বেথুন সাহেব ও তাঁহারই উদ্যোগে স্ত্রী-শিক্ষা বাঙ্গালায় প্রচারিত হয়। চন্দ্রা এক জন প্রধানা ছাত্রী। ডফ্ বলিলেন, "আমি ডাক্তার ডাকিতেছি, এ ঘরে শয্যা আছে, শোও।"

"না না" বলিয়া চন্দ্রা উন্মাদিনীর ন্যায় বাহিরে আসিলেন। গাড়ীতে উঠিয়া কোচম্যানকে বলিলেন, "টালায় চালাও, শীঘ্র চালাও!"

মুহূর্ত্ত মধ্যে চন্দ্রা টালায় আসিয়া পৌঁছিলেন। কিন্তু ভিখারিণীর ঘর জানেন না। ইতস্তত: দাবদগ্ধা হরিণীর মত ছুটিতে লাগিলেন। ইহাকে জিজ্ঞাসা করেন, উহাকে জিজ্ঞাসা করেন, কোন সন্ধানই নাই। এ কুটীরে যান, ও কুটীরে যান, কোথাও পাইলেন না। ভাবিলেন, এতক্ষণ তাহাকে ধরিয়াছে।

ভিখারিণীর কথায় সোমনাথের সন্দেহ হইয়াছিল। ভিখারিণী-প্রদত্ত পরিচ্ছদ পরিয়া তিনি গঙ্গাতীরে যান, একখানি নৌকা পাইয়া পলায়ন করেন। চন্দ্রা উন্মাদিনীর ন্যায় অনুসন্ধান করিতেছেন, এক ব্যক্তি সোমনাথকে যাইতে দেখিয়াছিল, সে বলিল, "কারে খোঁজ?

যার ব্যারাম হইয়াছিল, সে খুব বাবু সাজিয়া গঙ্গার দিকে গিয়াছে।" চন্দ্রা ভাবিলেন, সোমনাথ। কিন্তু পোষাক পাইল কোথা? "যা হ'ক দেখা যাক।" গঙ্গার ঘাটে তত্ত্ব নিলেন, শুনিলেন, একজন খোস পোষাকী বাবু ভাউলে চড়িয়া উত্তর মুখে গিয়াছে। চন্দ্রাও একখানি ভাউলে করিয়া চলিলেন।

এ দিকে রামচাঁদ গোরাদের লইয়া সোমনাথের তত্ত্ব পাইল না। যে ব্যক্তি চন্দ্রাকে সম্বাদ দিয়াছিল, রামচাঁদকেও সংবাদ বলিল। ঘাটে আসিয়া চন্দ্রা যাহা শুনিয়াছিলে— শুনিল। অমনি নৌকা চড়িয়া তাহার অনুসন্ধানে চলিল। [illegible] বালীতে পৌছিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিলেন; দেখিলেন, [illegible] ছে। একবার ভাবিলেন, "উঠি" আবার ভাবিলেন [illegible] ধরা পড়িব।" নৌকায় পোষাকটী খুলিয়া একটা চটীতে [illegible]

চন্দ্রা পিছু পিছু যাইয়া [illegible] লেন। মাঝিদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেহ আসিয়াছে [illegible]

"একটা মস্ত বাবু। তাহার পো[illegible]ক রহিয়াছে।"

চন্দ্রা বলিলেন, "কোথায় গেল ."

"এখনি আসিবে বলিয়া গিয়াছে।" চন্দ্রা সেই নৌকায় বসিলেন।

চন্দ্রা বসিয়া আছেন, অনেকক্ষণ হইল, সোমনাথ ফিরিল না। পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। চন্দ্রা সিহরিয়া উঠিলেন—"একি! সন্ন্যাসী এ পরিচ্ছদ কোথায় পাইল?" গাঢ় চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল। পরিচ্ছদটী পুরাতন, কিন্তু বস্ত্র এবং কারুকার্য্যের গুণে

এখনও নূতন রহিয়াছে। চন্দ্রা মাঝিদের বলিলেন, "তোমরা ফের, বাবু আর আসিবেন না।"

"কি রূপে জানিলেন? বাবু কি আপনার ভাই?"

"হাঁ।" মাঝিকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া পোষাকটী লইলেন। আপনি পরিধান করিয়া নৌকার ছাদে বসিয়া মাঝিদের বলিলেন "চল, কলিকাতায় চল।"

এ দিকে রামচাঁদ গোরাদের লইয়া প্রতি নৌকা অনুসন্ধান করিতে লাগিল। "ওপারে ঐ না পোষাক ঝক্‌মক্‌ করিতেছে?" মাঝিদের বলিলেন "যাও, ঐ নৌকা ধর!" চন্দ্রাও দূর হইতে অনুমান করিলেন রামচাঁদ। মাঝীদের বলিলেন, "দেখ, বিশেষ পুরস্কার পাবে, ঐ যে নৌকা আসিতেছে কোন মতে তামার নৌকা না ধরিতে পারে।" তাঁহার অভিপ্রায় এই যে রাম[illegible] তাঁহার পিছনে ধাবমান হইলে সন্ন্যাসী পলাইবার অবকাশ পাইবেন।

সেই রূপই হইল। উভয় নৌকার দাঁড়ীরা সজোরে দাঁড় বহিতে লাগিল। দুইখানি নৌকা তীরের মত ছুটিতে লাগিল। চন্দ্রা অগ্রে আসিয়া কলিকাতায় পৌঁছিলেন। রামচাঁদের নৌকাও লাগিল। ঘাটের উপর গাড়ী ছিল, রামচাঁদকে দেখাইয়া চড়িলেন। রামচাঁদও অপর গাড়ী লইয়া পশ্চাৎ ছুটিল। গাড়ীর ভিতর চন্দ্রা পোষাক খুলিলেন। ডফ সাহেবের বাড়ীর ভিতর গাড়ী প্রবেশ করিল। রামচাঁদও গোরা সঙ্গে লইয়া প্রবেশ করিল।

এই ধরে—গাড়ী হইতে একটী স্ত্রীলোক নামিল।

গোরাদের রাগের সীমা রহিল না। রামচাঁদকে বাঁধিয়া বলিল,

"বদমাস!" হিয়ারসে সাহেবের কাছে লইয়া গেল; যেমন যেমন ঘুরাইয়াছে পরিচয় দিল। হিয়ারসে সাহেবের সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল, বদমায়েস বটে। রামচাঁদ কেল্লার ভিতর কয়েদ রহিল।

সপ্তম বিভাগ। প্রথম পরিচ্ছেদ।

"And will I see his face again ?
And will I hear him speak ?
I'm downright dizzy—wi' the thought
In troth I'm like to greet."

বিদ্রোহানল চারি দিকে প্রজ্জ্বলিত। দিল্লী, কানপুর বিদ্রোহীর করগত। বাঙ্গালা ও বেহার কাঁপিতেছে। কানপুরে বসিয়া সোমনাথ গোঁসাইকে বলিতেছেন, "আর তিরস্কার করিবেন না। এখন কি করিতে হইবে বলুন।"

"আমি তোমায় তিরস্কার করি নাই। স্ত্রীলোকের মায়া আমি জানি। আমি স্বয়ং যদি না মায়ায় পড়িতাম, এতদিন ভারতবর্ষ স্বাধীন করিতে পারিতাম। কিন্তু গত কার্য্যের অনুশোচনায় প্রয়োজন নাই। তুমি যাও, কতকগুলা সাহেব, বিবি ও ছেলে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছি, ঘাটে লইয়া তাহাদিগকে বধ কর।"

"প্রভু! এ কার্য্য অন্য কেহ পারে না? নিরপরাধী, বালকস্ত্রী কি রূপে হত্যা করিব?"

"এ কার্য্য তোমাকেই করিতে হইবে। এখনওতোমার হৃদয়ে কোমলতা আছে। তোমার নিকট অনেক কার্য্য প্রত্যাশা করি,

তোমার দয়াই আমার বিরোধী। যাও, বিলম্ব করিও না। আমরা অদ্য রাত্রেই সেনা সজ্জিত করিয়া কলিকাতা আক্রমণে যাইব।”

গোসাইয়ের আদেশ অনুসারে সোমনাথ চলিলেন। তাঁহার মস্তক দিয়া বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম বহির্গত হইতে লাগিল। শিবিরমধ্যে যাইয়া দেখেন, সিপাহীরা উন্মত্ত হইয়া নাচিতেছে। আজ সব সাহেব, বিবি বধ হইবে! আজ ধর্ম্ম-বিরোধী ম্লেচ্ছ নানা যন্ত্রণায় নিপাত হইবে!—আনন্দের সীমা নাই! খঞ্জনী বাজাইতেছে, গান করিতেছে, সকলেই উন্মত্ত! শোণিত-পিপাসা সকলেরই বলবতী! গুরুর আজ্ঞা প্রতি-পালন করিতে হইবে। বধকার্য্য কেবল সোমনাথের উপর অর্পিত হইয়াছিল এমত নহে, গোসাইয়ের অভিপ্রায় এই নির্দ্দয় ব্যাপার সোমনাথ দাড়াইয়া দেখেন।

সোমনাথ একজনকে বলিলেন, “হনুমন্ত! আমার দশ জন বিবি চাই।” হনুমন্ত উত্তর করিল, “ভাল, ভাল! তুমি ত এ কাজ করিতে না, কে তোমায় বলিল? লও বাছিয়া লও।” দশ জনকে লইয়া মাঠের দিকে চলিলেন। পথে সিপাহিরা জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় লইয়া যাও?” সোমনাথ হাসিয়া বলিলেন, “কার্য্য আছে, নানা সাহেব চান। তার পর বধ্যভূমিতে লইয়া যাইতেছি। তোমরা ততক্ষণ সাবাড় কর গিয়া।”

সোমনাথ সহর ছাড়াইয়া পড়িলেন। বিবিদের জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায় যাইতে পারিলে নিরাপদ হও? আমি বন্ধু, শত্রু নহি।”

বিবিরা বিষণ্ন বদনে বলিল, “কোথায় যাইব? কে আছে? তুমি আমাদের রক্ষা কর!”

" এই ঝোপের ভিতর বসিয়া থাক। "

নিকটে একটা ঝোপ ছিল, সকলে তাহার মধ্যে বসিল। সোমনাথ ফিরিলেন। বধ্যভূমিতে যাইয়া একজন অধ্যক্ষকে বলিলেন, " পাঁড়ে জী! নানা সাহেবের খাঁই আর মিটেনা, আরও দশ জন চাই।" আরও দশ জন বিবিকে সঙ্গে লইলেন। কতকগুলা হিন্দুস্থানী কাপড় লইলেন। সেই ঝোপের কাছে চলিলেন, বলিলেন, " এই কাপড় পর, মাটী মাখ, ভগবান রক্ষা করুন! আমার আর অধিক ক্ষমতা নাই। " বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

পথে যাইতেছেন, সহসা সেই ভিখারিণীর সহিত সাক্ষাৎ। আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, " তুমি হেথায় কেন ? "

" কেন ? আমার কার্য্য আছে, তোমার গোঁসাই কোথা ? "

" আমার গোঁসাইয়ের সহিত কি কার্য্য ? "

" বিশেষ কার্য্য। দেখিব, তোমার গোঁসাই কত নির্দ্দয়, কত শোণিত পিপাসু। স্ত্রীলোকের শোণিত কত ভাল বাসে দেখিব। আর কোথা যাবে, ধরিয়াছি। কত দিন পলাইবে ? আমি জানি, জানি। এক দিন তারে ধরিব জানি। তাই জীবিত আছি, এবারে পরিশোধ দিব। '

ভিখারিণী পাগলের মত উচ্চ হাস্য করিতে লাগিল। চক্ষু দুইটা ঠিকরিয়া আসিতেছে। একখানি ছুরী হাতে লইয়া উচ্চ হাস্য করিতে লাগিল। আবার বলিতে লাগিল, " বল, তোমার গোঁসাই কোথা ? বলিবে না ? আমি জানি, মঠের ভিতর আছে। " ভিখারিণী উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

" My spirits flag, my hopes decay,
Still that dread death-bell smites my ear,
And many a boding seems to say,
'Countess! prepare, thy end is near!

ডফ সাহেব যেখানে সেখানে চন্দ্রার সুখ্যাতি করিয়া বেড়ান। সকলকেই বলেন, " ভারতবর্ষে এমন স্ত্রীলোক আর দেখি নাই। "

এক জন মেম তাঁহার বাড়ীতে অতিথি ছিলেন—তিনি দেশ ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন—বলিলেন, " সত্য বটে, যেরূপ বর্ণনা করিলে, এরূপ স্ত্রীলোক বিরল। কিন্তু লক্ষ্ণৌয়ে যখন আউটরামের বাড়ীতে আমি থাকি, তখন আমি একটি অতি বুদ্ধিমতী হিন্দু স্ত্রীলোককে দেখি। যেমন রূপ, গুণ তাহার কিছু অংশে ন্যূন নহে। "

এই কথা হইতেছে, এমন সময় চন্দ্রা আসিয়া পঁহুছিলেন। ডফ সাহেব অতি সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। চন্দ্রা বলিলেন, " সাহেব, আমি বিদায় লইতে আসিয়াছি। "

" কোথায় যাইবে ? "

" পশ্চিমে। "

" কেন, চন্দ্রা ? পশ্চিমে এখন হুলস্থূল ! "

" সাহেব আমার বিশেষ কার্য্য। "

" কি বিশেষ কার্য্য ? তুমি যাইতে পারিবে না। "

" সাহেব ! আমার ঠিকুজিতে লেখা আছে, ঊনিশ বৎসর বয়সের

সময় আমার মৃত্যু হইবে। প্রয়াগে মাথা মুড়াইয়া, কাশীধামে প্রাণ-ত্যাগ করিব।"

ডফ সাহেব উত্তর করিলেন, "চন্দ্রা, তোমার কুসংস্কার গেল না। ঠিকুজি কি সত্য? প্রতারক ব্রাহ্মণেরা ঐ রূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করে।"

চন্দ্রা বলিলেন, "সাহেব, এ বিষয়ে আপনার সহিত চিরদিন আমার ভিন্ন মত।"

ডফ সাহেব বড় দুঃখিত হইলেন। বিস্তর বুঝাইলেন, চন্দ্রা স্থিরপ্রতিজ্ঞ রহিলেন। ডফ সাহেব অগত্যা বিদায় দিলেন; কিন্তু কন্যাকে বিদায় দিয়া পিতা যেরূপ ব্যাকুল হয়, মহাত্মা ডফ ছাত্রীর জন্য সেইরূপ ব্যাকুল হইলেন। বলিলেন, "চন্দ্রা, কোন রূপেই থাকিবে না?"

চন্দ্রা বলিলেন, "না।"

"তবে যাও। ভগবান তোমায় রক্ষা করুন!"

চন্দ্রা চলিয়া গেলেন।

বিবি বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আমি যে স্ত্রীলোকের কথা বলিতে-ছিলাম, তাহার আকার ঠিক এইরূপ। প্রথমে তাহার ভগ্নী বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল।"

"না, এ একজন অনাথা। ভারতে কুসংস্কার কত প্রবল দেখুন! উহার মাতা সম্পত্তি অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটারের জিম্মা দিয়া কেদারনাথে যাইয়া প্রাণত্যাগ করে।"

"আত্মহত্যা করে?"

"আত্মহত্যাই বটে। মন্দিরের একটী দ্বার খুলিয়া যায়; আর

ফিরে না। জাতীয় সংস্কার বহু দিনে দূর হয়। এত লেখাপড়া শিখিয়াছে, তবু তীর্থে চলিল।"

চন্দ্রা গাঁটরি বাঁধিয়া প্রস্তুত হইলেন, এলাহাবাদে যাত্রা করিলেন। যে পরিচ্ছদের কথা বলিয়াছি, তাহার ভিতর একখানি কাগজ পাইয়াছিলেন। সে একখানি ঠিকুজী; চন্দ্রারই ঠিকুজী। একজন দৈবজ্ঞ ঠিকুজী দেখিয়া বলে উনিশ বৎসর বয়সে তাঁহার একটী মৃত্যুবৎ ফাঁড়া আছে। যদি কাটে ত দীর্ঘজীবী হইবেন।

অচেতনপ্রায় চন্দ্রাকে যখন আমরা সন্ন্যাসীর কুটীরে প্রথম দেখি, তখনই আমরা বুঝিয়াছিলাম, তাহার হিন্দুধর্ম্মে গাঢ় ভক্তি ছিল। সন্ন্যাসী যখন খাবার দেন, তিনি বলেন "আমি হিন্দু।" তাহার একটী কারণ ছিল; যখন কোম্পানির বাগানে যান, তাঁহার সঙ্গে বিবিরা টিফিন করে। তাঁহাকেও খাইতে বলে, তিনি খান নাই।

চন্দ্রা সন্ন্যাসীর কাছে খেদ করেন, তিনি অনাথিনী, তাঁহার সংসারে কেহই নাই। কথাটী সত্য। তিনি পিতার মুখ কখনও দেখেন নাই; এবং তাঁহার দশ বৎসর বয়ক্রমের সময়, তাঁহার মাতা তীর্থ যাত্রা করেন। পরে চন্দ্রা পত্র পান যে তিনি মহাপথে যাত্রা করিয়াছেন। সংসারে একাকিনী, স্ত্রীশিক্ষার তখন প্রথম প্রাদুর্ভাব। মিশনারিরা তাহাকে লিখিতে পড়িতে শিখায়। সংগীত ও চিত্রবিদ্যায় বিশেষ নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল। কিন্তু দেখেন যে খৃষ্টান হইতে তাঁহাকে সকলেই অনুরোধ করে; "খৃষ্টান হইব" কথাটিতে তাহার আপাদমস্তক কাঁপিত। বাল্যকালে দেখিয়াছেন, তাঁহার মাতা প্রাতঃকাল হইতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত পূজা করিতেন। স্বর্গকামনায় মহাপথে প্রস্থান করিয়াছেন।

খৃষ্টান হইলে মানিতে হয়, তাঁহার মাতা কুসংস্কার বশতঃ আত্মহত্যা করিয়াছেন; তাঁহার পিতা হিন্দু ছিলেন, কুসংস্কার বশতঃ স্বর্গে যাইতে পারেন নাই।

"কখনই না! আমার পিতামাতা স্বর্গে!"

বিশেষ যত্নে মিশনারিরা তাঁহাকে খৃষ্টান করিতে পারে নাই। যে সময় সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁহাকে লইয়া মহা পিড়াপিড়ী। সকলে ভয় দেখাইত, অনন্তকাল নরক-ভোগ। তাহাতে বালিকার মনে ভয় জন্মিত। পিতামাতা কেহই নাই, কুলবধূর ন্যায় লজ্জা সরম ছিল না। কেহ কেহ তাঁহাকে বেশ্যা মনে করিত; অনেকে পত্র লিখিত। ইহাতে তিনি আপনাকে অতিশয় হতভাগিনী বিবেচনা করিতেন।

তৎপরে চন্দ্রার সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। নূতন আশা, নূতন ভরসা মনে স্থান পায়, জীবন সম্পূর্ণ রসশূন্য নয় জ্ঞান হয়। যখন সোম-নাথের রূঢ় বচন শুনিয়া জেল হইতে ফিরিয়া আসেন, সে দিন তাঁহার হৃদয় মধ্যে মহা বিশৃঙ্খল হইল। কিন্তু মানব হৃদয়ের আশ্চর্য্য নিয়মে জীবন উদ্দেশ্যশূন্য বোধ হইল না। মনে করিতেন, এক দিন না এক দিন সন্ন্যাসীকে বুঝাইয়া দিবেন যে তিনি অন্যায় রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যদি না বুঝাইতে পারেন, তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য বাকী রহিল।

অকস্মাৎ গণনায় জানিলেন, তাঁহার জীবনের দিন সংক্ষিপ্ত। প্রয়াগে স্নান করিয়া কাশীধাম প্রাপ্তি আসয়ে কাশীধামে বাস করিবেন ভাবিয়া-ছিলেন। কিন্তু এখনও মনে মনে ছিল, যে দৈব যদি সন্ন্যাসীর সহিত

সাক্ষাৎ হয়, তাঁহাকে বুঝাইবেন। সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব নয়, কারণ, রাজদ্রোহীরা এখন পশ্চিমাঞ্চলেই আছে। কাগজে পড়িয়াছিলেন, যে ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ হেভ্‌লক এলাহাবাদে অবস্থান করিতেছেন। বিদ্রোহী সেনা তাঁহার আক্রমণে আসিতেছে। সন্ন্যাসীর দেখা পাইলেও পাইতে পারেন। আর সে পরিচ্ছদটি সন্ন্যাসী কোথায় পাইল জিজ্ঞাসা করিবেন। সে পরিচ্ছদ পূর্ব্বে তিনি দেখিয়াছিলেন, টালার কুটীর ঘরে সন্ন্যাসী তাহা কোথায় পাইল? নানা চিন্তায় তাঁহার মন চঞ্চল হইতে লাগিল। কিন্তু আশা বার বার গাহিতে লাগিল, "চল, এলাহাবাদে তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে।" চন্দ্রা এলাহাবাদ যাত্রা করিলেন।

হাবড়ায় যাইতেছেন, দেখিলেন, যে দীর্ঘাকার ব্যক্তি সন্ন্যাসী ভ্রমে তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিল, সেও রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত। সত্যই রামচাঁদ বটে। রামচাঁদ কারামুক্ত হইয়াছে। দিল্লী হইতে যে চিটী আসিয়াছিল এবং অন্যান্য পত্র যে সকল সে পায়, তাহাতে ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষের প্রত্যয় জন্মে, যে তাহাকে লইলে বিশেষ কার্য্য হইবে। রামচাঁদ যে বিদ্রোহীর বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, এ সংবাদ কেবল সোমনাথই জানিতেন। সুতরাং বিদ্রোহীর দল যত দিন না খবর পাইয়াছিল, তাহাকে চিটী লিখিত, তাহার আলস্যের নিমিত্ত তিরস্কার করিত। বিদ্রোহীরা সম্বাদ পাইয়াছিল, বাঙ্গালায় আর শীঘ্র কিছুরই সম্ভব নাই; সিপাহীরা নিরস্ত্র হইয়াছে। বিদ্রোহীরা আর রামচাঁদকে পত্র লিখে না, কিন্তু রামচাঁদ বলে সে সব জানে। তাহার মনের কথা, ইংরাজেরা জয়ী হইবে, সে একটা বড় লোক হইবে! বিশেষ

গোঁসাই তাহার টাকা ঠকাইয়া লইয়াছে, যে রূপে পারে, গোঁসাইকে জব্দ করিবে। ইংরাজেরা তাহাকে কয়েদ করিয়াছিল জানাইয়া আবার বিদ্রোহীর দলে মিশিতে পারিবে ভাবিয়াছিল।

এক পণ্টন ইংরাজ বেনারস রক্ষার নিমিত্ত যাইতেছিল, রামচাঁদ তাহাদেরই সঙ্গী। ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষের বিশ্বাস ছিল, রামচাঁদ একজন বদমায়েস, বদমায়েসের দলে অনায়াসে মিশিতে পারিবে ও সম্বাদ আনিয়া দিবে। রামচাঁদকে দেখিয়া চন্দ্রার মনে উদয় হইল, সে সেই সন্ন্যাসীকে ধরিতে যাইতেছে। তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া ভয় হইল, কল্পনায় আশঙ্কা বাড়িতে লাগিল। ভাবিলেন, "কি জানি, যদি ধরে? কোথায় যাইতেছে?" একজন সৈন্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন বেনারস। ভাবিলেন, "তবে কি বেনারসে সন্ন্যাসী আছে? আমিও বেনারস যাইব।" চন্দ্রা সেনাদলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বেনারস গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"শূর হ'ল নর ধরি করাল কৃপাণ,
পদ্মমুখী প্রেমের আশায়।"

রমানাথকে গোঁসাই একটি ভার দিয়াছিলেন। তাঁহার গুরু কাশীতে ছিলেন, গুরুকে একখানি পত্র দিবার আবশ্যক হয়। রমানাথকে ভার দিবার প্রয়োজন, কাশীতে গোবিন সাহেবের দবদবায় বিদ্রোহীদিগের

অনেক পত্র ধরা পড়িয়াছে। ডাকে পত্র দিবার যো নাই ; স্থানান্তর হইতে হিন্দুস্থানী আসিলে পুলিশ তাহাকে ধরে, খানা[illegible]শী করে। বাঙ্গালীর উপর সে পীড়াপিড়ী নাই। পত্রে এই [illegible] লেখা, যদি যুদ্ধে গোঁসাইয়ের মৃত্যু হয়, এক স্থানে তাঁহার গু[illegible]ন আছে, গুরু গ্রহণ করিবেন ও তাঁহার পিণ্ড দিবার কেহ নাই, [illegible] পিণ্ড দিবেন। রমানাথ যদি কৃতকার্য্য হইতে পারেন, গোঁসাই [illegible] দিয়াছিলেন, তাহার চন্দ্রা লাভ হইবে। কিন্তু রমানাথ যখন কাশী[illegible]ৌঁছিলেন, তখন গোঁসাইয়ের গুরুর ফাঁসী হইয়াছে ; কোথায় খুঁজি[illegible]াইবেন ? তথাপি খুঁজিতে লাগিলেন।

এক দিন দেখেন—চন্দ্রা।

"চন্দ্রা হেথায় কেন ? এত রাত্রে কোথায় যায় ?" তিনিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। আগে রামচাঁদ যাইতেছে, চন্দ্রা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া চলিতেছেন। এমন দিন নাই, রামচাঁদ একটাকে না একটাকে আনিয়া ফাঁসী না দেওয়ায়। চন্দ্রাও নিত্য রামচাঁদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কোথায় যায় দেখেন। সন্ন্যাসী ধরা পড়িবে, তাঁহার বিশেষ আশঙ্কা।

সিক্‌রোলের ক্যাণ্টনমেণ্টের নিকট কতকগুলি মুসল[illegible]র ঘর আছে, রামচাঁদ সেই পাড়ায় প্রবেশ করিলেন। চন্দ্রা ক্য[illegible]মেণ্টের নিকট বসিয়া রহিলেন—একাকিনী, আর কেহ সঙ্গে নাই। রামচাঁদ ফিরিল। সঙ্গে আর দুই জন লোক, চাঁদমারীর অভিমুখে চলিল। চন্দ্রাও পিছু পিছু চলিলেন। এখানে নির্জ্জন স্থান, মাঠের মাঝখানে চাঁদমারী, আর জনমানব নাই। হটাৎ রামচাঁদ ও তাহার সঙ্গের লোকেরা চন্দ্রাকে আক্রমণ করিল। মুখে বস্ত্র বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া

চলিল। রামচাঁদ ভীষণ গর্জ্জন করিয়া বলিল, "হারামজাদী! নিত্য আমার পিছনে পিছনে কি নিমিত্ত আসিস্? আজ জানিতে পারিবি। তুই একজন বিদ্রোহীর চর সন্দেহ নাই; কিন্তু দাঁড়া!" রামচাঁদ চন্দ্রাকে ধরিয়া লইয়া চলিল।

ক্রমে মাঠ ভাঙ্গিয়া একটা গ্রামে উপস্থিত হইল। এ একটা মুসলমান বদমায়েসের আড্ডা। রামচাঁদের কল্পনা ছিল, এই বদমায়েসের দল গ্রেপ্তার করিয়া দিবে। পূর্ব্ব দিন তাহাদের দলের এক জনকে বলিয়া আসিয়াছিল, যে সে নুন্নি নবাবের লোক। কানপুরের নুন্নি নবাব তখন বড় প্রবল। রামচাঁদ বলিয়াছিল। "তোমরা জমায়েত হও, নুন্নি নবাব আসিতেছেন।" বেনারসে বিদ্রোহীর দমন হইলে বদমায়েসেরা নিরুৎসাহ হইয়াছিল। এই সম্বাদে তাহাদের উৎসাহ বাড়িল, চারি দিক হইতে বদমায়েস আসিতে লাগিল। রামচাঁদ একত্রে ধরাইয়া দিবে ভাবিয়াছিল, তাই এত দিন কিছু বলে নাই। আজও একটা হুজুগে যাইতেছিল। চন্দ্রাকে পাইয়া বলিল, "বদমায়েসের দল স্ত্রীলোকটাকে পাইয়া আমোদআহ্লাদ করিতে থাকিবে, আমিও লোকজন আনাইয়া বাঁধিয়া দিব।"

প্রায় দুই শত মুসলমান জমায়েত। রামচাঁদ উপস্থিত হইল, চন্দ্রাকে দেখাইয়া বলিল, "দেখ, একটা রেণ্ডি আনিয়াছি দেখ! এ একটা ফিরাঙ্গী!" রং দেখিয়াই সকলে ভাবিল, ফিরাঙ্গীই বটে। "বা! বা!" করিয়া চারি দিকে করতালি দিতে লাগিল। রামচাঁদ বলিল, "স্থির হও, আমোদ করিও। যাহারা যাহারা আসিবার কথা, সকলে আসিয়াছে?"

এক জন উত্তর করিল, " হাঁ।"

" মুন্নি নবাব আজ রাত্রেই পৌঁহুছিবার কথা আছে ; তোমরা সকলে প্রস্তুত থাক, আমি সম্বাদ লইয়া এখনই ফিরিব।"

এই বলিয়া রামচাঁদ চলিয়া গেল।

মুসলমানেরা চন্দ্রাকে দেখিয়া হৈ! হৈ! করিয়া নাচিতেছে। সকলেই ভাবিতেছে, মিন্নু বক্‌স মোড়লকে দিবে। হটাৎ এক জন আসিয়া বলিল, " মুন্নি নবাব আসিয়াছে, চল আর বিলম্ব করিও না।" মুসলমানেরা হৈ! হৈ! শব্দে ছুটিল। এক জন জিজ্ঞাসা করিল, " স্ত্রীলোকটাকে কোথা লইয়া যাব ?" যে খবর দিয়াছিল, বলিল, " আমি মুন্নি নবাবের তাঁবুতে লইয়া যাইতেছি।" হৈ! হৈ! শব্দে মুসলমান দল চলিয়া গেল। তখন সে সম্বাদদাতা চন্দ্রাকে বলিল, " আইস, ভয় নাই।" চন্দ্রা দেখিলেন সে ব্যক্তি পরিচিত। সে ব্যক্তি পুনরায় বলিল, " চল, এ দিকে আইস। ওদিকে মুসলমানপাড়া, ধরা পড়িবে। তোমার বাসা কোথা বল, লইয়া যাই।" দূরে একখানা এক্কা যাইতেছিল, সম্বাদ দাতা ডাকিল। এক্কা নিকটে আসিল, দুই জনে এক্কা চড়িয়া প্রস্থান করিল।

পাঠক বুঝিয়াছেন সম্বাদদাতা আমাদের রমানাথ। যখন রামচাঁদ চন্দ্রাকে ধরিল, তাঁহার মস্তকে বাজ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি পিছু পিছু চলিলেন। স্বভাবতঃ ভীত ছিলেন, সহসা ভয়শূন্য হইলেন। রাম-চাঁদকে চিনিয়াছিলেন। স্থির করিলেন, মন্দ অভিসন্ধিতে যাইতেছে, চন্দ্রার প্রতি অত্যাচার করিবে। উহারা বলবান, কিন্তু যে রূপে হয় চন্দ্রাকে রক্ষা করিবেন। মুন্নি নবাবের কথা শুনিয়াছিলেন। রামচাঁদ

যাইবার পর তাহার বুদ্ধি যোগাইল—তিনি সংবাদ দিলেন। পাঠক ভাবিতেছেন বোকার এত বুদ্ধি? আমরা কি করিব? মন্মথের দোষ দিন।

চন্দ্রা রমানাথকে চিনিতেন, গোলদিঘির ধারে অনেকবার দেখিয়াছিলেন। তাঁহার কত পত্র পাইয়াছেন, বিচারের সময় ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে দেখিয়াছেন, তার পর জেলে। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন, "ভগবান! এক বিপদ হইতে আর এক বিপদে পড়িলাম।"

রমানাথ নিশ্বাসের মর্ম্ম বুঝিলেন। বলিলেন, "কোন ভয় নাই, তোমার বাসা কোথায় এক্কাওয়ালাকে আপনি বলিয়া দাও।"

রমানাথের কথায় চন্দ্রার ভরসা হইল। বলিলেন, "আমার বাসা কেদারনাথের মন্দিরের নিকট।"

"আমারও বাসা মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে।"

এক্কা চলিতে লাগিল। দুই জনে নিস্তব্ধ বসিয়া রহিলেন। কিন্তু এক্কাওয়ালা নানা বর্ণের কথা কহিতে লাগিল। তাহার পুঁটে অতি শান্ত ঘোড়া, কেবল এক দিন একটা ধোপাকে চাট মারিয়াছিল, আর একটা ছেলের হাত এক দিন কামড়ায়। অনেক দূর যাতায়াত করিতে পারে। দেখনা, কানপুর হইতে আসিয়াছে, আবার কানপুরে চলিয়া যাইবে। পথে ঘাস খাওয়াইবে, নদী পাইলে জল খাওয়াইবে। ঘোড়া শুকনো ঘাস খুব খায়। তাহার এক্কার বড় ভয় নাই, দেড় বৎসরের ভিতরে পাঁচ বার বই উল্টাইয়া পড়ে নাই। কিন্তু তাহার পুঁটের আর এক্কার কেহ বাহবা দিল না। এক্কাওয়ালা কিছু ক্ষুন্ন হইয়া নিরস্ত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"One struggle more, and I am free
From pangs that rend my heart in twain,
One last long sigh to love and thee,
Then back to busy life again.
It suits me well to mingle now
With things that never pleased before :
Though every joy is fled below,
What future grief can touch me more ?"

দূরে কেদারনাথের মন্দির—রমানাথ বলিলেন, "তুমি একা কি করিতে গিয়াছিলে? ও ব্যক্তি বদমায়েস, ডাকাতের সর্দার, উহাকে লক্ষ্য করিয়া যাইতেছিলে কেন?"

চন্দ্রা উত্তর দিলেন না।

রমানাথ বলিলেন, "আমি শুনিতে ইচ্ছা করি না, কেবল তোমায় সতর্ক করিয়া দিতেছি।"

চন্দ্রা বলিলেন, "সতর্ক হইয়াছি।"

চন্দ্রা বাসায় পৌঁছিলেন, রমানাথ দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া রহিলেন, ভিতরে যাইতে সাহস করিলেন না। চন্দ্রা বলিলেন, "মহাশয়! আসুন, বিশ্রাম করুন।"

রমানাথ ভিতরে গেলেন। কিয়ৎকাল উভয়ে নীরব হইয়া রহিলেন। প্রথমে চন্দ্রা বলিলেন, "মহাশয়ের ঋণ জন্মেও পরিশোধ করিতে পারিব না।"

রমানাথ উত্তর দিবার চেষ্টা করিলেন, কিছুই উত্তর দিতে

পারিলেন না। চন্দ্রা আবার বলিলেন, "মহাশয় আমার ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন, নচেৎ আমার দশা কি হইত? আমি আপনার কাছে চিরঋণী।"

এবার রমানাথ উত্তর করিলেন, "চন্দ্রা! ঋণী কি? কার নিকট ঋণী? আমি—আমার দেহ-প্রাণ-মন আর কিছুই নাই! আমি পুত্তলির ন্যায় ফিরিতেছি। তোমার নিমিত্ত ডাকাত হইয়াছি, চোর হইয়াছি, সন্ন্যাসী হইয়াছি। একমাত্র তুমিই আমার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছ। সংসারে আমার কিছুই নাই। তুমি আমার হইবে, তোমায় পাইব, এই আমার আশা। কি নিমিত্ত পশ্চিমে আসিয়াছি শোন। যে সন্ন্যাসী তোমার প্রেমের পাত্র তার পদে তোমায় ভিক্ষা লইব, এই ভরসায় বিদ্রোহীদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিলাম। চন্দ্রা! তুমি কি আমার হইবে?"

চন্দ্রার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। কি বলিবেন, কি উত্তর দিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। রমানাথ আবার বলিলেন, "বল,—নরক ও স্বর্গের মধ্যস্থলে প্রতীক্ষা করিতেছি—বল, কোথায় যাইব?—তোমার উত্তরের উপর নির্ভর!"

চন্দ্রা অতি বিনয়ে উত্তর করিলেন, "মহাশয় আমার জীবনদাতা, ধর্ম্ম-রক্ষাকর্ত্তা।" চন্দ্রা জানু পাতিয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, "মহাত্মন্! নিজ গুণে মার্জ্জনা করুন। আমি আমার নহি, আপনার হইব কি?"

রমানাথ হাত ধরিয়া তুলিতে যাইতে নিরস্ত হইলেন, বলিলেন, "উঠ, তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী—আরাধ্য দেবতা! আমার সম্মুখে জানু পাতিও না।"

চন্দ্রা উঠিলেন, রমানাথ বলিলেন, "আসি।" দ্বারের নিকট গিয়া আবার ফিরিলেন, বলিলেন, "যদি কখনও আমার মৃত্যু সম্বাদ পাও, একবার মনে করিও তোমায় ভাবিতে ভাবিতে মরিয়াছি।"

রমানাথ দীর্ঘপদে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

রমানাথ ক্যাণ্টনমেণ্টের দিকে চলিলেন। প্রভাত নিকট। নানাবিধ গান করিতে করিতে কাশীবাসীরা গঙ্গাস্নানে যাইতেছে। শিব শিব রবে বারাণসী প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ক্রমে কোলাহল বাড়িল। যুবতীবদনে লজ্জারাগের ন্যায় প্রভাত গগন রঞ্জিত হইল; দিক প্রকাশ পাইল। রমানাথ ক্যাণ্টনমেণ্ট অভিমুখে চলিলেন। ক্যাণ্টনমেণ্টে একজন গোরা পাহারা ছিল, তাহাকে বলিলেন, "ব্রিগেডিয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিব।" ব্রিগেডিয়ার প্যারেড ভূমিতে আসিতেছিল, রমানাথ সেলাম করিয়া বলিল, "আমি যুদ্ধ করিব, সৈন্যভুক্ত করিয়া নিন।" ব্রিগেডিয়ার সাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "বাবু! বড়ই দুঃখিত হইলাম, আপনাকে লইতে পারিলাম না।" হাসিতে হাসিতে ব্রিগ্রেডিয়ার সাহেব চলিয়া গেল। রমানাথ বাসায় ফিরিয়া আসিলেন, দেখিলেন তাঁহার নামে একখানি পত্র আসিয়াছে। পত্রে লেখা, "মহাশয়! কালি পরিচয় দিই নাই, কি নিমিত্ত মন্দ লোকের পশ্চাতে রাত্রে ঘুরিতেছিলাম। লজ্জায় পরিচয় দিতে পারি নাই। আমি কোন কারণে জানিয়াছিলাম, যে ঐ দস্যু সন্ন্যাসীর শত্রু। সন্ন্যাসীকে ধরাইয়া দিবে। কি জানি আমার মনে হইয়াছিল, যে সে সন্ন্যাসীও কাশীতে আছে। অধিক বলিবার নাই, মার্জ্জনা করুন।—চন্দ্রা।"

রমানাথ সেই দিনই কানপুর যাত্রা করিলেন।

অষ্টম বিভাগ—প্রথম পরিচ্ছেদ।

> "—She, whom once the semblance of a scar
> Appall'd, an owlet's larum chill'd with dread,
> Now views the column—scattering bay'net jar,
> The falchion flash, and o'er the yet warm dead
> Stalks with Minerva's steps where Mars might
> quake to tread."

রামচাঁদ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, গোঁসাই জানিয়াছিলেন। প্রতিশোধ দিবার নিমিত্ত শান্তকে যত্ন করিয়া রাখিলেন। কানপুরের নিকট একটী কুটীরে শান্ত অবস্থান করিতে লাগিল।

এ দিকে ইংরাজ সৈন্য এলাহাবাদে পৌঁছছিল, রারচাঁদ সঙ্গে চলিল। জাঁদরেল হেভেলক রামচাঁদের প্রতি একটী ভার অর্পণ করিলেন, "দেখ, কানপুর হইতে বিদ্রোহী সেনা আসিতেছে; তুমি যদি সমস্ত সংবাদ আনিতে পার, বিশেষ পারিতোষিক পাইবে।" রামচাঁদের এ কার্য্যে কিছু ভয় হইতে লাগিল, কিন্তু স্বীকার করিলেন। বড় সতর্ক হইয়া চলিলেন। পথে আমাদের পরিচিত ভিখারিণীর সহিত সাক্ষাৎ। ভিখারিণী দেখিবামাত্র রামচাঁদকে চিনিতে পারিল, রামচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাও, কি তত্ত্ব অনুসন্ধান কর? আমি তোমায় সমস্ত সংবাদ দিতে পারি। বিদ্রোহীরা কোথায় জানিতে চাও? এলাহাবাদ অভিমুখে আসিতেছে। তোমার সাহেবকে খবর দাও। যদি মিথ্যা আশঙ্কা কর, আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি। সাহেবের তাঁবুতে থাকিব, মিথ্যা হয়, সাহেব আমাকে ফাঁসী দিবেন।"

রামচাঁদ ইংরাজের আচরণে বুঝিয়াছিলেন যে মিথ্যা সংবাদ দিলে আর নিস্তার নাই। সুতরাং এ সম্বাদের নিমিত্ত স্বয়ং দায়ী হইতে পারিলেন না। ভিখারিণীকে লইয়া হেভেলক সাহেবের নিকট গেলেন। ভিখারিণী বলিল, "সাহেব, আজই যাত্রা কর, নচেৎ বিদ্রোহীরা চারি দিক হইতে ফতেপুরে আসিয়া জমায়েত হইবে। ফতেপুরের লোকেরাও তোমাদের বিরুদ্ধ। বিদ্রোহীরা আগে আসিলে সকলেই তোমাদের বিপক্ষ হইবে।"

হেভেলক ভাবিলেন, "সত্য, ফতেপুরের লোক সকলেই বিরুদ্ধ বটে।"

ভিখারিণী বলিতে লাগিল, "সাহেব, কি ভাবিতেছ? তোমাদের কামান প্রস্তুত নাই, তোমার লেফটেনেণ্ট সাহেবের সহিত মিলিত হও; তাহার নিকট কামান আছে। আজ না যাত্রা করিলে যাইতে পারিবে না।"

হেভেলক আরও আশ্চর্য্য হইলেন, সৈন্যের গতি ভিখারিণী ঠিক দেখিয়াছে।

ভিখারিণী বলিতে লাগিল, "আকাশের পানে দেখিতেছ কি? সময় যাইলে আর ফিরিবে না। আরও শুন। তোমার লেফটেনেণ্ট ফতে-পুরের নিকট আড্ডা লইবেন। বিদ্রোহীর বহু সৈন্য আসিতেছে। তোমার লেফটেনেণ্ট সাহেব ব্যতিত সসৈন্যে মারা যাইবে।"

হেভেলক চমকিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

"আমি ভিখারিণী।"

"কিরূপে জানিব তুমি শত্রুদলস্থ নও?"

"শত্রুর দলস্থ কে? কে আমায় ভিখারিণী করিয়াছে, কে আমার কুসুমশয্যা হইতে উঠাইয়া কণ্টক-শয্যায় বসাইয়াছে? সাহেব! তোমার বড় ভয়, আমি শত্রুর পক্ষ।" ভিখারিণী উচ্চ হাস্য করিয়া বলিতে লাগিল, "আজ ৭ই, যদি দিন রাত চল, ১২ই তারিখে তোমার লেফটেনেণ্টের সৈন্যের সহিত মিলিত হইতে পারিবে।"

হেভেলক বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যথার্থ। ঘোরতর অন্ধকার, মুষল ধারে বৃষ্টি হইতেছে. হেভেলক সেনাদিগকে অগ্রসর হইতে আজ্ঞা দিলেন। ইংরাজ সৈন্য ফতেপুরের নিকট পৌঁছিয়াছে মাত্র, সম্বাদ পাইল শত্রু আসিতেছে। হেভেলক ভাবিল ভিখারিণী মানুষ নয়।

বিদ্রোহীরা বায়ুবেগে আসিয়া আক্রমণ করিল। ঝড়ের মুখে যেমন ধুলারাশি উড়িয়া যায়, মেজর রেনল্ডের সৈন্যেরা শত্রু আক্রমণে সেইরূপ পলাইতে লাগিল। উৎসাহে বিদ্রোহীরা নৃত্য করিতে লাগিল। কিন্তু সহসা সত্রাসে শুনিল পশ্চাতে গভীর নাদে তোপধ্বনি হইতেছে। শত্রুরা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। রেনল্ডের সৈন্য দলবদ্ধ হইবার সাবকাশ পাইল। অভ্রান্ত লক্ষ্যে মড্‌ সাহেবের পরিচালিত গোলন্দাজেরা শত্রু মধ্যে গোলা চালাইতে লাগিল। হেথা সেথা সর্ব্ব স্থানেই গোলা, বিরাম নাই, ঝাঁকে ঝাঁকে আসিতেছে, চারি দিকে মৃত্যু বিস্তার করিতেছে, তথাপি বিদ্রোহীরা সমর পরিত্যাগ করিল না। এবার বিদ্রোহীশ্রেণী হইতে উত্তর আসিল। অতি কঠোর নাদে কামানের প্রতিকূলে কামান গর্জ্জিল। শত্রু পক্ষে উত্তরোত্তর গর্জ্জন বাড়িতে লাগিল। হেভেলক সাহেব পদাতিক সৈন্য অগ্রসর হইতে

আজ্ঞা দিলেন। দৃঢ় লক্ষ্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পদাতিকদল বিপক্ষ গোলন্দাজের প্রতি গুলি বৃষ্টি করিতে লাগিল। শন্ শন্, ঝাঁকে ঝাঁকে, পঙ্গের ন্যায় গুলি চলিল। ক্রমে এ কামানে শব্দ নাই ও কামানে শব্দ নাই। শত্রুরা একে একে গুলি সমাকীর্ণ স্থান পরিত্যাগ করিল। তখন সেই ভীষণ রণভূমে ভীষণ কামান-ধ্বনি হইতে উচ্চৈঃস্বরে গোঁসাই চীৎকার করিতে লাগিল, "পলাইওনা! অল্পমাত্র শত্রু, এই ক্ষণেই পরাজয় করিব!" কোষমুক্ত তরবারি হস্তে শ্রেণীতে শ্রেণীতে ভীমনাদে ফিরিতে লাগিল। বিদ্রোহীরা আবার দাঁড়াইল, সহরের ভিতর উদ্যানের আড়াল হইতে তোপ ছাড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু মড্ সাহেব অসামান্য দক্ষতার সহিত পশ্চাদ্ভাগে কামান লইয়া স্থাপিত করিলেন। সম্মুখে প্রস্তর প্রাচীরবৎ দাঁড়াইয়া পদাতিক গুলি বৃষ্টি করিতেছে; বিদ্রোহীরা প্রাণ ভয়ে ইতস্ততঃ পলাইল। এবারে অশ্বারোহী আক্রমণে ধাবিত হইল। সহসা দশ জন অশ্বারোহী ইংরাজ অশ্বারোহীর গতিরোধ করিল। বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় শত্রুর তরবারি চমকিতে লাগিল। অশ্ব, আরোহী কদলীর ন্যায় পড়িতে লাগিল। প্রাণপণেও ইংরাজ অশ্বারোহী সিপাহী-দের পশ্চাদ্ধাবমান হইতে পারিল না। বিদ্রোহীরা পলাইবার অবকাশ পাইল, অশ্বারোহীগণও বায়ুবেগে পলায়ন করিল। ইংরাজের প্রথম জয় লাভ হইল।

যুদ্ধ জয় হইয়াছে, হেভেলক অশ্বের ঘাড়ের লোমে শোণিত সিক্ত তরবারি মুছিতেছেন, দেখেন সে ভয়ঙ্কর ভূমে সেই ভিখারিণী!

"সাহেব কি সাবকাশ পাইয়াছ! পশ্চাদ্ধাবমান হও! শত্রু-দিগকে দলবদ্ধ হইতে দিলে পাণ্ডুনদী কি রূপে পার হইবে?"

হেভেলক আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিলেন, "এ রণকৌশল কোথায় শিখিল?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"Was it a vision, or a waking dream?"

পাণ্ডুনদী খরতর বেগে বহিতেছে। কূলে বদ্ধশ্বাসে বিদ্রোহী সৈন্য ইংরাজের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। গোঁসাই বলিলেন, "সোমনাথ! তুমি আমার দুইটী আজ্ঞা পালন কর নাই। প্রথম আজ্ঞা, আমি সেই পাপিয়সীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তোমায় মানা করিয়াছিলাম। কিন্তু শুন নাই, সাক্ষাৎ করিয়াছিলে।"

সোমনাথ কুণ্ঠিত হইয়া উত্তর করিলেন, "প্রভু! বার বার লজ্জা দিবেন না।"

"দ্বিতীয় আজ্ঞা হেলন করিয়া বিবিদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিলে, কিন্তু তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই। কেবল এক জন বিবি পলাইয়াছে, আর সকলকে বধ করিয়াছি। তৃতীয় আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে কি? দেখ সোমনাথ! আমার মৃত্যু নিকট, চতুর্থ আদেশ করিতে পারিব না।"

"প্রভু, কি আজ্ঞা করুন। কিন্তু মৃত্যু হইবে এ রূপ আশঙ্কা করিতেছেন কেন?"

"আমি কাল দেখিয়াছি—কাল রাত্রে কাল দেখিয়াছি।"

"একি কথা!"

"কি কথা নয়, অনেক কথা। কাল রাত্রে ঐ বৃক্ষের তলায় আমার কাল বসিয়াছিল। ঐ খানেই আমার মৃত্যু হইবে। শুন, আমার আদেশ শুন! বিশ্বাসঘাতক রামচাঁদ ইংরাজ সৈন্যের মধ্যে আছে। উহাকে তোমায় বধ করিতে হইবে।"

"প্রতিজ্ঞা কিরূপে করিব? জয়ী না হইলে ত উহাকে পাইব না?"

"উপায় আছে।"

"কি উপায় বলুন?"

"আগে প্রতিজ্ঞা কর, যদি তাহাকে পাও, তবে বধ করিবে?"

"অবশ্য করিব!"

"শুন, এই রামপদক নাও।"

রামপদক দেখিয়া সোমনাথ বিস্মিত হইলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, "বিস্মিত হইবার কথা নাই। আর শুন। এই পত্রখানি সঙ্গে রাখ। এই পত্রের সহিত এই পদকখানি পাঠাইয়া দিবে, তাহা হইলে তোমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে দুরাচার আসিবে। পত্র খুলিও না।"

সোমনাথ পদক ও পত্র লইয়া বুকের ভিতর রাখিলেন, বলিলেন, "অনুগ্রহ করিয়া বলুন কাল কি রূপ দেখিয়াছেন।"

"ঐ বৃক্ষের গায়ে দেখ, লেখা আছে, 'জনার্দ্দন তোমার মৃত্যু নিকট!' যার হস্তাক্ষর, সে বহুকাল মৃত। আমার নাম জনার্দ্দন।"

"প্রভু! আপনার নাম জনার্দ্দন?"

"হাঁ। কি জানি, কোথা হইতে আমার প্রাণে কোমলতা উদয় হইতেছে। যেন হৃদয়-পরিপূর্ণ অনেক মৃত ছবি সম্মুখে আসিতেছে। প্রথমে সেই কারাগার দৃশ্য!"

গোঁসাই করযোড় করিয়া "পিতঃ! পিতঃ!" বলিয়া নমস্কার করিলেন।

"সে অস্পষ্ট স্বর এখনও শুনিতেছি। মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে, সেই মলিন বদন এখনও দেখিতেছি। এখনও শুনিতেছি, 'জনার্দ্দন! বিনা অপরাধে কারাগারে আমার প্রাণ গেল। প্রতিশোও-ও-ধ'!"

"প্রভু! আপনার পিতা কে?"

"আমার জন্মদাতা পিতা নয়, কিন্তু অন্নদাতা জন্মদাতার অধিক।" গোঁসাই করযোড়ে জানু পাতিয়া বলিতে লাগিলেন, "পিতঃ! পিতঃ! কেবল একটী মাত্র অপরাধ করিয়াছি। চঞ্চল প্রাণ স্থির করিতে পারি নাই; যুবতীর বিলোল কটাক্ষে ভুলিয়াছিলাম, কে জানিত তাহার দংশনের জ্বালা চিরদিন ভোগ করিব? পিতঃ! সে পাপের সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে।" সোমনাথের পানে চাহিয়া কহিলেন, "দেখ, আর একটী কায যদি পার।"

"মহাশয় আজ্ঞা করুন!"

"আমার কাল কে শুনিবে? শুন। আমি সন্ন্যাসী হইয়া বেড়াই, প্রতিহিংসা-তৃষা প্রবল। পারস্য রাজ্যের পাৎসাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব, পঞ্জাবে এক বাড়ীতে অতিথি হইলাম। আমি গান করিতেছি—যুবা বয়সে সুকণ্ঠ ছিলাম—সহসা দেখিলাম যেন কোন দেবী আমার সংগীতে মোহিত হইয়া স্বর্গ হইতে আসিয়াছে। দেবীও গান গাহিল, দুটী গানই তোমাকে শিখাইয়াছি। যদি আমার মৃত দেহ পাও, আমার শোণিতে আমার বুকে সেই গান দুইটী লিখিয়া দিও; আর যদি কখনও তোমার সুদিন হয়, আমার মৃত্যু তিথিতে গান

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

> " Strike, till the last warmed foe expires !
> Strike for your alter and your fires!
> Strike for the green graves of your sires !
> God and your native land. "

কানপুরের মাঠে আমরা ভিখারিণীকে উন্মত্তা দেখিয়াছিলা...। দূরে গোঁসাইকে দেখিয়াছিল, কিন্তু দেখিতে দেখিতে একটা গলির বাঁকে গোঁসাই কোথা লুকাইয়া গেল, ভিখারিণী আর দেখিতে পাইল না। আড্ডায় আড্ডায় খুঁজিতেছে; সকল স্থানেই উন্মত্ত সৈন্য, কেহ ধাক্কা দিল, কেহ মারিল। তাহার তত্ত্বের কেহ উত্তর দিল না। তার পর সন্ধান পাইল, নানা সাহেবের তাঁবুতে। সেথায় নাচ হইতেছে, সরাব চলিতেছে, কার সাধ্য প্রবেশ করে? সেথাও মার খাইয়া ফিরিল, কিছু দূরে অপেক্ষা করিয়া রহিল, গোঁসাই বাহিরে আসিবেন। দেখা পাইল না। একজনের নিকট শুনিল, গোঁসাই তাঁবুতে নাই। সৈন্য মধ্যে গিয়াছেন। তিল মাত্র অপেক্ষা না করিয়া তথায় চলিল। খবর পাইল, তথায় আ[illegible]। বহুকষ্টে সংবাদ দিল, একজন ভিখারিণী তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ [illegible]রতে চায়। গোঁসাই এলাহাবাদ আক্রমণের উদ্যোগে বড়ই ব্যস্ত ছিলেন, বলিলেন, "দূর করিয়া দাও!" ভিখারিণী আবার সম্বাদ পাঠাইল, "কোন মতে ছাড়েনা একবার দেখা করিতে চায়।" "কিছু দাও, দিয়া বিদায় কর।" আজ্ঞামত অর্থ দিতে গেল, ভিখারিণী ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, বলিল, "না, আমি দেখা করিব।" ইহাতে আবার প্রহার খাইল,

তবু ছাড়িল না। সকলে পাগল বিবেচনা করিল। অনেক বিনয় করাতে আবার গোঁসাইকে সংবাদ দিল। এ সময়ে গোঁসাইয়ের মন বড় উদ্বিগ্ন ছিল, বলিলেন, "গাছে বাঁধিয়া প্রহার করিয়া বিদায় দাও!" সকলে সেই রূপই করিল। ভিখারিণীর রাগের সীমা রহিল না, আর সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিল না।

যখন বিদ্রোহী সৈন্য হেভেলককে আক্রমন করিতে যায়, ভিখারিণী সন্ধান লইয়াছিল কোথায় যাইতেছে, কিরূপে আক্রমণ করিবে। সিপাহীরা জয়োন্মত্ত, বাজারে বাজারে বলিয়া বেড়াইতেছে, "আমরা এলাহাবাদ আক্রমণে যাইতেছি।" ইহাতে ভিখারিণী সমস্ত সন্ধান পায়, ও হেভেলককে সমস্ত সন্ধান দেয়। ফতেপুরের যুদ্ধের পর দেখিল, এয়ং গ্রামে পলাইত সৈন্য সমাবেশিত হইল। আবার সন্ধান নিল, ইংরাজ রোধের কিরূপ কল্পনা। আবার হেভেলককে সম্বাদ দিল। কিন্তু যখন ইংরাজ সৈন্য সিপাহীর কাছাকাছি হয়, ভিখারিণীর ভাবের পরিবর্ত্তন হইল--"কি সর্ব্বনাশ করিতেছি! আর এ কায করিব না। যাই, গোঁসাইয়ের পায়ে ধরিয়া বলি, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।" আবার ক্রোধের উদ্রেক হইতে লাগিল, আবার নরম হইল।

একটী বৃক্ষের তলায় ভিখারিণী বসিয়া নানাবিধ ভাবিতেছিল। অশ্বের পদশব্দে চাহিয়া দেখে হেভেলক। হেভেলক বলিলেন, "কি করিতেছ? যুদ্ধ নিকট, দেখিবে আইস। তুমি অতিশয় ইংরাজ-বৎসল। দেখিবে আইস, দুরাচারদিগকে কিরূপে দণ্ড দিই।"

ভিখারিণী বলিল, "না, আর আমি যাইব না। এবার আমি সিপাহীর দিকে।" হ্যাভেলক মুখের উপর এই উত্তর শুনিয়া আশ্চয্য

হইলেন, অভ্যাস বশতঃ তরবারে হস্ত পড়িল। পরক্ষণেই ভাবিলেন
"এ কি অদ্ভুদ প্রকৃতি !"

জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, এবার সিপাহীর দিকে হইলে কেন ?"

"হই নাই, হইব ভাবিতেছি।"

"তোমার পিঠে দাগ কিসের ?"

বলিবামাত্র ভিখারিণীর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। বড় চোখ যেন ফাটিয়া পড়ে, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে লাগিল। বিকট বদনে বায়ু টানিয়া, মুষ্টিবদ্ধ কর উত্তোলন করিয়া, চীৎকার করিতে লাগিল, "না, না, আমি সিপাহীর দলে না। তোমার তোপ নদীর ধারে লইয়া যাইয়া কি করিবে ? এয়ং গ্রামের উপর আন, নহেত এখনই সর্ব্বনাশ হইবে, পাছু হইতে আক্রমণ করিবে।

হ্যাভেলক ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এয়ং গ্রামে বিদ্রোহী আছে ? আমার সৈন্যেরা পাণ্ডুনদীর ধারে দেখিয়াছে।"

"উচ্চগ্রাম, কে গ্রামের ভিতর গিয়াছিল ? ঐ দেখনা, গ্রাম গাছে গাছে ঢাকিয়াছে।"

হ্যাভেলক দেখিলেন সত্য, যদি বিদ্রোহীর মধ্যে কিছু রণ-কৌশল থাকে, সে গ্রামেই অবশ্য শত্রু আছে। বলিলেন, "ভিখারিণি, তুমি বড় কার্য্য করিলে, কি চাও ? যাহা চাও গভর্ণরকে বলিয়া তাহাই দেওয়াইব।"

"তোমাদের জয়লাভ হ'ক এই চাই, আমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হ'ক এই চাই। দেখিতেছ না, বিনা অপরাধে আমার পৃষ্ঠে শোণিত পড়িতেছে। শোণিত ! শোণিত ! শোণিত চাই !"

বলিতে বলিতে ভিখারিণী ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গেল।

হ্যাভেলক তৎক্ষণাৎ মড্ সাহেবকে আজ্ঞা দিলেন। কিছু পরেই ইংরাজ তোপ মহানাদে এয়ংএর উপর অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল। বিদ্রোহীরা প্রস্তুত ছিল না, পাণ্ডুনদীর উপর আক্রমণ হইবে জানিত। বিদ্রোহীরা যুদ্ধে ভঙ্গ দিল।

তোপধ্বনি হইতেছে, বিদ্রোহীরা তাঁবু, বারুদ, কামান, গোলা-গুলি ফেলিয়া পলাইতেছে। সোমনাথ গোঁসাইকে বলিলেন, "আমাদের কৌশল বিফল হইল, এয়ংএর উপর আক্রমণ। এ পারে থাকিলে সমস্ত সৈন্য নষ্ট হইবে। এখনও ইংরাজ দূরে আছে, তাহাদের অশ্ব সৈন্য মজবুত নহে, আমরা পার হইতে পারিব। নদীর যেরূপ অবস্থা, পোল ভাঙ্গিয়া দিলে শীঘ্র তাহারা এ পারে আসিতে পারিবে না।"

গোঁসাই ঝালারাওর সহিত পরামর্শ করিলেন। ঝালারাও বলিল, "ঐ পারে চল।"

ধীরপদে ইংরাজ সৈন্য আসিতেছে, মধ্যাহ্ন তপনে অস্ত্র সকল ঝক্‌মক্ করিতেছে, দলে দলে চতুষ্কোন হইয়া অগ্রসর হইতেছে। রমানাথ সোমনাথকে বলিলেন, "যুদ্ধ নিকট, আমি তোমার নিকট থাকিব।"

"না, না, হেথায় থাকিও না। শীঘ্র সমরানল এই স্থানেই প্রজ্বলিত হইবে। এই স্থলে ইংরাজ কামান স্থাপন করিতে পারিলে আমাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিবে। দেখ, দূরে দেখ! চতুর্দ্দিক হইতে এই স্থান লক্ষ্য করিয়াই সেনা আসিতেছে। ঐ দেখ, অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ইংরাজের কামানশ্রেণী অগ্রসর হইতেছে! তুমি ও পারে যাও। এখনই

পোল ভাঙ্গিয়া পড়িবে, আর ও পারে যাইতে পারিবে না। পোল ভাঙ্গিবার পুর্ব্বে আমাদিগকে এ স্থান হইতে তাড়াইতে পারিলে ইংরাজেরা ওপারে সহজে যাইবে। তুমি বিলম্ব করিও না, শীঘ্র এ স্থান হইতে যাও, ক্ষণমধ্যেই তোপ নিকটবর্ত্তী হইবে।”

রমানাথ সোমনাথকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “আমি এই স্থানেই মরিব। আমায় বাধা দিও না।”

দেখিতে দেখিতে কালানল চমকিতে লাগিল। ঝাঁকে ঝাঁকে সংহাররূপী গোলা আসিতে লাগিল। বিদ্রোহী শ্রেণী হইতে মহাদম্ভে কামান গর্জ্জিল। ইংরাজের গোলায় সোমনাথের সৈন্যের বিশেষ হানি হইল না। উচ্চভূমি, চারিদিকে মৃত্তিকার প্রাচীর ও বৃক্ষ থাকায় ইংরাজ গোলন্দাজের চেষ্টা বিফল হইতে লাগিল। সাংঘাতিক লক্ষ্যে বিদ্রোহী-কামান তিন চারি দল চতুষ্কোনবদ্ধ শ্রেণী ক্ষয় করিল। পদাতিক এনফিল্ড বন্দুক হস্তে অগ্রসর হইল। তথাপি উচ্চভূমি, কিছুই করিতে পারে না। এবার সঙ্গীন লইয়া ইংরাজ ছুটিল। সোমনাথ চীৎকার করিয়া সেনাদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন, “এই আক্রমণ নিবারণ কর! এখনই ইংরাজ পদানত হইবে!”

ইংরাজ পৌঁহুছিল। মিশামিশি মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। আর্ত্তনাদ সিংহনাদে রণস্থল ভরিয়া গেল। কেহই হটে না, যেন দলবদ্ধ মহিষে মহিষে যুদ্ধ হইতেছে। এক পদ ভূমির নিমিত্ত শত শত ব্যক্তি প্রাণ দিতে লাগিল। ক্রমে ইংরাজ প্রবল হইল, মহাবায়ুর ন্যায় বল বাড়িতে লাগিল। সোমনাথ চাহিয়া দেখেন, তখনও পোল ভাঙ্গে নাই। ইংরাজকে নিবারণের নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন, চীৎকার

শব্দে সেনাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন, "ভয় নাই! এখনই ইংরাজ পরাজিত হইবে!" কিন্তু সকলই বিফল, বিদ্রোহী ভঙ্গ দিল! সোমনাথ দেখেন তখনও পোল ভাঙ্গে নাই, ভগ্নশ্রেণী সিপাহী পোলের উপর দিয়া পলাইতেছে। সর্ব্বনাশ! পিছু পিছু ইংরাজ পার হইবে। দ্রুত অশ্ব সঞ্চালনে পোলের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইংরাজেরাও দ্রুতপদে আসিতেছে, মৃত্যু সঙ্কল্প করিয়া সোমনাথ অশ্ব ছাড়িয়া দিলেন, যুদ্ধ প্রতীক্ষায় তরবারের ধার দেখিতেছেন। পাশে রমানাথ—সোমনাথ বলিলেন, "যাও, শীঘ্র ওপারে যাও, শীঘ্র ওপারে যাও! আমি এই স্থানে প্রাণ দিব।"

"আমি তোমার পাশে রহিলাম।"

বলিতে বলিতে ইংরাজ আসিয়া পড়িল। সম্মুখে পশ্চাতে অধ্যক্ষেরা গর্জ্জন করিতেছে, "কয়জন সৈন্যমাত্র? পদে দলিত করিয়া পার হও! এই কানপুরের পথ!" শত হস্তে সোমনাথ সৈন্যস্রোত প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি গাত্র ঘর্ষণ করিয়া, কানের নিকট ডাকিয়া, মস্তকের উপর দিয়া চলিতে লাগিল, তথাপি যুদ্ধে ক্ষান্ত দিলেন না। হঠাৎ পোলের একধার ভাঙ্গিয়া জলে পড়িয়া গেল।

মড্ সাহেবের বজ্রনাদী কামান সকল উচ্চ ভূমির উপর স্থাপিত হইয়া, ঝালারাওর সৈন্য বিদলিত করিতে লাগিল। ইংরাজ সৈন্য এপারে ওপারে পার হইতেছে, পলায়িত সৈন্যের পশ্চাৎ আশোয়ার ছুটিতেছে। বিদ্রোহী-দলস্থ এক ব্যক্তি দুই হস্তে দুই খান তরবারি লইয়া চালিতে চালিতে পোলের অপর পারে ইংরাজ বিরুদ্ধে দাঁড়াইল।

চারি দিক হইতে অস্ত্র বরিষণ হইতে লাগিল, ভ্রুক্ষেপ নাই! অস্ত্র চালিতেছে, গুলি লাগিয়াছে, কাতর নয়! অস্ত্র চালিতেছে, আশে পাশে সম্মুখে শত্রু পড়িতেছে! শত্রু-শোণিতে প্লাবিত, শত্রু-অস্ত্র-লেখায় ভূষিত, শত্রু-শবের উপর গোঁসাই উপুড় হইয়া পড়িলেন—যেন পরাজয়ে লজ্জিত হইয়া পড়িলেন! পাণ্ডুনদীর সমর অবসান হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"Come to the bridal chamber, Death!"

যামিনী ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। অবিরাম পাণ্ডুনদী কূলে প্রতিঘাত করিয়া বহিতেছে। ক্ষীণ চন্দ্রালোক কাঁপিয়া কাঁপিয়া নামিতেছে। গাছের পাতা নড়ে না। কেবল মাংসজীবীর কলরব। গৃধ্রের চঞ্চু-ধ্বনি। কদাচিৎ কোন মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ। প্রেতের ন্যায় রণভূমে কে? বিভিষিকা মুর্ত্তি, হাতে মশাল, এখানে ওখানে খুঁজিতেছে। "এই, এই আমার প্রাণনাথ!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। নীরব ভূমি প্রতিধ্বনিত হইল। কলনাদে পাণ্ডুনদী বহিতে লাগিল। "এই! এই আমার প্রাণনাথ!" ভিখারিণী গোঁসাইয়ের মস্তক কোলে লইয়া বলিল, "একবার চাও, একবার কথা কও! অনেক দিন বিরহ সহিয়াছি, একটী কথা কও!" গোঁসাই এখনও জীবিত—যেন এই কথা বলিবার জন্যই জীবিত ছিলেন, ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "কেও, তারা?"

গোঁসাই মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

ভিখারিণী উন্মাদিনীর ন্যায় বলিল, "আবার কথা কও! আবার কথা কও! চল, একত্রে যাই!"

ভিখারিণী বুকে ছুরি মারিয়া আনন্দে গাহিতে লাগিল—

জয়জয়ন্তী—মধ্যমান।

(রে শমন) আজি পুন সুখের বাসর!
ঘুচিল বিচ্ছেদ জ্বালা পেয়েছিরে প্রাণেশ্বর।
আমোদে আসে গৃধিনী, মম বাসরসঙ্গিনী,
কঠোর চঞ্চুর ধ্বনি সংগীত সুন্দর!
ফুরাইল নিরানন্দ, শবগন্ধ মকরন্দ,
শোণিত-চন্দনে দোঁহে হিম কলেবর।

পোল ভাঙ্গিয়া সোমনাথ জলমগ্ন হইয়াছিলেন। পাণ্ডুর স্রোতে বহু দূর ভাসিয়া যান, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। কূলে উঠিয়া ভাবিলেন, "যুদ্ধস্থানে ফিরিয়া যাই।" সিক্ত বসনে আসিতেছেন, দূরে "হুর্‌রে" নাদে বুঝিলেন, ইংরাজেরা জয়লাভ করিয়াছে। আত্মীয় স্বজন কে কোথায় জীবিত আছে, দেখিতে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। সহসা সে রণভূমিতে নারীকণ্ঠজনিত সংগীত। শব্দানুসারে দ্রুতপদে আসিয়া দেখেন, বক্ষে ছুরি—ভিখারিণী গাহিতেছে! কোলে গোঁসাইয়ের মৃতদেহ, পাশে উল্কা জ্বলিতেছে। সোমনাথকে দেখিয়া ভিখারিণী বলিল, "আইস, আইস! আমাদের পুনর্ম্মিলন দেখ!"

সোমনাথ বলিলেন, "দেবি! বুঝিয়াছি, আপনি আমার প্রভুর পত্নি!"

"আমি স্বামীর উদ্দেশে ভিখারিণী। আমি স্বামীর উদ্দেশে ধন, জন, সংসার, অপত্যস্নেহ, বিসর্জ্জন দিয়া ভিখারিণী হইয়া ঘুরিয়াছি। দেখ, দেখ! এখনও আমার স্বামীর ছবি আমি বক্ষে ধারণ করিয়া আছি। এই ছবির সহিত কথা কহিতাম, এই ছবি দেখিয়া জীবন ধারণ করিতাম, এই ছবি বুকে লইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়াছি, বুকের ছবি বুকেই রহিল। আজ আমার সুখের দিন, তাই এক জনকে দেখিতে সাধ হয়। দেখ দেখ, সে পোষাকটী কোথায়? যদি কাছে থাকে, তারে দিও।"

সতী পতি পাইয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

সোমনাথ রমানাথের তত্ত্ব করিতে লাগিলেন। রমানাথ অস্ত্রাঘাতে দারুণ পিপাসায় সেই পোলের এক পার্শ্বে পড়িয়া "জল জল" করিতে-ছেন। সোমনাথ জল লইয়া মুখে দিলেন। রমানাথ জল পানে কিঞ্চিৎ সবল হইয়া বলিলেন, "সোমনাথ! মরণ কালে আমার একটী কথা রাখ।"

সোমনাথ কহিল, "কি?"

"প্রতিজ্ঞা কর রাখিবে?"

"যদি রাখিবার মত হয় রাখিব।"

"ভালবাসার প্রতিদান না পাইলে কি যন্ত্রণা আমি বুঝিয়াছি। চন্দ্রা তোমায় ভালবাসে। চন্দ্রা সতী. তুমি তাহাকে গ্রহণ করিও। যদি কথা না রাখ, একটী অনুরোধ রাখিও। বলিও, মৃত্যুকালে তার নাম

আমার মুখে শুনিয়াছ।” কণ্ঠ ক্ষীণ হইল, বলিলেন “জল দাও।” আবার জল পান করিয়া বলিতে লাগিলেন, “দেখ, আমি সেই সোনার ফুলটি ফিরাইয়া দিবার জন্য গাছতলায় বসিয়া চন্দ্রাকে পত্র লিখিতে-ছিলাম, এক জন ভিখারিণী হঠাৎ আমায় বলিল, ‘চন্দ্রা কে?’ আমি যত দূর জানি পরিচয় দিলাম। ভিখারিণী আমার হাতে এক খানি চিঠী দিয়া বলিল, ‘যদি কখনও চন্দ্রার সহিত সাক্ষাৎ হয়, দিও। চন্দ্রার হাতে দিও, অন্য কোন উপায়ে পাঠাইওনা।’ এই ঘটনাটি বর্ণনা করিয়া চন্দ্রাকে তুমি এই চিঠী খানিও দিও।”

রমানাথের কঠিন প্রেম-পরীক্ষার অবসান হইল। প্রাণবায়ু ভগ্ন হৃদয় পরিত্যাগ করিল।

সোমনাথের বক্ষে জলধারা পড়িতে লাগিল। কত পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইল। গোঁসাই, তারা ও রমানাথের সংকার করিলেন। গোঁসাইয়ের কথামত দুইটী গান তাঁহার বুকে লিখিয়া সংকার করিলেন।* নরক্রিয়ায় স্বর্গগত আত্মা হাসিতে লাগিল!

১ম।

* (হের) গরল আগার!
নিবিড় তামসী ঢাক হৃদয় আমার।
বিরাম বিসর্জ্জন রসহীন জীবন
গগন ছাদন মম নিবাস কান্তার—
ভুবন ভ্রমণ একা পরিতাপ প্রাণে লেখা
নীরবে নিরাশ আসি গাহে হাহাকার!

MOHARAJA ... COOCH BEHAR.

নবম বিভাগ—প্রথম পরিচ্ছেদ।

"My parting breath shall boast you mine.
Good night! and joy be wi' ye a."—

দৈবজ্ঞের গণনানুসারে চন্দ্রার দিন সংক্ষেপ হইতেছে। মনের সাধ মনে রহিল, সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল না। সংসারে জল বুদ্‌বুদের ন্যায় ফুটিয়াছেন, জল বুদ্‌বুদের ন্যায় মিশাইয়া যাইবেন। "একা আসিয়াছি, একা রহিলাম, একা যাইব।" চন্দ্রার অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। মাকে মনে পড়িতে লাগিল। জ্ঞানোদয় পর্য্যন্ত মাতার বিরস বদন দেখিয়াছেন। সেই বিরস বদন খানি এখন নয়নে নিত্য দেখেন। জীবন লক্ষহীন কাটিয়া গেল। সন্ন্যাসীকে সর্ব্বদাই মনে পড়ে, কখনও অভিমান হয়, কখন ভাবেন, দেখা হইলে কি বলিবেন?

২য়।

শশী সোহাগিনী, মোদিনী যামিনী,
কুমুদ গন্ধ বিলায় বিলাসে—
কার বাদ সাধে—কার প্রাণ কাঁদে?
মরি, কেবা মগন নিরাশে!
কেন হেন প্রাণ বিসর্জ্জন?
কেন বিমলিন সরস যৌবন?
জ্বালা নিদারুণ দহে প্রাণ মন,
যদি ঢালি নয়ন বারি।—
সাধ নিবারি—
সযতনে রাখি কুসুম বাসে
যাহে প্রাণ বিকাশে।

কখনও যেন দেখা হইয়াছে, কি বলিতেছেন, সন্ন্যাসী যেন কি উত্তর দিয়াছে, আবার প্রত্যুত্তর দিতেছেন। এমনই কথায় কথায় মনকল্পিত সন্ন্যাসীর সহিত কথা কন। কখনও সন্ন্যাসী কথা বুঝে, কখনও অপ্রত্যয় করে। কখন যুদ্ধক্ষেত্রে সন্ন্যাসী পড়িয়াছে, কখন রাজা হইয়াছে, কখন যেন তিরস্কার করিতেছে। নিত্য নিত্য কুটীরের কথা মনে পড়ে। অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন, সন্ন্যাসী ঔষধ দিতেছেন। মানস নেত্রে দেখেন তাঁহার শয়ন গৃহে সন্ন্যাসী বসিয়া আছে। কত অনুনয় করেন, ভাবেন—এই কথা বলিলে সন্ন্যাসী যাইত না। দিন রাত্র সমভাবেই কাটে। এক দিন একজন এক্কাওয়ালা এক খানি চিঠী আনিয়া দিল। রমানাথের চিঠী। পড়িয়া দেখেন সন্ন্যাসী পাণ্ডুনদীর তীরে। অমনই প্রস্তুত হইলেন, অমনই যাত্রা করিলেন। আসিয়া দেখেন, পাণ্ডুনদীর সমর শেষ হইয়াছে। শুনিলেন, ভগ্ন সৈন্য কানপুরে পলাইয়াছে। কতই ভাবিতে লাগিলেন, সন্ন্যাসী অবশ্যই যুদ্ধ করিয়াছিল, যুদ্ধে কি মৃত্যু হইয়াছে? কিন্তু তথাপি দেখা উচিত।

চন্দ্রা কানপুরে চলিলেন। ইংরাজের বীরদর্পে কানপুর কাঁপিতেছে। রামচাঁদ হেথা সেথা বিদ্রোহীর অনুসন্ধান করিতেছে। চন্দ্রার বিরাম নাই। কানপুরে পৌঁছিয়া নিত্য সন্ন্যাসীর অনুসন্ধানে এখানে সেখানে ভ্রমণ করেন, শঙ্কায় তাঁহার হৃদয় স্থির নয়। তাঁহার মনে মনে আশা ছিল, সন্ন্যাসী জীবিত আছে, যদি কোন গুপ্তচর তাহাকে ধরে, প্রতিহিংসা-পরবশ ইংরাজ তখনই তাহাকে বধ করিবে। ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন একটী কুটীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় শোকসন্তপ্তা দীনা হীনা একটী রমণীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

দুঃখিণীকে দেখিয়া দুঃখিণীর হৃদয় আকর্ষিত হইল। চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! তুমি কে?"

কুটীরবাসিনী বলিল, "মা! আমার নাম শান্ত।" পাণ্ডুনদীর যুদ্ধের সময় গোঁসাই শান্তকে এই কুটীরে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার স্বামীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ করাইয়া দিবেন, নিদর্শন ভিন্ন তাহার স্বামী প্রত্যয় করে না, এই বলিয়া হারাণের গলার রামপদক খানি তাহার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়াছিলেন। প্রতারিতা শান্ত নিত্যই ভাবিত তাহার প্রাণনাথের সাক্ষাৎ পাইবে। দিন আশায় যাইত, রাত্রি কাঁদিয়া কাটিত। কাঁদিয়া কাঁদিয়া শান্ত তাহার দুঃখের ইতিহাস সমাপ্ত করিল। চন্দ্রাও কাঁদিতে লাগিলেন। নীরবে নয়নধারা বক্ষ বাহিয়া পড়িতে লাগিল। নীরব স্থান, নীরবে পরস্পর পরস্পরের মুখপানে চাহিতে লাগিল।

সহসা গোল উঠিল, "ওই! ওই! এল, এল! ম্লেচ্ছের হাতে প্রাণ গেল!" উভয়ে সচকিতে চাহিয়া দেখে, জনস্রোত উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া আসিতেছে। আবালবৃদ্ধবনিতা প্রাণভয়ে পলাইতেছে। একটী স্ত্রীলোকের সহিত গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া শান্তর পরিচয় হইয়াছিল—সে বলিল "পালাও! পালাও! এখনি পালাও, নহিলে ম্লেচ্ছের হাতে মারা যাইবে!" মনে ভয় হইল, সকলে পলাইতেছে, শান্তও পলাইতে লাগিল। সহর হইতে লোক দলে দলে ছুটিয়া আসিতে লাগিল—"ওরে মারিলরে! মারিলরে! কাহারও আর নিস্তার নাই!" চন্দ্রার ভয় ছিল না। ইংরাজি জানিতেন, সাহেবরা খৃষ্টান বিবেচনা করিত। তাঁহার সহরের ভিতর বাসা ছিল, ফিরিয়া চলিলেন। ভাবিতে

ভাবিতে যাইতেছেন—অন্য মনে চলিতে লাগিলেন। তখনও লোক দলে দলে পলাইতেছে। চন্দ্রা ভাবিলেন, “সহর হইতে লোক আসিতেছে, তবে কি এ দিকে সহর নয়?” চন্দ্রা ফিরিলেন। এবার যে দিক হইতে লোক আসিতেছিল, সেই মুখে চলিলেন। বাস্তবিক সে দিকে সহর নয়। জনস্রোত ভয়ে স্থির হইতে পারিতেছে না। এক বার এ দিক এক বার ও দিক করিতেছে। কথা এই, নীল সাহেব আসিয়া কানপুরে পৌঁছিয়াছেন। তিনি বিদ্রোহী কয়েদীর উপর অত্যন্ত কঠিন ব্যবহার করেন। জনরব তাহা বাড়াইয়া বলে, গোরা মাতাল হইয়া যারে পায় তারে কাটিতেছে, মুখে থুতু দিয়া জাতিনাশ করিতেছে।

চন্দ্রা যতই যান, ততই পথ শূন্য, চারিদিকে বন। এবার আরও বন। দূরে কার কণ্ঠস্বর? সন্যাসীর! শব্দ অনুসারে গিয়া দেখেন, কেহই নাই। সহসা দূরে এক জন স্থূলাকার চীৎকার করিয়া বলিতেছে, “আমি পেশোয়া! আমি পেশোয়া! আমার হুকুম কে না শুনিবে? এঁ্যা! এঁ্যা! কি, পরাজয়? কি, পরাজয়? সর্ব্বস্ব হারাইলাম! এবার বনের পশুর সহিত বাস করি, নহে ইংরাজের হস্তে কি রূপে পরিত্রাণ পাইব?” চন্দ্রা দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, তাহার সঙ্গে আর একজন আছে, বৃক্ষের আড়ে দেখা যাইতেছে না। চন্দ্রা ভাবিলেন, ইহারা ডাকাইত। পাশে ঝোপ ছিল, ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিলেন। যাহারা কথা কহিতেছিল, ক্রমে তাহারা নিকটে আসিল। যেখানে চন্দ্রা লুক্কাইত ছিলেন, তাহার নিকটে একটা গাছের তলায় বসিল। চন্দ্রা সভয়ে দেখিলেন দস্যুর সর্দার রামচাঁদ ও তাহার

সহিত একজন স্থূলাকার পুরুষ। স্থূলাকার বলিতেছে, " কি বল, এখনও উপায় আছে? আমার দলবল কোথায়?"

রামচাঁদ উত্তর করিতেছে, " আছে। পেশোয়া সাহেব! এইখানে অবস্থিতি করুন। আপনার সেনাপতিদিগকে লইয়া এইখানে আসিব।"

পেশোয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, " এক্ষণে কোথায় যাইবে?"

" সহরে।"

" সহরে কেন?"

" সাহেবদিগের সন্ধান লইতে।"

" যাও, যাও, আবার আক্রমনের সুযোগ পাইব। কিন্তু আমি হেথায় আছি, তুমি কিরূপে সংবাদ পাইলে?"

" আমি আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পলায়ন করি।"

" কি? তুমি কি যুদ্ধ করিয়াছিলে? কৈ, তোমাকে ত দেখি নাই?"

" আমি মিরাট সৈন্যে ছিলাম, দিল্লী হইতে সম্প্রতি আসিয়াছি।"

" মিরাট সৈন্যে ছিলে?"

" হাঁ।"

" দিল্লী হইতে ত কোন দল আসে নাই?"

" আমি দিল্লী হইতে সংবাদ লইয়া আসিতেছিলাম। যে দিন কানপুরে পৌঁছি, সেই দিনই যুদ্ধ বাধে।"

" সংবাদ কারে দিলে? কৈ, পত্র ত দাও নাই?"

" সুন্নি সাহেবকে দিয়াছি।"

" যাও।"

রামচাঁদ যাইতে পারিলে বাঁচে। নানাসাহেব স্থূলাকার, তাহাকে ধরাইতে পারিলে যায়গীর পাইবে সন্দেহ নাই। রামচাঁদের প্রতি দৈব অনুকূল; ক্ষুদ্র বদমায়েস খুজিতে গিয়া সর্দ্দার পাইয়াছে। বিদ্রোহী দলে রামচাঁদ অনায়াসে মিশিতে পারে, গোঁসাইয়ের পত্র দেখাইয়া তাহার বিশেষ কার্য্য হইত। পাণ্ডুনদীর যুদ্ধের পর তাহার আর শঙ্কা ছিল না! বিদ্রোহী দলের যাহারা যাহারা তাহাকে চিনিত, কেহই জীবিত নাই। বিদ্রোহী দলের তিন জন মাত্র তাহাকে চিনিত। গোঁসাই আর তাঁহার দুই চেলা। পাণ্ডুনদীর যুদ্ধে তিন জনই মরিয়াছে। সোমনাথ যে জীবিত আছে, তাহা জানে না। যুদ্ধের পর গোঁসাই ও তাহার একজন চেলাকে রণভূমে পতিত দেখিয়াছে, আর যে পোল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়, ইংরেজ শিবিরে তাহার সাহসের সুখ্যাতি হইতেছিল, বর্ণনায় বুঝিয়াছিল, সোমনাথ। তবে আর কে চেনে, ভয় কি? একা হেথা সেথা যাইতে সঙ্কুচিত হইত না। যদি বিদ্রোহীরা ধরিত, গোঁসাইরের পত্র দেখাইলে, তখনই ছাড়িয়া দিত। রামচাঁদ মহা আহ্লাদে সহর অভিমুখে চলিল। নানাসাহেব আবার ডাকিলেন, "শুন, আমার অধ্যক্ষদিগকে বলিও সোমনাথ জীবিত আছে।"

রামচাঁদ জিজ্ঞাসা করিল, "সোমনাথ কে?"

"সোমনাথ কে জান না? যে একা পাণ্ডুনদীর যুদ্ধে ইংরাজের গতি রোধ করিয়াছিল। আমরা ভাবিয়াছিলাম পোল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া তাহার মৃত্যু হয়। কিন্তু না, যুদ্ধের দিন দেখি, আমার পাশে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতেছে। যখন পলাই, আমার ঘোড়া নাই, সে আমাকে তাহার ঘোঁড়ার উপর তুলিয়া পলায়ন করিল। সে আমার হৃদবন্ধু। যুদ্ধে

জয় হইবে, এখনও সোমনাথ জীবিত আছে! আবার পেশোয়া হইব! আবার পেশোয়া হইব! সোমনাথকে বুঝিয়াছ?"

"হাঁ—তাহাকেও থাকিতে বলিবেন।"

"হাঁ হাঁ, অধ্যক্ষদিগকে লইয়া আইস।"

রামচাঁদ চলিয়া গেল।

সহসা চন্দ্রা বাহির হইয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়, পলায়ন করুণ! ও শত্রু, আমি উহাকে জানি।"

"এঁ্যা! এঁ্যা! শত্রু? সত্য বলিতেছ?"

চন্দ্রা সকল কথা বিস্তার করিয়া বলিলেন।

নানাসাহেব দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন—"আমায় কে ধরে? সে এখনও জন্ম গ্রহণ করে নাই। আমি চিরদিন স্বাধীন থাকিব, বনে স্বাধীন থাকিব।" বলিতে বলিতে স্থূল কলেবর নাড়িয়া নানাসাহেব প্রস্থান করিলেন।

রামচাঁদ যে পথে প্রস্থান করিয়াছে, সহরের পথ ভাবিয়া চন্দ্রাও সেই পথে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু পথ চিনিতে পারিলেন না। যে পথে যাইতেছেন ইহাও অতি নির্জ্জন স্থান। বৃহৎ বট অশ্বথের শাখ[illegible] শাখায় মিশামিশি। বন্য লতা বেড়িয়াছে, মাঝে মাঝে [illegible] বনফুল ফুটিয়াছে। কে একজন গাছের তলায় অন্য মনে কি দেখিতেছে। ঐ সেই সন্ন্যাসী! চন্দ্রা দ্রুতপদে আসিয়া বলিলেন, "সন্ন্যাসী! তুমি হেথায়?"

কথার উত্তর নাই। সন্ন্যাসী আপনার মনেই দেখিতেছে। কি দেখিতেছে? বুঝি কেহ ধরিতে আসিতেছে কিনা তাহাই লক্ষ্য

করিতেছে। চন্দ্রা আবার বলিলেন, "এ স্থানে রহিও না। তোমায় ধরিবার জন্য লোক ফিরিতেছে। যাও, এস্থান হইতে পলাও!"

সন্ন্যাসী ফিরিয়া দেখিলেন, বলিলেন, "ধরিতে আসুক। তুমি এ স্থান হইতে যাও। যাও, শীঘ্র যাও!"

চন্দ্রা তথাপি বলিলেন, "তুমি বুঝিতেছ না, সম্পূর্ণ বিপদের আশঙ্কা!"

সন্ন্যাসী এবার রূঢ় বাক্যে উত্তর করিলেন, "তোমার কি? তুমি যাও, আপনার পথ দেখ। যাও, যাও বিরক্ত করিও না।"

চন্দ্রা আবার দীন বচনে বলিতে লাগিলেন, "তুমি জান না। কথা শুন, ইংরাজ ধরিতে পারিলে প্রাণ বধ করিবে।"

এবার সন্ন্যাসী অতি কর্কশ স্বরে বলিলেন, "তুমি যদি না যাও, তোমায় তাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইব।"

চন্দ্রার চক্ষে জল আসিল, সম্বরণ করিলেন। ধীরে ধীরে ফিরিলেন। যান, আবার ফিরিয়া চান। সন্ন্যাসী সমভাবেই আছে। আবার চান, সন্ন্যাসীর সেইভাব, এক মনে কি দেখিতেছে। ভাবিলেন, "ফিরিয়া যাই, আবার নিষেধ করি।" কিন্তু সন্ন্যাসীর কঠোর কটাক্ষ, কর্কশ বচন নিরস্ত করিল। যাইতে প্রাণ চায় না, চলিলেন। পদ টানিয়া লইয়া চলিলেন। আর সন্ন্যাসীকে দেখা যায় না। সহরের অভিমুখে চলিলেন। দেখেন, লোক পলাইতেছে, বন্দুক হস্তে গোরা আসিতেছে। আর গেলেন না। গোরারা কোন্ দিকে যায়, দেখিতে লাগিলেন।

রামচাঁদ সহরে প্রবেশ করে, একজন মুটিয়া তাহার হস্তে একখানি

পত্র দিল। পত্র খুলিয়া দেখে, ভিতরে একখানি রামপদক। পত্রে লেখা—"নাথ! আমি এখনও জীবিত আছি। যদি অধিনীকে দর্শন দেওয়া অভিমত হয়, একবার এই লোকের সহিত আসিবেন। নিদর্শন এই রামপদক, স্মরণ থাকিবে হারাণের গলায় ছিল।—শান্তমণি দেবী।"

রামচাঁদ অস্থির, উন্মাদ হইয়া উঠিল। "শান্ত! কোথায় শান্ত? আমায় লইয়া চল। হা হতভাগিনি! তুমি কতই দুঃখ পাইয়াছ!"

রামচাঁদের সকল কার্য্য পড়িয়া রহিল, বুক ঢিপ্ ঢিপ্ নাচিতে লাগিল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া বাহকের পশ্চাৎ চলিল। হটাৎ আর বাহককে দেখিতে পাইল না! হেথা বন, বটগাছের ছাওয়ায় অন্ধকার। সহসা এক ব্যক্তি তরবার হস্তে দিয়া বলিল, "যুদ্ধকর!" রামচাঁদ চাহিয়া দেখিল, সন্ন্যাসী। সে অবস্থায় সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তাহার হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া গেল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "যুদ্ধকর, নহে বিনা যুদ্ধে মর!"

রামচাঁদ বুক বাঁধিয়া তরবার ধরিল। বলবান ছিল, যুদ্ধ করিতে লাগিল। যুদ্ধ হইতেছে, একবার সোমনাথ হটে, একবার রামচাঁদ হটে। এই তরবার তরবারে ঠেকে, ঐ তরবার তরবারে ঠেকে। তরবার ঝণঝণি, অগ্নিকোনা ফুটিতেছে, তরবারের বেড়ার মধ্যে দুইজন ঘুরিতে লাগিল। বায়ুবেগে একজন স্ত্রীলোক দৌড়িয়া আসিয়া মধ্যস্থলে পড়িল—"হারাণ!—কি কর!—নাথ!—কি কর!"

উভয়ে দেখিল—শান্ত!

"শান্ত! শান্ত!" রামচাঁদ দৃঢ় আলিঙ্গন করিল। দূরে পিস্তলের

"কেন, তুমি ত তারে ভালবাস?"

অবলা সজল নয়নে বলিতে লাগিল, "তাঁহার সহিত যে কার্য্য ছিল, সম্পূর্ণ হইয়াছে। আর দেখা করিতে চাই না।"

"এ বড় বিচিত্র কথা!"

"মাগো! স্ত্রীলোকের প্রাণে কত সয়? আমার যা বলিবার ছিল, কার্য্যে বলিয়াছি—আর দেখা করিব না।"

নয়নজলে চন্দ্রার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। জেলের দৃশ্য স্মৃতিপথে উদয় হইতে লাগিল। অভিমান প্রবল হইল। চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "মা! আমার চক্ষে জল আর কেহ দেখিতে পাইবে না।"

"বৎস! তোমার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

"মা! আমার মন আমি জানিনা, কি রূপে বুঝাইব? বুঝিতে পারিতেছি না, কেনই সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াছিলাম? তাহার সহিত কি প্রয়োজন ছিল, তাহাও বুঝিতেছি না। মস্তিষ্ক ঘুরিতেছে, প্রাণ ঘুরিতেছে, সংসার ঘুরিতেছে! কিন্তু এই মাত্র স্থির, আমি আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব না। সাক্ষাৎ হইলে রোদন সম্বরণ করিতে পারিব না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"I only know, we lov'd in vain,
I only feel—Farewell! Farewell!"

কলিকাতায় আসিবামাত্র শান্তকে ছাড়িয়া দেয়। শান্ত নিত্যই কারাগারের দ্বারে বসিয়া থাকিত—যদি কোন রূপে একবার দেখিতে

পায়! হটাৎ কারামুক্ত হইয়া হারাণ বাহির হইলেন। শান্তকে দেখিয়া বলিলেন, "মা! আমার মার্জ্জনা হইয়াছে।"

শান্ত আহ্লাদে গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, মস্তকে শত শত চুম্বন প্রদান করিল। হারাণ সেক্রেটারির নিকট অদ্ভুত সম্বাদ শুনিয়াছিলেন। একটী হিন্দু স্ত্রীলোক তাঁহার নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থণা করিয়া লইয়াছে! অনুমান করিতে লাগিলেন—চন্দ্রা। চন্দ্রা তাঁহার পার্শ্বে গুলিতে আহত হইয়া পড়িয়াছিল; জীবিত আছে কি না, জানেন না। কিন্তু আর তাঁহার নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিবে কে? রমানাথের বাক্যে এখন তাঁহার সম্পূর্ণ প্রত্যয়। চন্দ্রা সতী, ও তাঁহার অনুরাগিনী।

কানপুরে রামচাঁদের দেহ অনুসন্ধান করিতে যাইবেন ভাবিলেন। কিন্তু যদি চন্দ্রা থাকে, রমানাথ-প্রদত্ত চিটী দিবেন। তিনি যে তাঁহার পিতাস্বরূপ রামচাঁদের মৃত্যুর কারণ, ইহাতে তাঁহার বড়ই ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। চন্দ্রাকে দেখিতেও প্রাণ ব্যাকুল হইতে লাগিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, চন্দ্রা কেবল তাঁহার নিমিত্তই কানপুরে গিয়াছিল, তাঁহার নিমিত্তই অশেষ যন্ত্রনা সহ্য করিয়াছে। ভাবিলেন একবার দেখা করিবেন। মন ভুলিতেছে—"চন্দ্রা ভালবাসে! কিন্তু আমি সন্ন্যাসী। যাহা হউক, চন্দ্রার সহিত সাক্ষাৎ করিব। চিটী দিবারও ত প্রয়োজন আছে?" নানাভাবে তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইতে লাগিল।

শান্তকে বাসায় রাখিয়া হারাণ চন্দ্রার বাটীর অভিমুখে চলিলেন। দ্বারপালকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন চন্দ্রা বাড়ীতে আছে। সেই

আওয়াজ, রামচাঁদ কদলীর ন্যায় পতিত হইল। অশ্বের পদশব্দে জানা গেল, আহতকারী বনমধ্যে পলায়ন করিল। আহতকারী নানা-সাহেব. বিশ্বাসঘাতকের দণ্ড দিয়া প্রস্থান করিলেন।

"শান্ত! শান্ত!"

শান্ত পাগলিনীর ন্যায় কর্ত্তব্যজ্ঞানবিহিনা—"হায়! কি হইল! পাইয়া হারাইলাম!"

"শান্ত! এই কি আমার হারাণ?"

ক্ষীণকণ্ঠে রামচাঁদ বলিতে লাগিল, "হারাণ! তুমি আমার পুত্রের স্বরূপ। মরণে আর আমার ক্ষোভ নাই। সংসার সুখপূর্ণ! আমি স্ত্রী পুত্রের সাক্ষাতে প্রাণত্যাগ করিতেছি। হারাণ কাছে এস! শান্ত কাছে এস! আ-আ-র কিছু দেখিতে পাই না—"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"Oh! blessed are the lovers and friends who shall live
The days of thy glory to see!
But the next dearest blessing that Heaven can give
Is the pride of thus dying for thee!"

"পট্! পট্! পট্!" চতুর্দ্দিকে বন্দুকের আওয়াজ। "প্রাণ গেল! কাহারও রক্ষা নাই! পলাও পলাও!" চারি দিকে শব্দ।

চন্দ্রা দ্রুত পদে আসিয়া বলিলেন, "সন্ন্যাসী, পলাও! গোরায় তোমার প্রাণ বধ করিবে। পলাও!"

বলিতে বলিতে সোমনাথের কানের গোড়া দিয়া একটা গুলি গেল। চন্দ্রা ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "পলাও, রক্ষা নাই, পলাও!" দূরে এক জন গোরা সোমনাথকে লক্ষ্য করিতেছে, বন্দুকের লক্ষ্যে আপনার দেহ দিয়া চন্দ্রা সোমনাথকে আবরণ করিলেন। গুলি আসিয়া চন্দ্রার গায়ে লাগিল—ছিন্ন স্বর্ণলতার ন্যায় চন্দ্রা ভূমিতলে পতিত হইলেন।

এমন সময় হিন্দুস্থানীর পরিচ্ছদ-পরিধানা একটা বিকটাকার শ্বেত রমণী গোরাদিগকে তিরস্কার করিয়া ইংরাজিতে বলিতে লাগিল, "কারে বধ কর? আমার জীবনরক্ষাকর্ত্তাকে বধ করিও না।" গোরা থামিল, বন্দুক মারিল না। কিন্তু সোমনাথকে আসিয়া ধরিল। বিবি চীৎকার করিতে লাগিল, "বাঁধিও না—বাঁধিও না! আমার জীবনরক্ষাকর্ত্তাকে বাঁধিও না।

গোরা উত্তর করিল, "জান না, এ বিদ্রোহী।"

তখন শান্ত সোমনাথকে ধরিল। আর্ত্তনাদ করিয়া বলিতে লাগিল, "কোথায় লইয়া যাও? আমার বাছাকে কোথায় লইয়া যাও! আমি বাছাকে বহুদিনের পর পাইয়াছি, কোথায় লইয়া যাও? এক দিনে পতিপুত্র পাইলাম, এক দিনে হারাইব? হা ভগবান! একি সত্য? এ স্বপ্ন! আমি ছাড়িব না, আমায় বধ কর, আমার বাছাকে ছাড়িয়া দাও!"

গোরা ছাড়িল না, শান্তকে জোর করিয়া হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল। শান্ত দৃঢ় আলিঙ্গনে ধরিয়াছিল, কোন মতেই ছাড়াইতে পারিল না।

"কোথায় লইয়া যাও? কোথায় লইয়া যাও? আমার বাছাকে

ছাড়। আগে আমায় বধ কর, তারপর লইয়া যাও। ওহো, কি হইল!”

শান্ত মূর্চ্ছাগত, কিন্তু তথাপি সোমনাথকে ছাড়ে নাই। গোরারা ছাড়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু যেন বজ্রে বজ্রে খিল লাগিয়াছে, কিছুতেই ছাড়িল না। বিবি বলিতে লাগিল, “ছাড়িয়া দাও—ছাড়িয়া দাও! এ বিদ্রোহী নয়, আমার জীবন রক্ষা করিয়াছে। চল, তোমার সাহেবের কাছে আমি যাইতেছি, দেখি, কেমন না ছাড়িয়া দেয়!” গোরারা শুনিল না, টানিয়া লইয়া চলিল। শান্ত মূর্চ্ছাগত, কিন্তু হারাণকে ছাড়ে নাই। উভয়কেই টানিয়া লইয়া চলিল। চন্দ্রার বেশ যদিও হিন্দুস্থানীর মত, রং দেখিয়া গোরা মনে করিল, “এ একজন ফিরাঙ্গী, প্রাণভয়ে এরূপ বেশ করিয়াছে।” চন্দ্রাকেও তুলিয়া লইল। কানপুরে নীল সাহেবের কাছে লইয়া উপস্থিত হইল।

নীল সাহেবের কেবল একটী কামিজ গায়ে, পেটীতে তরবার ঝুলিতেছে। গোরারা ১০।১৫ জনকে ধরিয়া তাঁহার সম্মুখে খাড়া করিল। তিনি চুরট খাইতে খাইতে তরবার লইয়া এর মাথায় তার মাথায় দিয়া ৪।৫ জনকে শেষ করিলেন। সোমনাথ—এখন হারাণ বলিব—হারাণকেও বধ করিতে যান, বিবি চীৎকার করিয়া বলিল, “বধ করিও না!” নীল সাহেব বিস্মিত হইয়া ছাড়িলেন। বিবি বলিতে লাগিল, “এই মহাত্মা আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, আমাদের কুড়ি জনকে শত্রুশিবির হইতে লইয়া ছাড়িয়া দেন। এই কাপড় ইনিই দেন, তাই বিদ্রোহীরা আমায় চিনিতে পারে নাই। আমি গাছের পাতা, লতার মূল খাইয়া জীবন ধারণ করিয়া আছি।”

নীল সাহেব বলিলেন, "ইহাকে কয়েদ রাখ, কলিকাতায় চালান দিবে।" চন্দ্রাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কে?"

গোরারা উত্তর করিল, "বোধ হয় একজন ফিরাঙ্গীর স্ত্রী।"

"আঘাত লাগিল কি রূপে?"

"বলিতে পারি না। আমরা পিস্তলের আওয়াজ অনুসারে গিয়া গ্রেপ্তার করি। বোধ হয় কোন বিদ্রোহী মারিয়া থাকিবে।"

"হাঁসপাতালে পাঠাও।"

বিবি বলিলেন, "না, আমার বাড়ীতে রাখিব।"

"এ স্ত্রীলোক কে?"

"কয়েদীর কোন আপনার লোক।"

"উহাকেও কলিকাতায় চালান দাও।"

দশম বিভাগ।—প্রথম পরিচ্ছেদ।

"Wilt thou draw near the nature of the gods?
Draw near there then in being merciful:
Sweet mercy is nobility's true badge!"

তিন দিনের পর চন্দ্রার চৈতন্য হয়। বিবি শিয়রে বসিয়া আছেন,' চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?"

"আমি বন্ধু।"

"যদি বন্ধু হন, আমার প্রাণ রক্ষা করুন—সন্ন্যাসীর কি হইল বলুন।"

বিবি বুঝিলেন কোন সন্ন্যাসী। বলিলেন, " কলিকাতায় চালান হইয়াছে, বিচার অপেক্ষায় কারাগারে রহিয়াছে। "

" তবে উদ্যোগ করুন, আজই কলিকাতায় যাইব। "

বিবি উত্তর করিলেন, " আমি না গেলে বিচার হইবে না। "

" না, না, আমি আজই যাইব। "

" পথে মারা যাইবে, আমি ছাড়িতে পারিব না। "

চন্দ্রা বলিলেন, " যাইব। "

উঠিতে গিয়া মাথা ঘুরিয়া গেল, আবার অচেতন হইয়া পড়িলেন। চন্দ্রার ঘোরতর জ্বর হইল, দুই পক্ষের পর আরোগ্য লাভ করেন। ডাক্তারকে বলিলেন, " ডাক্তার সাহেব! আমায় কলিকাতায় যাইতে দাও, নচেৎ বাঁচিব না। " ডাক্তার দেখিলেন, যেরূপ মনের অবস্থা, কাহিল অবস্থায় যাওয়া আশঙ্কা আছে বটে, কিন্তু আটক করিলে আরও আশঙ্কা। চন্দ্রা ও বিবি উভয়ে কলিকাতায় রওনা হইলেন।

কলিকাতায় তখন লর্ড ক্যানিংকে কাগজে শত সহস্র তিরস্কার করিতেছে। তিনি বাঙ্গালায় মারস্যাল ল (Martial Law) প্রচার করেন নাই। নীল সাহেব বলিয়াছিলেন, বিদ্রোহীদিগকে অশেষ যন্ত্রনা দিয়া বধ করা হউক। তাহাতেও অসম্মত ছিলেন। আবার কাউন্‌সিলে তর্ক করিতেছেন, যাহারা স্মরণাগত হইবেন তাহাদের ক্ষমা করিবেন। সকলেই বিরূপ, সকলেই বিপক্ষ। কাউন্‌সিলের মেম্বরেরা বিরুদ্ধে তক্তা তক্তা কাগজ লিখিতেছে। কিন্তু দয়াবান ক্যানিং অটল! তিনি স্মরণাগতকে ক্ষমা করিবেন।

নিজ কক্ষে পায়চারি করিতেছেন, একটী স্ত্রীলোক জানু পাতিয়া সম্মুখে বসিল।

"পিতঃ! ক্ষমা করুন!"

ক্যানিং সে স্থানে হিন্দু স্ত্রীলোক দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইলেন; কিন্তু মুখে কোন ভাব প্রকাশ পাইল না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?"

"আমি অভাগিনী।"

"কি চাও?"

"এক ব্যক্তির জীবনদান।"

"কে সে?"

"একজন বিদ্রোহী।"

"সে কিরূপে হইতে পারে?"

রমণী সকাতরে বলিতে লাগিল, "পিতঃ! আপনি দয়ার সাগর! —বড় আশায় আসিয়াছি, নৈরাশ করিবেন না। আমি শুনিয়াছি, আপনার নাম লইলে শৃঙ্খল খসিয়া পড়ে, ফাঁসীর রজ্জু ছিঁড়িয়া যায়, তরবারি ভগ্ন হয়! বামাকে নিরাশ করিবেন না। আমার প্রাণের প্রাণ যাচ্ঞা করিতেছি। আমি বড় অভাগিনী! পিতঃ! ক্ষমা করুন।"

"সে ব্যক্তি কোথায়?"

"বিচার অপেক্ষায় কারাগারে আছে।"

"আমি তাহার বিষয় না শুনিলে বলিতে পারি না।"

রমণী সজল নয়নে লর্ড ক্যানিংএর ভাবহীন বদন পানে চাহিয়া

রহিল। স্থির শান্ত মূর্ত্তি! দয়ার্দ্র কঠিনতার কোন চিহ্নই দৃষ্ট হয় না। যখন রাজ্য টল্ টল্ করিতেছে, তখনও সেই মূর্ত্তি; এখন করগত, এখনও সেই মূর্ত্তি! অচল স্থির প্রস্তর মূর্ত্তি। রমনী আবার বলিতে লাগিল—"একজনের অপরাধে দুই জনের প্রাণ বধ কি নিমিত্ত করিবেন? সেই বিদ্রোহী, আমি আপনার প্রজা—কন্যা! আমার প্রাণ বধ কি নিমিত্ত করিবেন? পিতঃ! আপনি দয়াগুণে শ্রেষ্ঠ—কেবল কি অভাগিনীর প্রতি প্রসন্ন হইবেন না? জগৎ আপনাকে দয়াবান বলিবে—সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত আপনার গুণগানে প্রতিধ্বনিত হইবে! কেবল কি এই অবলা জানিবে আপনার হৃদয়ে দয়া নাই? কেবল কি আমার প্রতি কঠিন হইবেন? পিতঃ! অভাগিনী পিতার মুখ দেখে নাই, বাল্যকালে মা মমতা ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, সমাজে স্থান দেয় নাই, কখনও কোন সাধ পূর্ণ হয় নাই, অভাগিনী কেবল দুঃখ পাইয়া আসিতেছে। পিতঃ! তুমিই এই দুঃখময় জীবন সুখময় করিতে পার! রাজ্যেশ্বর! ঈশ্বরের প্রতিনিধি! আমার প্রতি দয়া কর!" অতি কাতরোক্তি, অতি মধুস্বরে নিঃসৃত হইল। লর্ড ক্যানিংএর অবিচলিত বদন বিচলিত হইল। বলিলেন, "যাও! তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।"

মহানন্দে অবলা লাফাইয়া উঠিল। অমনি মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমি-তলে পড়িল।

যখন চৈতন্য হইল, জননীরূপা লেডি ক্যানিং তাহার শয্যার পার্শ্বে মধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন, "স্থির হও, কোন চিন্তা নাই, তোমার স্বামীর মার্জ্জনা হইবে।"

"আমার স্বামী? আমার স্বামী কে?"

"তোমার স্বামীর নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা কর নাই? তবে কি তোমার ভাই?"

"না, কেহই নয়। একজন সন্ন্যাসী।"

"নাম কি?"

"জানি না।"

লেডি ক্যানিং আরও বিস্মিতা হইলেন—"তবে কিরূপে জানিব?"

"একটী স্ত্রীলোকের সহিত কানপুর হইতে আসিয়াছে। সে স্ত্রীলোক বোধ হয় তার মা। আমি কারাগারে গেলে চিনিতে পারিব।"

"না, তোমায় যাইতে হইবে না।"

লেডি ক্যানিং আরদালীকে একটু পেনসিলে লিখিয়া ন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি হেথায় কিরূপে আসিলে?"

"মেথ্‌রাণীকে মদ খাওয়াইয়া, তাহার পোষাক পরিয়া রাত্রে প্র করিয়াছি। খাটের নিচে লুকাইয়া ছিলাম।"

কিছু পরেই গভর্ণমেণ্ট হাউস হইতে প্রাইভেট সেক্রেটারি হইলেন। খবর আনিলেন, "কানপুর হইতে মা পুত্রে আসিয়াছে তাহার নাম সোমনাথ।"—লেডি ক্যানিং হাসিলেন, "তুমিও তা পাশে আহত হইয়া পড়িয়াছিলে?"

"হাঁ, জননি।"

"বুঝিয়াছি, তাহার নাম সোমনাথ। ক্ষমাপত্র লইয়া স্বয়ং যাও স্বয়ং উদ্ধার করিয়া আন।"

"না, মা! আমি যাইব না।"

চিটীখানি পাঠাইলেন, খামের মোড়কের উপর লিখিয়া দিলেন, "সন্ন্যাসী।" প্রতীক্ষা করিতেছেন, চন্দ্রা আপনি আসিয়া উপরে লইয়া যাইবেন। না, কেহই আসিল না।

দ্বারবান চিটী লইয়া চন্দ্রাকে দিল। চন্দ্রা নাম পড়িলেন, কিছুই বলিলেন না। চিটীখানি পড়িতে লাগিলেন। চিটী তাঁহার মাতার হস্তাক্ষর!—"বৎসে! মাতার শেষ আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমার পিতা নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন—আমার নিমিত্তই নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন—আমার নিমিত্তই তোমার তত্ত্ব লন নাই। যে আউটরাম সাহেবকে পিতা বলিতাম—তোমার স্মরণ আছে কি?—তাহাকে আমরা ঘরে দেখিয়া তোমার পিতার মনে বিকার জন্মে। আমি তাঁহারই উদ্দেশে তোমায় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম। আমি এত দিন মহাপথে যাত্রা করি নাই, এইবার পতিকে লইয়া যাত্রা করিব। সোমনাথ নামে একজন সন্ন্যাসীর নিকট তোমার পিতার একটী পোষাক আছে, তাহাতে কারুকার্য্য আমার হাতের। আমার নাম লেখা আছে। সেই পোষাকটী লইয়া চিতাভূমিতে দগ্ধ করিও, তাহা হইলে তোমার পিতামাতার সংকার করা হইবে। বৎসে! স্ত্রীলোকের সতীত্ব অপেক্ষা ধর্ম্ম নাই। আমি সেই ধর্ম্মের অনুবর্ত্তিনী হইয়া অপত্য স্নেহ ত্যাগ করিয়া ছিলাম। পত্রখানি নষ্ট করিও।—তারা।"

চন্দ্রা পড়িয়া নীরব হইয়া রহিলেন। চক্ষে এক বিন্দু জল আসিল না; কাষ্ঠের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন মাত্র। দ্বারবান দাঁড়াইয়া আছে, বলিলেন, "এই পত্র লিখিয়া দিতেছি। সন্ন্যাসীকে দাও।"

লিখিলেন—“ সন্ন্যাসী! আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে। তোমার সহিত আর আমার কার্য্য নাই। জেলে তোমার নিকট শুনিয়াছিলাম, তোমারও আমার সহিত কার্য্য নাই। পত্রের দ্বারা এই শেষ কথা।—চন্দ্রা। ”

হারাণ পত্র পাইলেন। বজ্রের ন্যায় একটী একটী কথা বোধ হইতে লাগিল। কিছুই বলিলেন না। নিশ্বাস ফেলিয়া, সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। অন্য মনে কোথায় যান স্থির নাই। যাইতে যাইতে যে স্থান হইতে রামচাঁদ তাঁহাকে কুড়াইয়া লইয়াছিল, সেই স্থানে উপস্থিত। স্তম্ভিত হইয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন। কতক্ষণ এ অবস্থায় ছিলেন জানেন না। অকস্মাৎ একটী স্ত্রীলোক এক পুরুষের হাত ছাড়াইয়া, দৌড়িয়া আসিয়া, তাঁহাকে ধরিল।

“ এই আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র!—যমরাজ ফিরাইয়া দিয়াছে। যা! গঙ্গার ছেলে—গঙ্গায় যা! ”—

রমনী একখানা ছবি ফেলিয়া দিল। আশ্চর্য্য হইয়া হারাণ দেখিলেন, তাঁহারই প্রতিমূর্ত্তি! নীচে লেখা—“ চন্দ্রা। ”

[সমাপ্ত।]

MOHARAJAH'S LIBRARY
5 MAR 1889
COOCH BEHAR

হেরাল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, ১০ নং ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট,
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।